মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ

অধ্যাপক সৈয়দ আশরাফ আলী

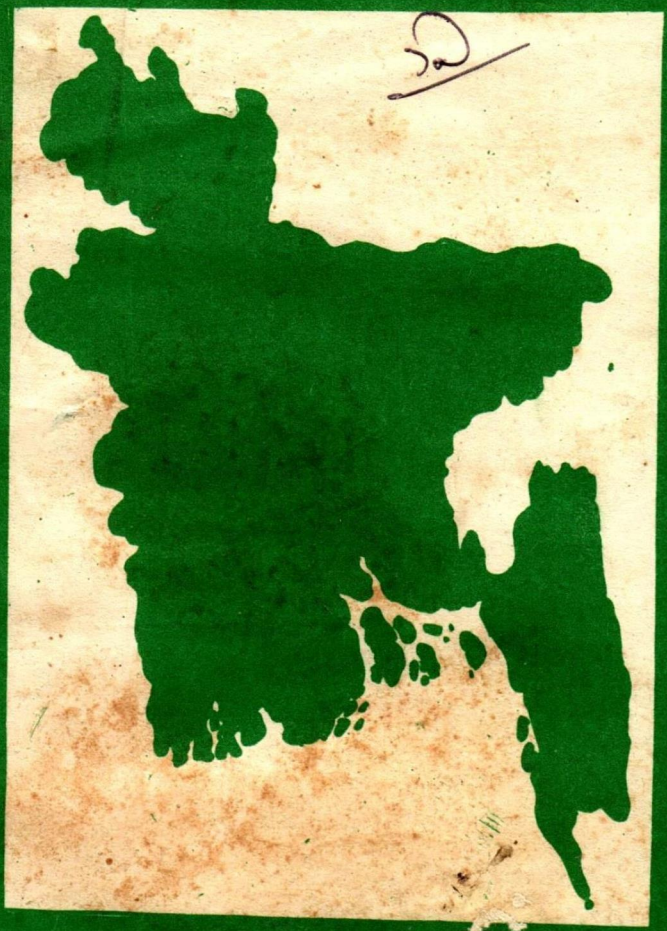

মুসলিম জাতীয়তাবাদ
ও
বাংলাদেশ

অধ্যাপক সৈয়দ আশরাফ আলী

(বি, সি, এস, শিক্ষা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সরকারী আনন্দ মোহন কলেজ, মোমেনশাহী।

ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক, নওয়াব হাবিবুল্লাহ হাই স্কুল, আজমপুর (টঙ্গি), ঢাকা, ভূতপূর্ব অধ্যাপক ফুলপুর ডিগ্রী কলেজ (মোমেনশাহী), নোয়াখালী সরকারী কলেজ (মাইজদী কোর্ট), মাওলানা মুহম্মদ আলী কলেজ (টাঙ্গাইল)।

পরীক্ষক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-ইহসান প্রকাশনী

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ

ম্যানেজার,
আল-ইহসান প্রকাশনী
১৬৭, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকাল ঃ ভাদ্র, ১৩৯৪
মহররম, ১৪০৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

মূল্য ঃ চৌদ্দ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ সোচ্চার প্রিন্টিং প্রেস
১৭১/১, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলার পতনের সাথে সাথে মুসলিম বাংলায় নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। এ বিপর্যয়কে অনেকে আখ্যায়িত করেন 'স্বাধীনতার সূর্যাস্ত' বলে। অন্যদিকে বিশ্ব বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কোন কোন কবির ভাষায় তাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে—"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।" এমত ভাষ্যে পলাশী যুদ্ধের নিশাবসান হয়ে উদিত হয়েছিল এক নবীন সূর্য (!)। আলো আঁধারের এ রহস্য উদঘাটনের জন্যে প্রয়োজন আবেগ বর্জিত ইতিহাস চেতনা এবং তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী।

বিগত দু'শতাব্দী (১৭৫৭ – ১৯৪৭) কাল যাবৎ এই উপমহাদেশে শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ধারায় রাজনৈতিক রঙ্গ মঞ্চে মুসলিম সমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িয়ে আছে এক সুদীর্ঘ খুন রাঙ্গা ইতিহাস। চাঁটগা থেকে সিন্ধানা পর্যন্ত বঙ্গ ভারতের মুসলমানদের রক্ত স্রোতের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট 'পূর্ব পাকিস্তান' মানচিত্রের উপর ১৯৭১ সালে আর একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আজকের বাংলাদেশ।

খণ্ডিত 'সোনার বাংলা'য় তথা অখণ্ড বাংলার পূর্বাংশে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে পর্যায় ক্রমিক বিশ্লেষণ এবং সঠিক তথ্যানুসন্ধানের অভাবে সৃষ্টি হয়েছে জাতি স্বত্ত্বার প্রশ্নে নানা বিভ্রান্তি। এ সকল বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে রচিত হল এ ক্ষুদ্র পুস্তকটি। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য সূচীর সহায়ক বিষয়বস্তুও এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তথ্যানুসন্ধানী পাঠক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পুস্তকটি সমাদৃত হলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে।

পুস্তক রচনায় অনেকের পরামর্শ আমাকে উৎসাহিত করেছে। 'গুলশান মসজিদ ঈদগাহ ও ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার সোসাইটি'র সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলহাজ্ব এম, এ, হান্নান (সাবেক সংসদ সদস্য), মোমেনশাহীস্থ ত্রিশাল উপজেলার নজরুল কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ এর অধ্যাপক জনাব মাওলানা এ, বি, এম, আবদুস সাত্তার, আনন্দ মোহন

www.pathagar.com

কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব ডঃ এস, এম, গোলাম কাদির প্রমুখ অনেকেই তথ্যানুসন্ধানে সহায়তা করেছেন। পুস্তক রচনায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

আল-ইহসান প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব খন্দকার মুহাম্মদ আবু ফাতেহ সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুস্তকটির প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

সহৃদয় পাঠক, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে পুস্তকের উৎকর্ষ সাধনে গঠনমূলক প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠকের কাছে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়।

আরজ গুজার

অধ্যাপক সৈয়দ আশরাফ আলী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারী আনন্দ মোহন কলেজ

সৈয়দ ভবন, মঠবাড়ী
উপজেলা—ত্রিশাল, মোমেনশাহী
১-১-১৯৮৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মুসলমানদের অবক্ষয়	৯
২।	বৃটিশনীতি ঃ হিন্দুতোষণ ও মুসলিম নির্যাতন	১০
	সিপাহী যুদ্ধ ঃ মুসলিম নিধন	১২
৩।	স্যার সৈয়দের আবির্ভাব ঃ মসী-যুদ্ধ	১৪
৪।	বৃটিশের ভ্রান্তি নিরসন ও রাজনৈতিক আপোষ নিষ্পত্তি	১৫
৫।	'মুসলমানদের খুন রাঙ্গা পথ' ঃ চাটগা থেকে সিত্তানা	১৯
৬।	মুসলিম আধুনিকায়ন	২২
৭।	আলীগড় আন্দোলন	২৫
৮।	স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক চেতনা ঃ অভিন্ন চিন্তা ভিন্ন আবর্ত	২৮
৯।	হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বরূপ	৩৩
৯।	(ক) শক্তিবাদ ও বীর পূজা	৩৫
৯।	(খ) রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ভারত চিন্তা	৩৬
৯।	(গ) উর্দু-হিন্দী বিতণ্ডা	৪১
১০।	স্যার সৈয়দ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ	৪২
১০।	(ক) নির্বাচন পদ্ধতি ঃ স্যার সৈয়দের সংরক্ষিত আসন দাবী	৪৩
১০।	(খ) 'চিন্তানায়কদের অভিমত ঃ হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র'	৪৬
১১।	হিন্দু-কংগ্রেস ঃ স্যার সৈয়দের ভিন্ন দৃষ্টি	৪৯
১২।	(ক) স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক সংগঠন	৫৩
১২।	(খ) মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন	৫৭
১৩।	কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলমান গো-হত্যা নিরোধ আন্দোলন	৫৯
১৩।	(খ) বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন	৬১
	০ বঙ্গভঙ্গ রদ হিন্দু মুসলিম প্রতিক্রিয়া	৬৪

www.pathagar.com

১৪। আলীগড় আন্দোলনের ফলাফল—"মুসলিম জাতীয়তাবাদ' ৭১
১৫। জাতীয়তাবাদ ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) ৭৪
১৫। (ক) রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য ঃ উপমহাদেশের সংস্কৃতি-হিন্দু সংস্কৃতি ৭৬
১৬। কায়েদ-ই-আযম ঃ ভারত বিভাগ দাবী ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ৮০
১৭। হিন্দীর কবল মুক্তি ঃ ভাষা সমস্যা সমাধানে কায়েদে আযমের গণতান্ত্রিক অভিমত ৮৬
১৮। পূর্ব পাকিস্তান (মুসলিম বাংলা) শেখ মুজিবের স্বাধিকার আন্দোলন ৯১
১৯। ২৬শে মার্চ ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ৯৫
২০। পাকিস্তান বাংলাদেশ ও ইসলামী জীবনবোধ ৯৯

—০—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্যার সৈয়দ আহম্মদ ও মুসলিম রেনেসাঁ

১। মুসলমানদের অবক্ষয়

ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির দিশারী, একনিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, মুসলিম জাতীয়তাবাদের জনক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান এমন এক দুঃসময়ে আবির্ভূত হন যখন শতাব্দীকালের বৃটিশ শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত, অজ্ঞানতার গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত, আপোষহীন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের খুন রাঙ্গা পথে অগ্রসর হতে গিয়ে শেষ রক্ত বিন্দু নিঃশেষিত অবস্থায় দিশেহারা হয়ে গেছে মুসলমানগণ।

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে ইংরেজ সরকার সর্বদিক দিয়ে মুসলমানদের ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করে। এমন কি রবার্ট-ক্লাইভ তার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য করণীয় (Mendatory) হিসেবে ঘোষণা করেন যে "কোন মুসলমানকে যেন চাপরাশী অথবা জুনিয়র ক্লার্কের উর্ধ্বে পদমর্যাদায় চাকরী না দেয়া হয়"। (১) ভারতীয় মুসলমানদেরকে সকল মর্যাদার আসন থেকে বঞ্চিত করার জন্যে বৃটিশের নগ্ন পদক্ষেপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ "কোন কোন সরকারী চাকুরীর বিজ্ঞপ্তিতে সু-স্পষ্টভাবে লেখা থাকত যে চাকুরীগুলো কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যে মুসলমানদের জন্যে নয়"। (২) চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুরাবস্থা সম্পর্কে হান্টার সাহেব তাঁর তদন্ত রিপোর্ট তথা 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' গ্রন্থে বলেন ঃ "কলিকাতার সরকারী কোন অফিসেই মুসলমানগণ চাপরাশী, দারওয়ান ও পিয়নের উর্ধ্বে চাকুরী পাওয়ার আশা করিতে পারিত না।" (৩)

স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত

(১) এম, এ, এইচ ইস্পাহানী ঃ কায়দ-ই-আজম জিন্নাহ্ এজ আই নো হিম পৃঃ ১৩
(২) ডঃ ভি, ডি, মহাজন ঃ বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড আফটার পৃঃ ৪২৬
(৩) ডব্লিউ, হান্টার ঃ দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস

www.pathagar.com

"এদেশের উপর বৃটিশের আধিপত্য অর্জন ও বৃটিশের জয়লাভের প্রতি হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন"—বলেছেন ডঃ আর, সি, মজুমদার। (৪) হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের প্রতি স্বাগত জানায়। বৃটিশ শাসনের আবির্ভাবকে হিন্দুরা "মুসলিম শাসনের স্বেচ্ছাচার হতে হিন্দুদের উদ্ধার করার সুদূর প্রসারী প্রজ্ঞার পদক্ষেপ" (৫) বলেই মনে করেছিল।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

পলাশী যুদ্ধে স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়াকে তৎকালীন হিন্দুরা গ্রহণ করেছিল বিধাতার আশীর্বাদ রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় বৃটিশের বিজয়কে আখ্যায়িত করেছেন রাত্রি (শর্বরী) পোহানের সাথে। তিনি উক্ত কবিতার এক স্থানে বলেন ঃ

"সেদিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্য বিপনীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক লক্ষী সুর, পথের অন্ধকারে
রাজ সিংহাসন
বঙ্গ তারে গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে ।।" (৬)

২। বৃটিশনীতি ঃ হিন্দুতোষণ ও মুসলিম নির্যাতন

পক্ষান্তরে মুসলমানেরা ইংরেজদেরকে মনে করত ঘৃণ্যতম দুশমন, কারণ ইংরেজরা মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল—হিন্দুদের কাছে ছিল ইহা 'শাসক পরিবর্তন' মাত্র। ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করার জন্যে গ্রহণ করে 'হিন্দু তোষণ' ও মুসলিম নির্যাতনের নীতি।

---

(৪) R C. Majumdar (Ed) The History and Culture of the Indian People, British Paramountey and Indian Renaissance. Part II p-995

(৫) Ram Mohan Roy—Works p,p. 439, 445—446, 462—465

(৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্চয়িতা—"শিবাজি-উৎসব" কবিতা পৃঃ ৪৭৫ (গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি নিল গঙ্গা অভিষেক বা বরণ করিয়া নিল)

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ ১৮৪২ সালে, জনৈক বৃটিশ সামরিক কর্মচারী একখানি পত্রে ডিউক অব অয়েলিংটনের কাছে লিখেছিলেন ঃ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যারা আমাদের দয়ার উপর বাঁচিয়া আছে তারা (মুসলমানরা) আমাদের হিতৈষী মোটেই নহে। পক্ষান্তরে আমি দেখিতেছি, হিন্দুরা আমাদের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এ দেশের এক দশমাংশ অধিবাসী মুসলমানদের শত্রুতায় যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন কেন যে আমরা বাকী নয় দশমাংশ বশংবদ ও অনুরক্ত হিন্দুদিগকে সকল রকম দয়া দাক্ষিণ্য বিতরণ করিব না, তাহার কোন কারণ আমি দেখি না। এই যুগের মুসলমানরা যে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারে না, এই বাস্তব অবস্থার প্রতি অন্ধ হইয়া থ কি কি করিয়া? কাজেই আমাদের নীতি হওয়া উচিৎ, হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্বের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাহাদিগকে সর্বতোভাবে সমর্থন করা"। (১)

বৃটিশ রাজের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো স্তুতিবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভারত বিধাতা' (২) কবিতায়ও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত। এ জয়-গাথাতে বৃটিশ রাজকে-"জনগণ মন-অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা'··· সংকট দুঃখ ত্রাতা···স্নেহময়ী মাতা আখ্যায়িত করে 'তবচরণে নতমাথা' উচ্চারণ করা হয়েছে ভক্তি গদগদ কন্ঠে।

১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই কলিকাতার টাউন হল ময়দানে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি, রাধাকান্তদেব এক সভায় তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "এ মন্তব্য করতে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি যে, ভারতে এই অংশের হিন্দুগণ বরাবরই বৃটিশ রাজ্যের অনুগত প্রজা থেকেছে, তার সমৃদ্ধির ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছে এবং তারা সহায়ক হয়েছে বৃটিশ

(১) আবুল কালাম শামসুদ্দিন ঃ পলাশী থেকে পাকিস্তান, পৃঃ ৫৭—৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(২) 'ভারত বিধাতা' রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা কাব্য' গ্রন্থের ৭২৭ পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয়েছে। ১৯১১ সনে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বঙ্গভঙ্গ রদ ঢাকা রাজধানী কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ বাতিল ঘোষণার সময় গাওয়া হয় এ সঙ্গিত। বর্তমানে এটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। কবিতার ভাব ইসলামী আকিদার বিরোধী নয় কি?

www.pathagar.com

রাজের জন্য ভারতে তার প্রাথমিক রাজ্য লাভের কাজে"। (৩) 'বাঙ্গালী, মাদ্রাজী ও মারাঠা হিন্দুরা যখন ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় জীবনে একটা রেনেসাঁর স্পন্দন অনুভব করিতে ছিল, তখন ভারতের সর্বত্র মুসলমানেরা অশিক্ষার অন্ধকারে খাবি খাইতে ছিল'। (৪)

বৃটিশ সরকার মুসলমানদিগকে সকল মর্যাদার আসন থেকে বিতাড়িত করার জন্য গ্রহণ করে আসছিল নগ্ন পদক্ষেপ। বৃটিশের বাণিজ্য নীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অফিস আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজী প্রবর্তন, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের ধ্বংস সাধন করা হয়েছিল। মোহাম্মদ নরমান বলেন ঃ "The British people had decided that for the expansion of the new power and its continuance, the only course was to crush the Mussalmans and had deliberately adopted policies which had for their aim the economic ruin of Muslims and their intellectual stagnation and general degeneration. (৫)

(বৃটিশেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে নূতন ক্ষমতার প্রসার বৃদ্ধি এবং ইহার—অভিযাত্রা বহাল রাখার জন্য একটি মাত্র পন্থাই রয়েছে, আর তা হলো মুসলমানদের ধ্বংস করা এবং তারা (ইংরেজরা) এই নীতি গ্রহণ করেছিল—যে নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের আর্থিক ধ্বংস, বুদ্ধিবৃত্তির অচল অবস্থা ও সার্বিক অধঃপতন ঘটানো।)

সিপাহী যুদ্ধ ঃ মুসলিম নিধন

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বৃটিশ সরকারের নির্মম প্রতিশোধের শিকারে পরিণত হয় ভারতীয় মুসলমানগণ। বিপ্লবে মুসললানদের ভূমিকা এবং পরিণতি সম্পর্কে ডঃ ভি,ডি, মহাজন বলেন ঃ "The Muslims were more-violently anti British than the Hindus, The British feared the Muslims more than the Hindus. The result was

(৩) এস, এ, সিদ্দিকী ঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস। ৯১—৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(৪) আবুল কালাম শামসুদ্দিন ঃ পলাশী থেকে পাকিস্তান ৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(৫) Muslim India,

www.pathagar.com

that the hand of represtion fell heavily on the Muslims than on the Hindus. Many of their leading men were hanged or exiled, e. g. Nawob Sahibs of Jhajjar, Ballabhagarh, Faruknagar and Farukabad" তাছাড়া মোঘল শাহ্জাদাদেরকে ইংরেজ সেনাপতি হাডসনের আদেশে প্রকাশ্য রাজপথে গুলী করে হত্যা করা হয় এবং তাদের কাটামুন্ডু দিল্লীর লালকেল্লায় বন্দী থাকাবস্থায় মহাবিপ্লবের সিপাহসালার সম্রাট বাহাদুর শাহের সামনে প্রেরণ করা হয়।

ডঃ ভি, ডি, মহাজন আরও বলেন ঃ "একমাত্র ১৮৫৭ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখেই দিল্লীতে ২৪ (চব্বিশ) জন শাহজাদার ফাঁসি দেয়া হয়। প্রতিটি মুসলিম বাস গৃহই ছিল প্রতিশোধের লক্ষ্য বস্তু, মুসলমানদের সম্পত্তি করা হয় বাজেয়াপ্ত। বিপ্লবের পূর্বে দিল্লীকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম রেনেসাঁর সূচনা হইতেছিল তার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কৃষ্টির আলোক ছটা নির্বাপিত হয়ে যায়।

হিন্দু রেনেসাঁর কেন্দ্রস্থল কলিকাতা লড়াই এর বিভীষিকা হতে দূরে সরে (escaped) থাকে এবং ঝঞ্জাট মুক্ত থাকে"। (১)

থিয়োডোর মরিসন বলেন ঃ "১৮৫৭ সালে আসিল বিদ্রোহ। ইংরেজরা ভুল করিয়া মনে করিল মুসলমানেরাই দায়ী। ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে নিঃশেষ করা হইল, মুসলমান অভিজাত বংশগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। মুসলিম নগরী হিসাবে দিল্লীর নাম নিশানা পর্যন্ত রাখা হইল না, মুসলিম সভ্যতা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে"। (২)

এ ধ্বংস স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের এবং পুনর্জাগরণের জন্যে সময়োচিত, বাস্তব ভিত্তিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান। বিবিধ কর্ম প্রণালীর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে চরম অবক্ষয় এবং মানসিক নৈরাজ্যের ঘোর অমানিশা কাটিয়ে নবদিগন্তের সন্ধান দিলেন দূরদর্শী এবং সর্বতোমুখী প্রতিভাবান

(১) Dr. V. D Mahajan : British rule in India and after p-199.
(২) উদ্ধৃত—মোজাম্মেল হক ঃ বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস - পৃঃ ৩০।

www.pathagar.com

মনীষী স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান। তিনি সূচনা করলেন ভারতীয় মুসলমানদের নিয়মতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রাম।

৩। স্যার সৈয়দের আবির্ভাব ঃ মসী-যুদ্ধ

মহান নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮১৭ খৃঃ দিল্লী নগরীতে এক মুসলমান উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ তাকী খান এবং মাতার নাম আজিজ-উন-নিসা। তাঁর মাতামহ খাজা ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ ছিলেন দিল্লীর মোঘল বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের উজিরে আযম।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান অতি অল্প বয়সেই উর্দু ও ফারসী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুতে আর্থিক অভাব অনটনের সম্মুখীন হন। তাই তিনি ১৮৩৭ খৃঃ ইংরেজ সরকারের অধীনে সেরেস্তাদারের চাকরী গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ১৮৪১ সালে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতা, শ্রমশীলতা এবং সাধুতার গুণে দশ বৎসর পর সাবজজের পদে উন্নীত হন।

সরকারী দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৩৭ খৃঃ থেকে ১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত জ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্রেও নিজকে নিয়োজিত রাখেন এবং আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতির মধ্যে আত্ম-সচেতনতা জাগ্রত করতে সচেষ্ট হন।

এ সময়ে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের উর্দু তরজমা 'তফসীরে আহম্মদী' প্রকাশ করেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) উজ্জ্বলতম জীবনাদর্শের উপর শান্তি, মুক্তি ও বুদ্ধির সুস্পষ্ট ছাপ সম্বলিত মহামূল্য রচনাবলী তিনি 'এসেস অন দি লাইফ অব মোহাম্মদ" (সঃ) গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাঁর সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্বলিত 'খুতবায়ে আহম্মদীয়া' গ্রন্থ তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সমাজে প্রবল সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ১৮৪৬ খৃঃ তিনি মুসলিম স্থাপত্যের উপর 'আসার উস সানাদিদ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দুইটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' ও 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' টীকাসহ সংশোধিত

www.pathagar.com

সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি 'বাইবেল' এর একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করেন।

স্যার সৈয়দ ছিলেন অসংখ্য সামাজিক সংস্কারের উদ্যোক্তা। তিনি নারীর অবরোধ বাস এর বিরোধিতা করেন। তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পে মুসলমানদেরকে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বাণী স্মরণ করিয়ে বলেন যে 'মা'এর পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত। তিনি দাস প্রথার বিরোধিতা করেন।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য তিনি 'তাহজিব-উল আখলাক' (সমাজ সংস্কার) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সমাজ সংস্কার ছাড়াও মুসলিম পুনর্জাগরণ ও আধুনিকায়নের মহান লক্ষ্যে পরিচালিত আলীগড় আন্দোলনের বাণী প্রচারের মাধ্যম ছিল এ পত্রিকাটি।

পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলেন ঃ "একনিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক হিসেবে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ইসলামের সহিত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আপোষ রক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন—অন্য কোন মৌল ধর্মের উপর আক্রমণ চালিয়ে নয়। ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যেকার সামঞ্জস্যের প্রতিও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন"। (১)

৪। বৃটিশের ভ্রান্তি নিরসন ও রাজনৈতিক আপোষ নিষ্পত্তি ঃ

১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিপ্লব' তথা স্বাধীনতা যুদ্ধ দমনের পর ভারতীয় মুসলমানদেরকে এ বিপ্লবের জন্যে এককভাবে দায়ী করতঃ তাদের উপর বৃটিশ সরকার নির্মম প্রতিশোধ নিচ্ছিল। এ চরম দুর্দিনে স্যার সৈয়দের প্রাণ নিজ জাতির মঙ্গলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে দুর্জয় সংকল্প নিয়ে তিনি কওমের খিদমতে আত্মনিয়োগ করলেন।

বৃটিশ সরকারের ভ্রান্তি নিরসন এবং বৃটিশ সরকার এবং মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক আপোষ নিষ্পত্তির জন্যে তিনি ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৫৯

(১) জওহরলাল নেহেরু ঃ দি-ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া—পৃঃ ৩৪৭

www.pathagar.com

সাল পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৮৫৭—'৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সন্ত্রাসের মুহূর্তে তিনি মুসলমানদিগকে বাস্তব রাজনীতির যুক্তিযুক্ত সীমায় সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে একটি এসোসিয়েশন গড়ে তোলেন (বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন)।

১৮৫৯ সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর সৎ ও সাড়া জাগানো 'RISALAH-I-ASBAB-I-BAGHAWAT-I HIND' ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ পুস্তকটি। তিনি এই উর্দু পুস্তকের ইংরেজী সংস্করণ 'The causes of the Indian revolt' প্রকাশ করে বিলাতে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যের কাছে এর কপি প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান গর্ব ও অকাট্য তথ্যাদি প্রকাশ করে প্রমাণ করেন যে, বৃটিশ সরকার তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুশাসন, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎপীড়নই ছিল ভারতীয়দের আজাদী সংগ্রামের প্রকৃত কারণ এবং এই মহাবিপ্লবে ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যথার্থই উল্লেখ করেন যে মুসলমানগণ এককভাবে এ বিদ্রোহের জন্যে দায়ী নয়।

কেহ কেহ স্যার সৈয়দের এ বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করতে চান এই বলে যে, তিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে নিছক 'সিপাহী বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দের পুস্তকটির নামকরণ থেকেই বোধগম্য হয় যে তিনি ইহাকে 'ভারতীয় বিপ্লব' বলেছেন। তাছাড়া 'মহাবিপ্লব' ছিল একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান। সুতরাং নামকরণ দিয়ে এর গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করার চেয়ে বৃটিশের ক্রোধবহ্নি থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং প্রকৃত সমস্যাটি তুলে ধরে বাস্তব সমাধানের প্রয়োজন ছিল সমধিক—এ কথা অনস্বীকার্য। তীব্রতার দিক থেকে এটি ছিল অনেকের মতে, মুসলমানদের দ্বিতীয়বারের স্বাধীনতা যুদ্ধ। শতাব্দীকাল যাবৎ বৃটিশ বিরোধী আপোষহীন সংগ্রামের খুন রাঙ্গা পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে ১৮৫৭ সালে শোচনীয় পরাজয়ের পর মুসলমানদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে বিরূপ সমালোচনা করার পরিবর্তে সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপটির যথাযথ মূল্যায়ন করাই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বটে!

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ পুস্তক বিলি হয় কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে। ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করা ছিল তখন রাজদ্রোহিতার সামিল। এ পুস্তকে জনগণের জন্যে, জনগণের সরকারের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ। তিনি লিখলেন—এক শতাব্দীর বেশী কাল বৃটিশ শাসন চলে এসেছে তবু সরকার জনগণের ভালবাসা অর্জন করতে পারেন নি।

আর একটি উর্দু প্রচার পত্রে তিনি দেখান যে শাসক ও শাসিতের মধ্যে-কার সন্দেহবোধ ও মতভেদই বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে। (১)

এ সব সমালোচনা দ্বারা বৃটিশ বিবেক নাড়া খেয়েছিল—তার প্রমাণ কংগ্রেসের শরিফ প্রতিষ্ঠাতা এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের মন্তব্য ঃ ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের পুস্তক পাঠ করার পরই আমি অনুভব করি যে, ভারতীয় জনমতের মঞ্চ স্বরূপ একটি সংগঠন দরকার। (২)

এন, আই, চৌধুরী বলেন ঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, পুস্তকে উল্লেখিত ঘটনাবলী তদন্ত করিবার জন্য বৃটিশ সরকার স্যার উইলিয়াম হান্টারকে ভারতে পাঠাইতে বাধ্য হন। হান্টার সাহেব তদন্ত করিয়া 'The Indian Mussalmans' গ্রন্থটি রচনা করেন। বৃটিশ সরকারের সাফাই গাওয়ার সাথে সাথে অনেক সত্য ঘটনা হান্টার সাহেব তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। (৩)

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের 'The Causes of the Indian Revolt' পুস্তকটিতে উল্লেখিত কোম্পানী শাসনামলের অত্যাচার অবিচারের তথ্য নির্ভর সূত্র ধরে হান্টার তাঁর The Indian Mussalmans গ্রন্থে 'ইংরেজ শাসনে

---

(১) এই কারণের উপর জোর দিয়ে স্যার সৈয়দ লিখেছেন ঃ Had there been a native of Hindustan in the same legislative council. the people would never have fallen into such erors'—The causes of the Indian revolt.

(২) Jan Stephens : Pakistan—old country/New nation. P-40

(৩) নূরুল ইসলাম চৌধুরী ঃ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ মুসলিম শাসনের ইতিহাস—পৃঃ ৪৭৫

www.pathagar.com

মুসলমানদের প্রতি অবিচার' শীর্ষক অধ্যায়ে বলেন ঃ আমার বক্তব্য গুলি কেবলমাত্র বাংলাদেশ (বৃহৎ বাংলা) সম্পর্কেই প্রযোজ্য কারণ এ দেশটাকেই আমি ভালভাবে জানি এবং আমার যতদূর জানা আছে তাতে ধারণা হবে, এদেশের মুসলমানরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একশ সত্তর বছর আগে একজন বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আজ তাদের পক্ষে ধনী হিসেবে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে সরকারী চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা ছিল—২১১১ জনের মধ্যে ১৩৩৮ জন ইংরেজ, ৬৮১ জন হিন্দু এবং ৯২ জন মুসলমান। এতো গেল গেজেটেড চাকুরী সম্বন্ধে। অন্যান্য নজরে না লাগা অফিসে মুসলমান বিতাড়নের কাজ আরও ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

হান্টার সাহেবের অভিমত

তিনি আরও বলেন ঃ মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে মুঘল বাদশাহদের আমল হইতে যে সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল তাহাও ইংরেজ সরকার নানা ছলে বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে মারাত্মক আঘাত (Death blow) হানে। মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে ইংরেজ সরকারের নিকট এত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আসিয়া ছিল যে, ইহা দ্বারা মুসলমানদের জন্যে একটি আলাদা সুষ্ঠু ও সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী করা যাইত, কিন্তু ইংরেজ সরকার উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় পাশ্চাত্ব শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করিয়া মুসলমানদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিল (The Indian Mussalmans).

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা এবং স্যার সৈয়দের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আয়োজিত তদন্ত রিপোর্ট তথা হান্টার সাহেবের পুস্তকের মূল্যায়নে ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ As the British considered the Muslims to be responsible for the mutiny, they were treated very severely after 1858. This continued upto 870's. It was then that a change took place in the attitude of the British Govt. towards the Muslims. Sir William Hunter's book, The Indian Mussal-

www.pathagar.com

mans' published in 1870 marks the beginning of the change. পুস্তকটির উপসংহারে লেখা ছিল ঃ It was expedient now to take them into alliance rather than continue to antagonise them (৪)

৫। 'মুসলমানদের খুন রাঙ্গা পথ' ঃ চাটগা থেকে সিত্তানা

বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরামহীন সংগ্রামের ফলে বৃটিশের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে মুসলমানগণ তাদের চির শত্রু। কেননা ১৭৫৭ সালের পর থেকে পুরো একশত বৎসরেরও অধিককাল বিদ্রোহের অনলে রাঙ্গিয়ে রেখেছিল মুসলমানরা। এ খুন রাঙ্গা পথে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন (১) মীর কাশিম আলী খাঁ (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝুমিয়া বীর জান মোহাম্মাদ (৩) সন্দ্বীপের তোরাব আলী চৌধুরী (৪) রংপুরের মজনু শাহ্ এবং তাঁর অনুসারীগণ (১৭৬৩—১৮৯০) (৫) সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীর জেহাদ আন্দোলন (১৮২০—১৮৬৪ খৃঃ) (১) (৬) মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমীর (৭) হাজী শরিয়াতুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন বৃটিশ ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করেছিলেন। তা ছাড়া আরও অগণিত বীর মুজাহিদ প্রাণ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে।

হান্টার সাহেব তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' পুস্তকের 'আমাদের সীমান্তে স্থায়ী বিদ্রোহী বসতি' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ আম্বালা যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষেত্র উপস্থিত হলে ভীরু বাঙ্গালী হিংস্র আফগানের মত লড়তে পারে – ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এ যুদ্ধের সংখ্যা ছিল কুড়িবার তাতে বৃটিশ সরকারের লেগেছে ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্য তা ছাড়া অনিয়মিত সৈন্য এবং পুলিশত আছেই—১৮৫৭ সালে তারা প্রকাশ্যে একজোট হয়ে গেল।

---

(৪) Dr. V D. Mahajan British rule in India after p 437

(১) "সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী মুক্তি সংগ্রামের যে বীজ অংকুরিত করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে ভারতীয় মুসলমানদেরকে জাতীয় আন্দোলন চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল" (ডঃ সবীন সেন ঃ বার্ত অব পাকিস্তান)। সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভী ছিলেন শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ) এর মুরিদ। জেহাদ আন্দোলনের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হলেন সৈয়দ ওমর শাহ্, শাহ্ ইসমাইল, মাওঃ এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী প্রমুখ।

www.pathagar.com

বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম বলতে হান্টার সাহেব মুসলমানদেরকেই বুঝিয়েছেন এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের উদ্যোক্তা ছিলেন মুসলমান গণ। এ প্রসঙ্গে ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ "The prime movers of the mutiny of 1857 were the Muslims and those Muslims were undoubtedly Wahabis." (British rule in India and after p-426)

সীমান্ত যুদ্ধে হাজার মাইল অতিক্রম করে বাঙ্গালী মুসলমানগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে সীমান্তের মুজাহিদদের সাথে। হান্টার সাহেব বলেন ঃ যুদ্ধের ময়দানে, জেহাদের শিবিরে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে বাঙ্গালী মুসলমানের পুতঃ অস্থি। (দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস) এ বিদ্রোহের চরম বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছিল ১৮৫৭ সালে কিন্তু তার পরও চলে ১৮৬৪ সালে সীমান্ত অভিযান।

তাই বড়লাট লর্ড মেয়ো প্রশ্ন করেছিলেন ঃ মুসলমানগণ কি তাদের ধর্মীয় বিধানে রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য ? (২)

সময়ের অমোঘ প্রয়োজনে, মুসলমানদের শেষ অস্তিত্বটুকু রক্ষা করার তাগিদে জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) সংক্রান্ত সঠিক ফতুয়া সম্বলিত Hindustan-the-wafadar Mussalman. (ভারতের বিশ্বস্ত মুসলমান) নামে একখানি পুস্তক রচনা করতে হয়েছিল স্যার সৈয়দকে।

কেহ কেহ স্যার সৈয়দের বাস্তব ধর্মী বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে তথাকথিত 'মনোরঞ্জন' হিসেবে অভিহিত করতে চান। প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাস্কী বলেন ঃ কোন রাষ্ট্র তত্ত্বই সময়ের প্রেক্ষিত ছাড়াবোধগম্য হয় না।

---

(২) "১৮৭১—৭২ সালে পর পর দু'টি হত্যাকাণ্ড ইংরেজদের মনে সন্দেহ ও আশংকা বাড়িয়ে তোলে। বিচারপতি নরম্যানকে আবদুল্লাহ এবং বড়লাট লর্ড মেয়োকে শের খান হত্যা করেন। সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে ওয়াহাবীদের বিচার করেন এবং জেল-জুলুম-ফাসি-দ্বীপান্তর দ্বারা ওয়াহাবী আন্দোলন দমন করেন। সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের পর সৈয়দ আহম্মদ ও আবদুল লতিফের প্রথম কাজ হল, ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে ইংরেজগণের এরূপ সন্দেহ দূর করা" ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারা বাংলা একাডেমী পত্রিকা পৃষ্ঠা ৬৫

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে কুনুয়ার শিং, নানা সাহেব, তাঁতিয়া তুপি প্রমুখ হিন্দু নেতাগণ অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও 'হিন্দু রেনেসাঁর' কেন্দ্রস্থল কলিকাতার আকাশ বাতাস ছিল বৃটিশের জয়গানে মুখরিত। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত প্রভাবশালী পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' নানাভাবে মুসলিম শাসনকে অত্যাচারী শাসন বলে আখ্যায়িত করেছে এবং বিপ্লবের সমস্ত দোষ মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে ইংরেজদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। ২০/৬/১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' এ ছিল মুক্ত কণ্ঠে জয়গান ঃ

"চিরকাল হয় যেন বৃটিশের জয়
বৃটিশের রাজলক্ষী স্থির যেন রয়
এমন সুখের রাজ্য আর নাহি হয়
শাস্ত্র মতে এই রাজ্য রাম রাজ্য কয়।"
—ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

উক্ত তারিখের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন ঃ "যবনাধিকারে (মুসলিম শাসনে) আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই—সর্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত···দুষ্কিয়াকারগণ গভর্নমেন্টের শত্রু তন্মধ্যে যবনের সংখ্যায় অধিক।" এহেন মন্তব্যে একদিকে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বিপ্লবীদেরকে দুষ্কিয়াকার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে মুসলমানদেরকে 'যবন' আখ্যায়িত করে বিষোদগার করা হয়েছে। (আকবর উদ্দিন ঃ কায়েদে আযম ৪৫—৪৭ পৃঃ উদ্ধৃত)

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র সেন বলেন ঃ "আরব দেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়·····সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই। ·····এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে" প্রবাসী ১৩৫৬ অগ্রহায়ন, পৃঃ ১৮৮।

"সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভীর আন্দোলনের নাম ছিল 'তাহরিকে মুহাম্মদিয়া' সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ইংরেজ ও ইংরেজ প্রাসাদ পুষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এই বিপ্লবী মোজাহিদদেরকে 'ওয়াহাবী' বলে প্রচার করছে"—এস, এ, সিদ্দিকী, ভুলে যাওয়া ইতিহাস পৃঃ ৩৩।

www.pathagar.com

সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশেষ বুলেট ছোড়ার তথা অস্ত্র বল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পর দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল—হয় আত্মহত্যা নয় আনুগত্য স্বীকার করতঃ আপোষের নীতি গ্রহণ।

বিশিষ্ট হিন্দু জননেতাগণ বরাবর বৃটিশের আনুগত্যের নীতি সর্বান্তকরনে অনুসরণ করে মর্যাদার আসনগুলি দখল করে আসছিলেন। এমন কি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও কংগ্রেস সভাপতি শ্রী অম্বিকাচরণের মত প্রখ্যাত জননেতার কণ্ঠে ধ্বনিত রয়েছে ঃ "প্রতিটি অন্তর এক সুরু ঐক্য তালে বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত।" এ অকুণ্ঠ জয়গান রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজি উৎসব' এবং 'ভারত বিধাতা' কবিতায় একই সুর মুর্চ্ছনায় বিদ্যমান।

ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের তাকিদেই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্যার সৈয়দ আপোষের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন—নিছক গুণ কীর্তন করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যে নয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ছিলেন বাস্তববাদী এবং দূর দৃষ্টিসম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে শুরু হয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক মুক্তির সংগ্রাম।

স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান ঘোষিত আপোষ নীতির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি এবং অগ্রগতি সাধনে সাফল্য সম্পর্কে ডঃ ভি, ডি, মহাজন যথার্থই বলেন ঃ এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে তার (স্যার সৈয়দের) আজীবন প্রচেষ্টা মুসলমান সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। (৩)

৬। মুসলিম আধুনিকায়ন

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা থেকেই মুসলমানগণ বৃটিশের প্রতি বর্জননীতি অনুসরণ করে আসছিল এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

(৩) B. "It goes without saying that his life work brought about a revolution among the Muslimes."—Dr. V.D. Mahajan : British rule in India and after p-517.

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনামলে রাজ ভাষা ছিল ফার্সী ও উর্দু। বৃটিশ সরকার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ইংরেজী প্রবর্তনের ফলে মুসলমানগণ ভ্রান্তি বশতঃ ইহাকে ধর্মনাশের উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে এবং গোঁড়া মুসলমানগণ ইংরেজী শিখলে নাসারা (খৃষ্টান) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে প্রচার করতে থাকে। একদিকে আধুনিক শিক্ষা বর্জন অন্যদিকে বৃটিশের দমননীতি মুসলমানদেরকে ধ্বংসের পথে নেমে যাওয়ার কাজকে ত্বরান্বিত করে।

স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান উপলব্ধি করলেন যে ইংরেজী ভাষা এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করা মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের জন্যে অপরিহার্য। তাই তিনি মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করতে গিয়ে স্যার সৈয়দকে রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে। তাঁকে অশেষ লাঞ্ছনা, কটুক্তি এবং জীবন নাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। কথিত আছে যে তিনি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে গিয়ে জনৈক গোঁড়া মুসলমানদের কাছ থেকে অপমানজনক প্রত্যুত্তর হিসেবে পার্সেল যোগে 'একজোড়া জুতা' প্রাপ্ত হন। স্যার সৈয়দের অনুসারিগণ এহেন অশালীন আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু অসীম মনোবল এবং ধৈর্য সহকারে জুতা প্রেরককে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেন যে সে পার্সেলকৃত বস্তুটি অপমানজনক হলেও অন্ততঃ মুসলিম আধুনিকায়নে স্যার সৈয়দের প্রচেষ্টার কথা পার্সেল প্রেরক ব্যক্তি স্মরণ রেখেছেন। এমন দিন আসবে যখন মুসলিম আধুনিকায়ন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পার্সেল প্রেরকের মত মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

মুসলিম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালে স্যার সৈয়দ মুরাদাবাদে একটি ইতিহাস গবেষণা সংক্রান্ত বিদ্যায়তন স্থাপন করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি গাজীপুরে অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে ইহা আলীগড় বিজ্ঞান সমিতিতে রূপান্তরিত হয়। এ সমিতি কর্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত পস্তকাদি সুলভ মূল্য বিতরণের ফলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীগণ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ লাভ করে।

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দের আজীবন অকৃত্তিম বন্ধু রাজা জয় কিষাণ দাস ছিলেন এ সমিতির ব্যবস্থাপক।

সারা (বৃটিশ ভারত) উপমহাদেশে মুসলিম আধুনিকায়নের প্রধান দুই স্থপতি ছিলেন স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খাঁন এবং নওয়াব আবদুল লতিফ। এ দুই মহানায়কের যুগপৎ প্রয়াসে এ আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনে রূপ লাভ করে। এ দুই মহানায়ক ছিলেন পরস্পর পরস্পরের প্রেরণার উৎস।

নওয়ার আব্দুল লতিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং নওয়াব ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় গঠিত মোহামেডান লিটারার্যারী সোসাইটির বৈঠকে ইংরেজী ভাষা, আধুনিক দর্শন, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতাদানের জন্যে ১৮৬৩ সনে স্যার সৈয়দ কলিকাতায় আসেন। অপরদিকে স্যার সৈয়দ তাঁর গঠিত আলীগড় বিজ্ঞান সমিতির পরিচালনা সংসদের সভ্য হিসেবে নওয়াব আব্দুল লতিফকে মনোনীত করেন। মুসলিম আধুনিকায়নে সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল—আলীগড়, কলিকাতা এবং লাহোর।

মুসলিম আধুনিকায়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঃ—

(১) ইংরেজ সরকার এবং মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করা ;

(২) বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত নয়া ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে মুসলমানদিগকে ইউরোপীয় কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান ;

(৩) মুসলমানদের প্রতি বৃটিশের সন্দিগ্ধতার অবসান ঘটানো ;

(৪) পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় অনগ্রসর মুসলমানদিগকে শতাব্দীকালের অগ্রগামী হিন্দুদের সাথে সমতালে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দিক-গুলোতে উৎকর্ষ সাধন করা।

১৮৬৪ সালে স্যার সৈয়দ গাজীপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি 'মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের' ভিত্তি স্থাপন করেন। অসংখ্য কর্মীর সমর্থন ধন্য এ কন্‌ফারেন্স অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে সমগ্র ভারত এর শাখা গড়ে উঠে। ডব্লিউ, সি, স্মিথ বলেন ঃ "সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আধুনিক, উদার ও বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিকোণ প্রচার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এ সম্মেলন।"

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ 'সোসাইটি ফর এডুকেশনাল প্রগ্রেস অব ইণ্ডিয়ান মুসলিম'স নামে অপর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সমাজে কুসংস্কার দূরীকরণ এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে এ সোসাইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭। আলীগড় আন্দোলন ঃ

১৮৭৩ সালে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান আলীগড়ে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ সালে এটি এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল মোহামেডান কলেজে উন্নীত করেন। আর কোপল্যাণ্ডের ভাষায় বলতে হয় ঃ স্যার সৈয়দের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৮৭৫ সালে এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা। এটাই ছিল প্রচলিত গতিধারার গতি পরিবর্তনের ক্রান্তিকাল। এ পর্যায়ে এসে সাবেকী ধারার অবসান হয়—উদ্বোধন হয় নবযুগের। (১)

এ সময়ে স্যার সৈয়দ বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন বড়লাট পরিষদের সদস্য। স্বীয় ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বলে তিনি বহু কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর কলেজটির উন্নয়নে ব্রতী হন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও ধ্যান ধারণার প্রভাবে তিনি একদল বলিষ্ঠ কর্মী ও লেখক গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে এক শক্তিশালী আন্দোলনের জন্ম হয় এবং মৌলিক বিকাশের সূচনা হয়।

স্যার সৈয়দ সূচিত আলীগড় আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত মৌলনীতি সূত্রে বিম্বিত ছিল ঃ

(এক) মুসলমানদের কল্যাণের স্বার্থে ভারতের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক আপোষ রক্ষার প্রয়োজন।

(দুই) আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর ভাবনা ও ইসলামের মধ্যে আপোষ রফার ব্যবস্থা করা। অপর কোন মৌল ধর্মের উপর আক্রমণ না চালিয়ে পাক কুরআনের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটা অর্জন করা। আন্দোলনটির ভিত্তি ছিল পাক কুরআন এবং পাক কোরআনের যুক্তি নির্ভর উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এ আন্দোলনে।

(তিন) ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য ভাবনা ও কৃষ্টির প্রসার করা ছিল এ

(1) Sir R. Coupland . The Indian Problem p-32.

www.pathagar.com

আন্দোলনের লক্ষ্য। এ আন্দোলন ঘোষণা করে যে কুরআন আধুনিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করেনি অথবা ইসলামের জন্যে তা বিপজ্জনকও নয়। আন্দোলনটি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়। এ আন্দোলন ছিল যুক্তিবাদীতায় অনুপ্রাণিত। আন্দোলনটি ছিল নারী মুক্তি এবং নারীর যথাযথ মর্যাদা দানের স্ব-পক্ষে।

(চার) হিন্দু-মুসলমান দু'টি পৃথক রাজনৈতিক সত্ত্বা এবং দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বার্থের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী।

(পাঁচ) বৃটেনের মত ভারত বর্ষে ধর্মীয়, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে একরূপতা বিদ্যমান না থাকায় সরল নির্বাচন পদ্ধতি এবং পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বৃটেনের আঙ্গিকে ভারত বর্ষে গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়।

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশ্নে স্যারসৈয়দের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গীর প্রতি যারা সমীহ করতেন তাঁদের মধ্যে (১) সৈয়দ চেরাগ আলী (২) নওয়াব মুহসিন উল-মুল্‌ক, মুস্তফা খান, প্রফেসর খুদা বক্‌স (৩) ইউছুফ আলী অন্যতম। (২) শিক্ষা ক্ষেত্রেও স্যার সৈয়দের তৎপরতায় মুন্সী কেরামত আলী, মুন্সী আকাউল্লাহ, ডঃ নজির আহাম্মদ, মওলানা শিবলী নোমানী, কবি হালি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

স্যার সৈয়দের অনুসারী কবি আলতাফ হোসাইন হালি ছিলেন উর্দু সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। স্যার সৈয়দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ় এবং স্যার সৈয়দকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আলীগড় আন্দোলনের সাফল্য অর্জনে কবি হালির অবদান অপরিসীম। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মুসাদ্দাজ' ইসলামের আধুনিক ধ্যান-ধারণায় বিরাট উৎসাহ যোগায়। ইসলামকে তিনি তাঁর কাব্যে বারংবার তুলে ধরেছেন একটি সমুজ্জ্বল সভ্যতা হিসেবে। তিনি বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে শক্তি। জীবনের মধ্যে তার প্রভাব ক্রিয়াশীল। তাঁর মহাকাব্যের মূল সুর হচ্ছে ঃ মুসলমান সমাজ ও ইসলাম ধর্ম এ বিশ্বে টিকে থাকবার জন্যেই এসেছে এবং তা শান্তির বাণী নিয়ে টিকে থাকবেই। ইসলামের অতীত অবদান ও গৌরব বর্ণনায়, মুসলমানদের গৌরব সম্বল অতীতের পুনরুপস্থাপনায় হালি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ধারার বাহক।

(2) Sir R. Coupland : The Indian Problem p-32.

www.pathagar.com

স্যার আর কোপল্যাণ্ড বলেন ঃ স্বীয় বিশ্বাসের সাহসিকতা ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বলে তিনি (স্যার সৈয়দ) সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। (৩)

স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান উনিশ শতকের শেষার্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের দীপ্ত মশাল বাহী এমন এক দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন যা সমগ্র ভারতে মুসলিম রেনেসাঁর দ্বার উদ্ঘাটন করে দেয়।

ডঃ আর সি মজুমদার প্রমুখ (থ্রি ডক্টরস) বলেন ঃ স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ এবং রাইট অনারেবল, সৈয়দ আমীর আলীর মত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃবৃন্দের আদর্শ এবং প্রচেষ্টা ভারতীয় মুসলমানদের নব-জাগরণের সূত্রপাত ঘটায়। ··· এ কথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে—মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা এবং আধুনিক সভ্যতা ও কৃষ্টি বিস্তারে আলীগড় কলেজ যতটুকু অবদান রেখেছে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই কোন সম্প্রদায়ের জন্যে ততটুকু অবদান রাখতে পারেনি।" (৪)

ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ তার (স্যার সৈয়দের) কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ, স্যার সৈয়দ সর্বান্তকরণে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালান এবং তিনি খ্যাতির সহিত সাফল্য অর্জন করেছিলেন।" (৫)

জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে স্যার সৈয়দের অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকা স্যার সৈয়দকে 'শিক্ষার ভবিষ্যৎ বক্তা' (প্রফেট অব এডুকেশন) উপাধিতে ভূষিত করে।

গোঁড়া ধর্মান্ধ মহলের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল রাজা রাম মোহন রায়ের মত স্যার সৈয়দকেও। অসীম মনোবল এবং একনিষ্ঠ সাধনা বলে স্যার সৈয়দ রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধ প্রভাব কাটিয়ে মুসলমানদেরকে মুক্তির সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিই অগ্রগতির বুনিয়াদ।

ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভিকেটারিয় আদর্শ ও মূল্যবোধের বিরোধী এ

---

(3) 16 Id.

(4) Dr. R. C Maiumder (3 doctors) An Advanced History of India p-896.

(5) Dr. V. D. Mahajan : British rule in India and after p-428

www.pathagar.com

ধারণার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। (স্মিথ) তিনি ঘোষণা করলেন যে কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করেনি এবং তা ইসলামের জন্যে বিপজ্জনকও নয়।

শিক্ষা ও শাসন ক্ষমতার মধ্যকার অন্তর্নিহিত সম্পর্কই মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিতে নাড়া দিল। যখন হিন্দু কেরানীরা আদেশ-নির্দেশ দানের পদমর্যাদায় পদোন্নতি পাচ্ছিল, সুনজরে থাকবার সুবাদে যখন পুলিশ সিপাহী পর্যন্ত বাছাই করা শুরু হল, তখন সত্যিই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নিজেদের মনোভাবের পুনঃ মূল্যায়ন করা মুসলমানদের জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সেদিনের মহান ভারতীয় মুসলিম নায়ক স্যার সৈয়দ আহাম্মদ এ মতবাদই প্রচার করেছিলেন। (৬)

আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্যে স্যার সৈয়দের আহবান দিকে দিকে বহন করে নিয়ে যায় তাঁর 'তাহজিব-উল-আখলাক' পত্রিকা এবং অসংখ্য কর্মীগণ। "বুদ্ধি বৃত্তির দিক দিয়ে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান সূচিত কর্মযজ্ঞ আমীর আলী ও ডঃ মুহাম্মদ ইকবালের হাতে আরও উৎকর্ষতা লাভ করে।" (ডঃ মোজাফফর আহাম্মদ চৌধুরী : Govt. and Politics in Pakistan, P. P. 45—47)

আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আলীগড় আন্দোলনের আদর্শে উজ্জিবত কর্মীদের দ্বারাই পরবর্তীকালে গঠিত হয় মুসলিম লীগ। আলীগড় কলেজটি ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় -এটা ছিল আলীগড় আন্দোলনেরই ফল।

৮। স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক চেতনা : অভিন্ন চিন্তা ভিন্ন আবর্ত।

স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান ছিলেন ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের জনক। আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজটি ছিল মুসলিম জাতীয়তা উন্মেষের স্নায়ু কেন্দ্র। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাস ভূমির দাবীতে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে। লাহোর প্রস্তাবে

(6) Sir R. Coupland : A. Restatement p-42.

www.pathagar.com

কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিম উদ্দিন, এম. এ. এইচ ইস্পাহানী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাস ভূমির দাবীতে তথাকথিত অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অক্টোপাশের কবল থেকে মু হওয়ার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছিলেন সে মুসলিম জাতীয়তা-বাদের সূচনা করেন স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান।

ডঃ লাল বাহাদুর বলেন ঃ লাহোর প্রস্তাব হচ্ছে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আশা আকাংখার চরমতম বিকাশ যাহা স্যার সেয়দ আহাম্মদ খান থেকে সূচিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালের পূর্বে কখনও এত বলিষ্ঠভাবে এ দাবী উত্থাপন করা হয়নি। (But it was never put so boldly as in 1940)" (১)

"স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদিগকে 'কাজল বধুয়ার দুটি উজ্জ্বল আঁখি' বলে অভিহিত করতেন। ঐতিহাসিক ইলবার্ট বিলে তিনি এ মন্তব্য করে বলেছিলেন (১৮৮৩ সালে), 'একটিতে আঘাত করলে অন্যটি স্বভাবতঃই আঘাত প্রাপ্ত হইবে'।

১৮৮৪ সালে তিনি গুরুদাসপুরে ঘোষণা করেন ঃ হিন্দু এবং মুসল-মানদের একাত্মা হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করা উচিৎ। যদি একতাবদ্ধ হই, আমরা একে অপরকে সমর্থন করতে পারি। যদি তা না হয় তবে একের বিরুদ্ধে অপরের তৎপরতা উভয়ের ধ্বংস ও পতন ডেকে আনবে। অন্য

---

1. "The Lahore resolution was the highest culmination of Muslim aspirations roused by leaders from Sayed Ahmad's times" Aut; Dr V. D. Mohajan: British rule in India and after-P-437.

লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল ঃ (১) ভারত বর্ষের ভৌগোলিক দিক হইতে নিকটবর্তী এলাকাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে (২) ভার-তের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত অঞ্চলে স্বায়ত্ব শাসিত ও সার্বভৌম অঙ্গরাজ্য সম্পন্ন পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠণ করা (৩) সংখ্যা লঘুদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য সাবিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

এক স্থানে তিনি বলেছিলেন ঃ জাতি শব্দটি দ্বারা আমি হিন্দু মুসলমানদেরকে অভিন্ন মনে করি, কেননা ইহাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র যথার্থ অর্থবহ। আমার কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে তাদের ধর্ম বিশ্বাস কি কেননা ইহাতে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছুই দেখি না। আমরা যা দেখি তা হচ্ছে আমরা একই ভূখণ্ডে বাস করি, একই শাসকের প্রতি আনুগত্যশীল, স্বার্থের উৎস অভিন্ন, দুর্ভিক্ষ কবলিত বা বিপদগ্রস্থ হলে সমভাবেই দুর্ভোগ পোহাই। এ সমস্ত কারণে আমি উভয় সম্প্রদায়কে একটি নামে অভিহিত করি যেমন 'হিন্দু নামে বুঝায় যে তারা হচ্ছে হিন্দুস্তানের বাসিন্দা।" (২)

হিন্দু মুসলমানদের পারস্পারিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুদাসপুরে প্রদত্ত ভাষণে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান মুসলমানদের সম্মান জনক সহ-অবস্থান এবং রাজনৈতিক সচেতনতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। একে অপরকে সহযোগিতা অর্থে রাজনৈতিক মঞ্চে মুসলমানদের অস্তিত্ব এবং সক্রিয় বলিষ্ঠ সত্বা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তার বক্তব্যে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বা রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানগণ ও একটি শক্তি হিসেবে বিদ্যমান যার হাতে সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগতি এবং বিরোধিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে।

স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান প্রথম দিকে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন, 'জাতি' শব্দটি দ্বারা হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়কে কাজল বধুয়ার দুটি উজ্জ্বল আঁখি (Two eyes of a beautiful bride) বিবেচনা করে যে অভিন্ন হৃদয় প্রত্যাশা করেছিলেন, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা, লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনার সার্বিক প্রচেষ্টা অবলোকন করে তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নিয়ে স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খান সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেন ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের বাণী।

কেহ কেহ বলেন ঃ স্বচ্ছ মন নিয়ে স্যার সৈয়দ কর্মক্ষেত্রে নামেন কিন্তু পরে তিনি মূল প্রতিপাদ্য থেকে সরে যান। অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

(২) উদ্দৃত ডঃ ভি, ডি, মহাজন ঃ বৃটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এণ্ড আফটার- পৃঃ ৪২৭

www.pathagar.com

থেকে স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক মনোভঙ্গী পরিবর্তনের বিষয়টিকে অস্বচ্ছ দৃষ্টি তথা সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং হিন্দু বিরোধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে প্রয়াস পান। এ ধরণের তথাকথিত উদার পন্থী বা ধর্ম নিরপেক্ষতা-বাদীদের ভ্রান্তি নিরসন কল্পে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। এ ধরণের ভ্রান্ত প্রচারণাকারীদের কেহ কেহ কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, (যিনি কংগ্রেসের উদার পন্থী নেতা শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গোখেল কর্তৃক হিন্দু মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন) কেও সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ায় আচ্ছন্ন করে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমির দাবীতে গৃহীত ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে কুখ্যাত (? লাহোর প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করতে অপ-প্রয়াস পান। (৩)

এ হেন অর্বাচীন উক্তির জবাবে বাধ্য হয়ে বলতে হয় স্বাধীন বাংলাদেশ-ভারত বিভক্তির ফল কিন্তু বৃটিশ সরকার এবং কংগ্রেস সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বতঃস্ফূর্ত গণ রায়ের মাধ্যমে এবং এম, এ, জিন্নাহ্‌র বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদের অতিপ্রতিরুদ্ধ আন্দোলনের মুখে ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির শর্ত হিসেবে বাংলা ভাষা ভিত্তিক ভূখণ্ড 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' ভাগ হয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে জন্ম নেয় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল—'পূর্ব পাকিস্তান'। পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আজকের সার্বভৌম বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িক-তার ধুয়া তুলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবী সম্বলিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে কুখ্যাত লাহোর প্রস্তাব আখ্যায়িত করা 'ভারত বিভক্তি'র বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে বিভক্তির ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বার্বভৌমত্ব বা অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হয় নিঃসন্দেহে। ভারত বিভাগ ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশ সম্ভব ছিল কি ?

---

(৩) "সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে মুসলিম লীগ ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ·····১৯৪০ সালে কুখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাবে' মুস-লিম লীগ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুইটি স্বতন্ত্র জাতি—এইরূপ ধর্ম ভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ·····দাবী তোলে"—অনিল মুখার্জি : স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি—পৃঃ ১৩

www.pathagar.com

ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় চেতনা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদকে তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা আখ্যায়িত করে ধূমজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা না করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করলে বিষয়টি জলবৎ তরল হয়ে যায়। নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন এবং ন্যায্য মর্যাদার আসন লাভের মহৎ প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতা বলার প্রশ্ন অবান্তর, যদি তা অপর সম্প্রদায়ের অধিকারকে খর্ব না করে। বর্ণ হিন্দু সমাজ যখন বৃটিশ রাজের চাটুকারে পরিণত হয়ে চাকরি–বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য সর্ব ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছিল, তখনও মুসলমানরা বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল ; পরে তাদের চৈতন্যোদয় ঘটে।

৭১২ খৃঃ মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় এবং ১১৯২ খৃঃ মোহাম্মদ ঘোরীর দিল্লী অধিকারের পর থেকে সহস্রাধিক বৎসর ভারত বর্ষে মুসলিম শাসনের সমোজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হয়েছে। পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে বাহুবলে হিন্দু রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম শক্তির হাতে শোচনীয় পরাজয়ের পর হতাশাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন মারাঠা নায়ক বালাজী বাজীরাও। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (শিবাজী উৎসব কবিতায়) 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে পোহালে শর্বরী' এবং দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনাধীনে অকথ্য নির্যাতন নিষ্পেষণের ঘন তমসার মধ্যেও হিন্দুদের জীবন ধারা থেকে মুসলমানগণ তাদের স্বতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কেননা মুসলমানদের জীবন ধারা থেকে হিন্দুদের জীবন ধারা এত ভিন্ন যে, এই দু'টি জনগোষ্ঠির একটি বা অপরটি নিজেদের পরিচয় ত্যাগ করতে সম্মত না হলে দু'টিকে সামঞ্জস্যযুক্ত করা যায় না।

বৃটিশ শাসনের প্রভাবে জন্ম নিচ্ছিল এক নয়া ভারত। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাস্কীর মতে ঃ জাতীয়তা একটি মানসিক অবস্থা, একটি আধ্যাত্ম চেতনা—এ চেতনা একটি জন সমাজকে অপর এক জন সমাজ থেকে পৃথক করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রান্তিলগ্নে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বেদনাহত স্মৃতি বিজড়িত মুসলমানদের অনুভূতিকে ভেঙ্গে খান খান করে আত্মজাগৃতি ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পথে ঠেলে দিয়েছে এ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাগণ। ভারতীয় মুসলমানগণ অবাক বিস্ময়ে

www.pathagar.com

তাকিয়ে দেখলেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, কবি, সাহিত্যিক সকলের বক্তব্যে তারা ম্লেচ্ছ, যবন, বিদেশী, ধর্মান্তরিত আক্ষায়িত এবং নিছক সংখ্যালঘু হিসেবে করুণার পাত্র।

৯। হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ঃ

প্রফেসর ওয়ালব্যাতক তথাকথিত সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদকে যথার্থ ভাবেই 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে ঃ 'উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে, তার প্রকৃত রূপ ছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন, যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'রামরাজ্য' স্থাপন। তখন বাংলাদেশে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায়, পুনায় সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজে মহাজন সভা প্রতিষ্ঠায় মূলতঃ প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয়েছিল। দয়ানন্দের ১৮৮২ সালের 'গোরক্ষিনী সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও ১৮৯৬ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠান একই অনুপ্রেরণা প্রসূত। বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য সাধনাও একই উদ্দেশ্য প্রনোদিত। তার 'আনন্দ মঠ' গ্রন্থ ও বন্দে মাতরম মন্ত্র সমস্বরে প্রচারিত করেছে—হিন্দুর ধর্ম, জাতি ও জাতীয়তা জ্ঞান একই অবিভাজ্য বিষয়—এ তিনের একই চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। এ জন্য মুসলিম শিরে তাঁর অভিশাপ, গালাগালি ও বিদ্বেষ বিষ বর্ষণে কিছুমাত্র কৃপণতা ছিলনা।" (১)

ডঃ বি, বি, মজুমদার তাঁর History of political thought from Ram Mohan Roy to Dayanand গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'এটাই সম্ভবত সত্য যে, ভারতে জাতীয়তাবাদের যশস্বী প্রবক্তা বঙ্কিম চন্দ্র চাকুরী ক্ষেত্রে নিরাশ হবার পরেই জাতীয়তাবাদের মতবাদ প্রচারে ব্রতী হন। (২) বঙ্কিম চন্দ্র যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন তা হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। কেননা 'আনন্দ মঠে' শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী লিখেছেন ঃ ধর্ম গেল, জাতিগেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?

---

(১) আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ২৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

(২) মোজাম্মেল হক ঃ বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ১২৩ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত

www.pathagar.com

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখ কবিগণ তাদের রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দুদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরা মুসলিম শাসনকে অত্যাচারী শাসন বলে আখ্যায়িত করেন এবং ইংরেজ শাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা যে সকল রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু রাজাগণ মোঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তাঁদেরকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়েছেন। (৩)

'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটিতে স্পষ্টতই রয়েছে হিন্দুদের কালী মাতার শক্তিবাদের ভক্তি আপ্লুত অভয়মন্ত্র, লক্ষী, এবং দুর্গার বন্দনা যা মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বৃটিশ ভারতের কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী পতাকা উত্তোলনসহ এ সংগীতটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্কুল কলেজে গাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

কংগ্রেস মহলে কায়েদ-ই-আযম জিন্নাহ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত বলে পরিচিত ছিলেন। (৪) নেহেরু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "অতীতে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের নিকটে আনার ক্ষেত্রে জিন্নাহর যথেষ্ট অবদান আছে।" ১৯৩৭ সালে লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন, "কংগ্রেসের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার, যে যৎসামান্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব তারা পেয়েছে তার শুরুতেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাদের হাত খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন, হিন্দুস্থান শুধু হিন্দুদের জন্যই ··· তারা পুরো-পুরি হিন্দুনীতি গ্রহণ করেছে। তারা তাদের কথা, কাজ ও কর্মসূচীতে ভাল করে প্রমাণ দিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কোন ন্যায় বা সুবিচার আশা করতে পারে না।" (৫) সমকালীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে কুখ্যাত লাহোর প্রস্তাব এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাধিকার সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করার মনোবৃত্তি

(3) R. C. Majumder : Bengel in Ninteenth century. p-76

(4) J. Nehru : Autobiography p-67

(5) Jamaluddin Ahmed : Speech and writings of Mr. Jinnah vol. 1.

www.pathagar.com

সম্পন্ন ব্যক্তিদের এহেন পক্ষপাত দুষ্ট এবং উদ্দেশ্য মূলক প্রচারণার কণ্ঠ নির্বাক হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

তা ছাড়া, পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করার ফলে হিন্দুদের মনে যে জাতীয়তা বোধ জন্মে তা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিম মানসে শ্রী অরবিন্দ পোদ্দার বলেন: "এই জাগরণের মুখেও পাশ্চাত্যের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হয়। অস্বীকৃত বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাংলার শিক্ষিত সমাজ আত্মশক্তি লাভের প্রেরণায় পাশ্চাত্যের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং বিদেশী শাসনকর্তার নিকট পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া অতীতের শ্রেষ্ঠতায় বর্তমানের ক্ষুদ্রতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং একটা উগ্র ধর্ম মত ও সম্প্রদায়গত দণ্ড প্রকাশ করিতে থাকে। তাই চৈত্র মেলার অপর নাম জাতীয় মেলা না হইয়া হইল 'হিন্দু মেলা' আর প্রথম জীবনের অসংযত ব্রাহ্ম-রাজ নারায়ণ বসুকে ১৮৭২ সালে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু রাজ পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টা দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে"। (৬)

৯। (ক) শক্তিবাদ ও বীর পূজা:

দেশাই এর মতে, "চরমপন্থী নেতাগণ হিন্দুদের বদিক যুগের স্মৃতি অশোক ও চন্দ্রগুপ্ত, রানা প্রতাপের এবং শিবাজীর বীরত্ব গাথা, কাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই এবং ১৮৫৭ সালের (হিন্দু) বীরদের কাহিনী পুনরুজ্জীবিত করেন।

দুর্গা, কালী, ভবানী (Bhawani) এবং অন্যান্য হিন্দুদেব দেবীদেরকে উপস্থাপন করা (revived) হয় এবং এ কথা বিশ্বাস করা হয় যে এ সমস্ত দেব দেবীরাই তাদের প্রেরণাদানকারী এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক।

অরবিন্দ ঘোষ বলতেন, "আমাদের সকল আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন করা এবং একমাত্র হিন্দু-ইজমই আমাদের এই আশা

(৬) ডঃ শ্রী অরবিন্দ পোদ্দার: বঙ্কিম মানস, পৃষ্ঠা ৬৮

www.pathagar.com

আকাংখা বাস্তবায়িত করবে। .....জাতীয়তা হচ্ছে একটি ধর্ম যা ঈশ্বরের নিকট থেকে আগত।" (৭)

"দেশের মনকে স্বাদেশিকতা ও জাতি প্রেমে উদবোধিত ও উত্তেজিত করিবার নানা আয়োজন চলিতে ছিল। অন্যতম হইতেছে 'বীর পূজা' ১৮৯৫ খৃঃ তিলক শিবাজি উৎসব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

শিবাজি-উৎসব এতদিন মারাঠিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ..... সখারাম গনেশ দেওস্কর ইহাকে বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি 'শিবাজির দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহারই ভূমিকা স্বরূপ 'শিবাজি-উৎসব' নামে কবিতা লিখিয়া দেন।

৯। (খ) রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ভারত চিন্তা:

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কালে হিন্দু ভারতের ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে।

বাঙ্গালী মারাঠা শৌর্যকে 'বর্গীর হাঙ্গামা'র সহিত অভিন্ন করিয়া জানা রীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের সেই বিক্ষুব্ধ যুগের ঘটনা পুঞ্জকে ভুলিতে ও নূতন দৃষ্টিতে উহাকে দেখিতে বলিলেন।"

---

(7) Qut—Dr. V. D. Mahajan : British Rule In India and after p-393—Sri Aurobindo ghosh decleared that "nationali m is a religion that comes from god. According to Desai, "Extremist leaders revive their memories of the vedie post of the Hindus, the great phase of the reigns of Asoka. Chadra gupta, the Heroic deeds of Rana pratap and Shivaji the epic patriotism of Laxmibai, the queen of Jhansi and yeaders of 1857.

Durga, Kali, Bhawani and other Hindu gods and goddesses were revived and it was believed that they alone can give the exspiration that was necessary for the emancipation of the country. According to Aurobindo ghosh" Independence in all our movements in the goal of life and Hinduism alone can ulfil this asPiration of ours.

www.pathagar.com

কোন দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজি
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনাতড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি
'এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি'
....
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে। (৮)
তব পুন্য চেষ্টা যত তস্করের নিস্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে
.. ..
তোমারে চিনেছি, আজি চিনেছি চিনেছি হেরাজন,
তুমি মহারাজ
তব রাজ কর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন।
দাঁড়াইবে আজ
সেদিন শুনিনি কথা আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব

---

(৮) মারাঠা দস্যুরা বর্গী নামে পরিচিত। এ বাংলাদেশে তারা অবাধ লুণ্ঠন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল—'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে' - এ ছড়াটির সাথে জড়িত রয়েছে মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী। মারাঠা দস্যুদের লুণ্ঠনের ইতিহাস রচনা করেছেন কবিতার ভাষায় 'বিদেশীর ইতিবৃত্ত কথা' এবং 'মিথ্যাময়ীর মুখর ভাষণ' বলে আখ্যায়িত করে শিবাজীর অনুসারী মারাঠা দস্যুদের লুণ্ঠন ও জঘন্য কার্য্যকলাপকে 'রুদ্রলীলা' রূপ মহৎ কর্ম হিসেবে উল্লাস প্রকাশ করেছেন।

শিবাজী ছিলেন ভারতের মহারাষ্ট্রের অধিবাসী মারাঠাদের নায়ক। তিনি সম্রাট আলমগীর অওরঙ্গজেবের ঘোর শত্রু ছিলেন। শিবাজী সন্ধিস্থলে বিজাপুরের সুলতান আফজল খানকে 'বাঘনখ' নামক অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবাজীর গর্বভাপূর্ণ জঘন্য কর্মকে বীরত্ব পূর্ণ কাজ হিসেবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিলক 'শিবাজি-উৎসব' উদ্বোধন করেন।

www.pathagar.com

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যান মন্ত্রে তব
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল
'এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবনে
করিব সম্বল
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী এক কণ্ঠে বল
'জয়তু শিবাজি'
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী এক সঙ্গে চল
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিমে পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে—

[গিরিধি ১১ ভাদ্র ১৩১১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্চয়িতা (পৃঃ ৪৮১)

শিবাজি উৎসব আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তা বোধ হইতে উদভূত। শিবাজি মহারাজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং শিবাজি সম্বন্ধে গৌরবান্বিত হিন্দুদেরই হওয়াই সম্ভব, মুসলমান দের নহে ...'' শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র প্রবেশক (পৃঃ ১৪৩)

"ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মনে করা হতো সাম্প্রদায়িকতার সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে, তিনিও 'শিবাজি উৎসব'কে স্বাগত জানাতে কোন কুণ্ঠার সম্মুখীন হননি। তিনিও সেই শিবাজির প্রশস্তি গেয়ে লিখলেন কবিতা, চিত্রিত করলেন তাঁকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বাধনে উদ্বুদ্ধ এক ধর্ম রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত মুঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল এক মহানায়ক হিসেবে" (এস, এ, সিদ্দিকী ঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস (পৃঃ ৯২-৯৩)

রবীন্দ্রনাথের অপর একটি কবিতা হচ্ছে 'ভারত বিধাতা' যার মূল সুর মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির পরিপন্থী। সম্রাট পঞ্চম

www.pathagar.com

জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে এটি দিল্লীতে গাওয়া হয় 'বৃটিশ রাজ' কে ভারত বিধাতা সম্বোধন করে। ১৯১১ সনে এ অনুষ্ঠানেই ১৯০৫ সালে গঠিত নূতন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসাম ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী বাতিল ঘোষিত হয়, কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের চক্রান্তে। বঙ্গভঙ্গ রদ তথা নূতন প্রদেশ বাতিলের ফলে (বর্তমান বাংলাদেশ সহ) নূতন প্রদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির আশা পদ দলিত করা হয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ পদ দলিত হয় যে অনুষ্ঠানে সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনা হয়ে বেজে উঠে ছিল বৃটিশের উদ্দেশ্যে ঃ –

জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা !
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকুল বঙ্গ·····
দারুন বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খ ধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা

·····

স্নেহময়ী তুমি মাতা·····
তব চরণে নত মাথা ···
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয়, জয়হে ।। (৯)

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে রচিত এ সব কবিতায় সুস্পষ্টভাবে হিন্দু ভারতের জয়ধ্বনি করা হয়েছে। সেখানে যেমন নেই মুসলমানদের সংস্কৃতির কোন স্বীকৃতি তেমন নেই বাঙ্গালীদের পৃথক কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বাঙ্গালী হচ্ছে, মারাঠির সাথে, শিবাজির মহামন্ত্রে এক ধর্ম রাজ্য পাশে বাধা অভিন্ন সত্তা।

রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে বিকৃত করে যারা 'জাগ্রত ঘুমের ইতিহাস' (১০) রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথের বরাত দিয়ে

---

(৯) সন্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংযোজন পৃঃ ৭২৭ 'ভারত বিধাতা' ১৩১৮ মাঘের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ঐ বৎসর মাঘোৎসবে গীত হয়। ১৩১৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনেও গাওয়া হয় (ঐ পৃঃ ৮৭০)

(১০) 'সংবাদ' এ অনিরুদ্ধ লিখিত 'ইতিহাস সত্য বনাম বিশ্বাসের নোঙর' ২৩-১২-৮৩ 'জাগ্রত ঘুমের ইতিহাস' ৬-৪-৮৪ শীর্ষক দুটি নিবন্ধে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে যথেষ্ট বিকৃত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যারা 'বাঙ্গালী জাতীয়তা'র সুবিধামত ব্যাখ্যা দিতে চান অথবা তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বনি উচ্চারণ করেন তাদের মনে রাখা প্রয়োজন উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু পুনরুত্থান প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের ও অখণ্ড হিন্দু ভারতের স্বপ্ন উগ্রমূর্তি ধারণ করে দিকে দিকে সঞ্চারিত হয়েছিল।

এ সময়ে হিন্দুরা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তারা বাংলায় 'হিন্দু মেলা' পুণায় 'সার্বজনিক সভা' ও মাদ্রাজে মহাজন সভা প্রতিষ্ঠা করে।

চরম পন্থীদের অভ্যুদয়ের কারণ সম্পর্কে ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ "হিন্দুইজম এর পুনরুত্থান হচ্ছে অন্যতম যাহা জনসাধারণের মধ্যে চরম পন্থীর উদ্ভব ঘটায় (Another cause was the revival of Hinduirm and that brought ideas of extremism among the people) স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে চিকাগোতে ধর্মীয় সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা করে। তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতে আধ্যাত্মিক (Spiritual) মিশনে প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ পাঞ্জাবে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর শ্লোগান ছিল বেদে ফিরে যাও। 'ভারত ভারতীয়দের জন্য'—এ ধ্বনি প্রথম যে ভারতীয় উচ্চারণ করেন তিনি দয়ানন্দ। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মুল্লারের (Max Muller) মতে, দয়ানন্দ প্রায়ই বলতেন, "যা কিছু জানবার এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ঘটনাবলীও বেদে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।" (১১) ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের প্রভাবের বিরুদ্ধেই ছিল আর্য সমাজের প্রতিক্রিয়া। এরা ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সাথে সাথে জাতীয়তার যে বাণী প্রচার করেন তাতে মুসলমানগণ ছিল উপেক্ষিত। কেননা ভারতীয় হিসেবে পরিগনিত হওয়ার শর্ত ছিল বেদে ফিরে যাওয়া। কিন্তু কোন মুসলমান বেদে ফিরে যেতে পারে না। মদন মোহন মালব্য, লালা রাজপত রায় প্রমুখ চরম পন্থীদের দ্বারা আর্য সমাজ ও শুদ্ধি আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক রূপ প্রকট হয়ে উঠে।

(11) Sir P. Griffiths : The British Impact on India. p-253

www.pathagar.com

৯। (গ) উর্দু-হিন্দী বিতণ্ডা ঃ

১৮৬৭ সালের বেনারসের হিন্দু নেতারা উর্দুর বদলে হিন্দী প্রবর্তনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে কারণ উর্দু ছিল মুসলমানদের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। বঙ্গ ভারত মুসলিম (তুর্ক-আফগান) সুলতানী শাসনামলে বিজেতা মুসলমান ও বিজিত ভারতীয়দের মধ্যে কথোপকথনের ফলে ভারত বর্ষের সাধারণ কথ্য ভাষার সহিত আরবী ও ফারসী শব্দের অপূব মিশ্রণে সৃষ্টি হয় ভারতের বুকে এক নূতন ভাষা—উর্দু। ইহা ছিল সুদীর্ঘ কাল যাবৎ ভারত বর্ষে বিজেতা মুসলমানদের সংস্কৃতির অন্যতম অবদান। অবশ্য বাংলা ভাষাও সমৃদ্ধ হয়েছে আরবী ফারসী শব্দের মিশ্রণ ও সুলতানী শাসন ও মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে। 'উর্দু' কোন বিশেষ প্রদেশের ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেনি। ইহা ছিল ভারত বর্ষে ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এক সাধারণ মিশ্র ভাষা—'লিংগুয়া ফ্রাংকা'। ভারতের বুকে মুসলিম শাসনের সমুজ্জ্বল ঐতিহ্য-উর্দু ভাষা।

ডঃ আর, সি, মজুমদার (থ্রি ডক্টরস) প্রমুখ বলেন ঃ উর্দু, হিন্দী, এবং উরিয়া সাহিত্য এ সময়ে অগ্রগতির পথে যাইতে ছিল। পাঞ্জাবের স্যার মোহাম্মদ ইকবাল উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী উৎকর্ষ সাধন করেন। হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন এবং ইহাকে (হিন্দীকে) হিন্দু স্থানীদের লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে শুরু হল তুমুল আন্দোলন। (Urdu, Hindi and Oriya literaturers are showing signs of advance. The writings of Sir Mohammad iqbal of the Punjab have given birth to a new age in the history of Urdu literature. A powerful agitation is now on foot for the development of Hindi literature and for making Hinduestani the linguafranca of India)। ভারতের বুকে মুসলিম শাসনের ফলে সৃষ্ট এ উর্দু ভাষার সাথে হিন্দী ভাষার কিছু কিছু মিল থাকলেও হরফের মধ্যে ছিল মূল পার্থক্য। 'উর্দু' লেখা হতো আরবী-ফারসী অক্ষরে অন্য দিকে হিন্দী লেখা হত—দেব নাগরী অক্ষরে লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী

www.pathagar.com

উত্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রধান দুইটি বিরোধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—(১) পৃথক নির্বাচন (২) হিন্দী উর্দু বতণ্ডা।

১০। স্যার সৈয়দ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ঃ

মুসলমানদের ভাষা উর্দুর বদলে হিন্দী প্রবর্তনের আন্দোলন স্যার সৈয়দের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার ফলে তিনি সর্বান্তকরণে মুসলমানদের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। এসব কীর্তি সৈয়দ আহম্মদ খানের মনে এ বদ্ধমূলক ধারণা ও প্রতীতি সৃষ্টি করে যে, এ দুটি সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমান কোন ব্যাপারেই সর্বান্তকরণে একত্রিত হবে না। (১)

"কাল ক্রমে চরম পন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হিন্দু পুনরুত্থান প্রচেষ্টা, হিন্দী-উর্দু বিতণ্ডা, আর্যসমাজ ও শুদ্ধি আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব, শাসনে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়া ছিল।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান আরো ভাবিয়া দেখিলেন যে, অর্থে ও জ্ঞানে সবল ভারতীয় হিন্দুদের সহিত যোগদান করিলে পাশ্চত্য শিক্ষা-দীক্ষায় বিমুখ দুর্বল ভারতীয় মুসলমানগণ কোন দিনই তাহাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া হাসিল করিতে পারিবে না। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম তমদ্দুন, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং একটির পর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হইতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুকিয়া পড়িলেন।"(২)

কে, আলী বলেন, গঠনমূলক কার্যের দ্বারা তিনি (স্যার সৈয়দ) পাক-ভারতের মুসলমানদের অধিসংবাদিত নেতা হইলেন। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মত হিন্দু নেতাদের সহিত সহযোগিতা করেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধে তিনি নির্ভয়ে মুসলমান-

(১) Hector Bolitho : Jinnah—The creator of Pakistan. p. 40

(২) নূরুল ইসলাম চৌধুরী ঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস-পৃঃ ৪৭৭

www.pathagar.com

দের স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না মনে করিয়া তিনি মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন" (১৮৮৭। (৩)

১০। (ক) নির্বাচন পদ্ধতি ঃ স্যার সৈয়দের সংরক্ষিত আসন দাবী ঃ

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান বৃটেনের অনুকরণে ভারতে বিশুদ্ধ ও সরল নির্বাচন পদ্ধতির অসুবিধা সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ ব্যক্ত করেন। প্রথা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার বা বিশুদ্ধ সরল নির্বাচন পদ্ধতি এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে সকল ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেন। এ ধরণের নির্বাচন হচ্ছে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং এ নির্বাচনে ধর্ম-বর্ণ ভিত্তিতে কোন আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নাই। বিশুদ্ধ ও সরল নির্বাচন ব্যবস্থার কোন নির্বাচনী এলাকা থেকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ধর্ম-বর্ণ সংঘাত বিদ্যমান না থাকলেই এ ধরণের নির্বাচন পদ্ধতি সঠিকভাবে কার্যকরী হতে পারে।

যদি কোন জনগোষ্ঠিতে ধর্ম-বর্ণ সংঘাত বিদ্যমান থাকে তবে সরল নির্বাচন পদ্ধতি কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় না। এ ধরণের সংঘাত ভোটারদিগকে প্রভাবিত করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনের পরিবর্তে ভোটারগণ ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়গত মনোভাব ও চেতনা নিয়ে ভোট প্রদান করে। ফলে যোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সংখ্যা-লঘুদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়গত বিভেদ বিদ্যমান থাকলে সমস্যা সহজ সমাধানের জন্য ধর্ম-বর্ণ সাম্প্রদায়গত দিক থেকে বিবাদমান জনগোষ্ঠির মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্যে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা

(৩) কে, আলী ঃ পাক রভাতের ইতিহাস পৃঃ ৯৯

www.pathagar.com

করা হয় অন্যথায় রাজনৈতিক দিক থেকে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে বিস্ফোরণ দেখা দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমানদেরকে কাজল বধূয়ার দুটি উজ্জ্বল আঁখি আখ্যায়িত করে অভিন্ন হৃদয় প্রত্যাশা করলেও হিন্দু পুনরুত্থান প্রচেষ্টা, উর্দু-হিন্দী বিতণ্ডায় মুসলিম সংস্কৃতি বিপন্ন করার চক্রান্ত অনুধাবন করে মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তিনি দূরদৃষ্টি নিয়ে ভেবে দেখলেন যদি মুসলমান-দের জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা না থাকে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় মুসলমানগণ ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের আসন দখল করতে পারবে না। স্যার সৈয়দের এ আশংকা অমূলক ছিল না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট মোতাবেক যে যুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাহাতে একজন মুসলমান প্রতিনিধিও নির্বাচিত হন নাই। মুসলমান প্রার্থীগণ প্রতিযোগী হিন্দু প্রার্থী-দের চেয়ে যোগ্যতায় কোন অংশে কম ছিলেন না। ভোটাধিক্যের বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যুক্ত নির্বাচন প্রথার সর্বত্র জয়লাভ করিল এবং দেশের শাসন কার্যে অধিকতর প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পেল। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলাফলটি এখানে লক্ষ্যণীয় সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের বিষয় ভিন্ন কথা।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৮৩ সালে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ইম্পেরিয়্যাল আইন পরিষদের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিল পর্যালোচনায় বলিষ্ঠভাবে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর সারগর্ভ ভাষণে বলেন: সরল ও বিশুদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রথা প্রতিষ্ঠান একমাত্র ঐ দেশেরই কাজ চালাতে পারে যে সব দেশে রয়েছে সামাজিক কৃষ্টিগত ও রাজনৈতিক একরূপতা। ভারতে ইহা অনুপস্থিত। ভারত নিজেই এক মহাদেশ, এখানে অধিবাসী হচ্ছে বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রের এক বিরাট জনসংখ্যা। ধর্মীয় আচার প্রথার কঠোরতা নিকটতম প্রতি-বেশকেও পর্যন্ত দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বর্ণ প্রথা এখনও শক্তিশালী ও প্রভাবকারী। একই এলাকায় বহু ধর্ম ও বহু জাতিসত্ত্বার লোক রয়েছে (৪)

(৪ Aut. Sir R Coupland The Indian problem (1933—1935) part-1 Apprendix, p 156

www.pathagar.com

তিনি বলেছিলেন, এমতাবস্থায় ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে তাতে পর্যাপ্ত বিপত্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে যাবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি বৃটেনের অবস্থা বিশ্লেষণ করেন, সেখানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ঘটেছে (৫)

স্যার সৈয়দ সরল নির্বাচন পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে ভারতের সঙ্গে বৃটেনের বাস্তব পরিস্থিতির তুলনা প্রসঙ্গে বলেন: "ইংল্যাণ্ডে বর্ণ পার্থক্য আর নেই, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির ফলে ধর্মীয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের অবসান ঘটেছে, ব্যাপারটি এখন আর তেমন কোন বিপত্তির সৃষ্টি করে না। ইংরেজরা বর্ণ ও ধর্মের উর্ধে একজাতি, শিক্ষার প্রসার তাদের আভ্যন্তরীণ মত পার্থক্য দূর করেছে। বৃটেনের জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাদের এক সম্প্রদায়ে ও অভিন্ন সমাজে পরিণত করেছে (৬) কিন্তু ভারতে অবস্থা কি? স্যার সৈয়দ বলেন: ভারতের অবস্থা ভিন্নতর। যে দেশে বর্ণ ও ধর্ম এক সে দেশে নিসঃন্দেহে এটা সর্বোত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতের মত একটি দেশে, সেখানে বর্ণভেদ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, সেখানে বিভিন্ন জনগোত্রের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে না, ধর্মীয় প্রভেদ যেখানে হিংস্রতার উদ্রেক ঘটায়, যে আধুনিক শিক্ষা জন সম্প্রদায়ের সকল অংশের মধ্যে সফল অগ্রতি লাভ করেনি, সেখানে আমার বিশ্বাস স্থানীয় ও জেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের জন্য সরল সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হলে নিতান্ত অর্থনৈতিক বিপত্তির চাইতেও অনেক বেশী বিপত্তি সৃষ্টি হবে। ধর্ম, বর্ণ গোত্রের প্রভেদ যতদিন ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে প্রধান উপাদান থাকবে এবং দেশের প্রশাসন ও জনকল্যাণের প্রশ্নে তা যতদিন জনমত প্রভাবিত করবে ততদিন ভারতে সরল অবাধ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা নিরাপদ হবে না। বৃহত্তর সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে। ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে এর ফলে বৈষম্য দেখা দেবে। তার জন্য অজ্ঞ জনসাধারণ যে কোন সময়ের চাইতে অধিক প্রচণ্ডতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে"।(৭)

---

(৫) উদ্ধৃত: মোজাম্মেল হক: বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পৃঃ ১৮৬

(৬) Aut. Sir R. Coupland The Indian problem. (1833—1935) part-1 App p. 156

(৭) Aut. Sir R. Coupland : The Indian problem, 156

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ তার বক্তব্য দ্বারা বৃটিশ রাজকে 'জনগণমত অধিনায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতা' (৮) কল্পনা করে স্ব-জাতি সম্পর্কে হীনমন্যতা প্রকাশ করেন নি এবং স্বরাজ অর্জনের বিরোধিতাও করেন নি। তার বক্তব্য একথা অতি সুস্পষ্ট যে তিনি ভেবে ছিলেন, বৃটিশ পার্লামেন্টারী রীতির প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ভারতের উপযোগী নয়। স্যার সৈয়দের এ বক্তব্য বৃটেন ও ভারতের জনসাধারণের তুলনামূলক রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের বাস্তব এবং অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ।

১০। খ) 'চিন্তানায়কদের অভিমতঃ হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র'ঃ

ভারতে এ ধরণের মত পার্থক্য সম্পর্কে এম, এন, রায় বলেনঃ 'ভারতের অধিবাসিদের মধ্যে সনাতন পন্থী হিন্দুদের সংখ্যাই অধিক। এদের কাছে সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, এমনকি প্রশংসনীয় সংস্কৃতি সম্পন্ন মুসল- এম, এন, মানেরা পর্যন্ত ম্লেচ্ছ—অসভ্য বর্বরই রয়ে গেল। নিম্নতম স্তরের, হিন্দুরা এদের কাছ থেকে যে সামাজিক ব্যবহার পায়, মুসলমান- দেরও তাদের কাছ থেকে তার চেয়ে কিছু উন্নততর ব্যবহার পাবার অধিকারী বলে এরা মনে করে না শত শত বৎসর ব্যাপী দুটো সম্প্রদায় এক সঙ্গে একই দেশে বাস করলো, অথচ পরস্পরের সভ্যতা, সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টাই করলা; পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর মেলে না পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মত ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না। ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদিতার আদর্শ হল আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ইসলাম তথা মোহাম্মদের ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে হিন্দুদের এই অপ্রশংসনীয় মনোবৃত্তি আর উগ্র আকার ধারণ করে।"(৯)

এইচ, ভি, হডসন (H. V. Hodson) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The great Devide' এ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের স্বরূপ উদঘাটন করে দেখিয়ে-

(৮) রবীন্দ্রনাথের 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' কবিতা-সঞ্চয়িতা-সংযোজন দ্রঃ ৭২৭।

(৯) M. N. Roy : The Historical role of Islam, p. p. 3—4.

www.pathagar.com

ছেন যে ভারতে ভিন্নমুখী দু'টো জাতীয়তাবাদী অন্দোলন চলছিল। তিনি লিখেছেন ঃ "ধর্মীয় সংঘাত দেশ দ্বিখণ্ডিত করে, সম-সাময়িক বিশ্বে

হডসন এ ঘটনা নূতন নয়। আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈরিতা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেকার সংঘাত তদাপেক্ষা অনেক গভীর পাশ্চাত্য ধর্মকে জ্ঞানে পরমার্থিক বিশ্বাস, কিছু এক পেশে গোঁড়ামী আর আচার অনুষ্ঠান পালন করে। সে অর্থে হিন্দুত্ব ধর্ম অপেক্ষাও ব্যাপকতর। এটা এমন এক জীবন বেদ যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি দিক, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। বর্ণ পরিচয় ছাড়া কোন হিন্দু জন্ম নেয় না। কারো ক্ষেত্রে তার বর্ণ উচ্চ, কারো ক্ষেত্রে নীচে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে এ বর্ণ পরিচয় বয়ে চলতে হয়। উত্তরাধিকার হিসাবে এটা অর্জিত।

ভারতের মুসলমানেরাও ধর্মীয় সমাজের লক্ষণ সংক্রান্ত। ধর্ম তাদেরও জীবন ব্যবস্থা। অনেক ভারতীয় মুসলমানদের কাছে বর্ণ প্রথার মত সামাজিক স্তর ভেদ অকল্পনীয়। ইসলামেও তা অননুমোদিত। ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রণের বিধি-কানুন মুসলমানদেরও রয়েছে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনে অনুসরণীয় রীতি-নীতি স্থির হয়েছে ধর্ম দ্বারাই। সাধারণ প্রাণীও ঘটনাবলীর প্রতি মনোভঙ্গী ধর্ম প্রসূত। আচার প্রথা, ধারণা, বিশ্বাসেও তার প্রভাব অত্যন্ত। এ আচার-প্রথা অনেক সময় প্রতিবেশী হিন্দুর কাছে অসহ্য, আবার হিন্দুদের কিছু আচার প্রথা মুসলমানদের কাছে অসহনীয় .....

তাই এখানে একই দেশে বসবাস করে দুই স্বতন্ত্র পরিচয়ের জনগোষ্ঠি। তারা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার প্রথার দ্বারাই পৃথক নয়, বরং পৃথক সমগ্র জীবন-ব্যবস্থা, মনোভঙ্গীর দিক দিয়ে। তারা উত্তরাধিকার সূত্রের এক স্থায়ী স্বাতন্ত্রশীল জনগোত্র, তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও নেই। এমনকি পরস্পরের মধ্যে নেই একাত্মতার অনুভূতি। (১০)

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ '১৮৩৭ সালে কি ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হবে—না। তখন বাঙ্গালী নেতারা মায় রাম মোহন রায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন অন্যান্য ভারতীয় শক্তির

(১০) H. V. Hodson ঃ The Dreat Gevide, p. p. 9—10.

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভের জন্য ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে দু'টি জাতের মানুষ ছিল, হিন্দু ও মুসলমান। যদিও তারা একই দেশের বাসিন্দা, তবুও এক ভাষা ব্যতীত। অন্য সব বিষয়ে তারা ছিল ভিন্ন। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা দুইশ' বছর ধরে বাস করেছে যেন দু'টি ভিন্ন পৃথিবীতে। (১১) রাম মোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ মুসলমানদের জ্ঞান করতেন হিন্দুদের মত দুর্গতি অসম্মানের মূল উৎস হিসাবে—যা হিন্দুরা নয়শ' বছর ধরে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আর বৃটিশ শাসনকে জ্ঞান করতেন বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে, যার প্রসাদে হিন্দুরা মুসলমান শাসন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।" (ডঃ হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মোভমেন্ট ভলিউম—11 p.p. 150)

মজুমদার

নয়শ বছরেরও আগে আল-বিরুনী তাঁর 'তাহরিক-এ-হিন্দ' বা 'ভারত তত্ত্ব' এ লিখেছেন ঃ "হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তাদের দেশের মত দেশ নেই, তাদের জাতির মত জাতি নেই, তাদের ধর্মের মত ধর্ম নেই, তাদের রাজার মত রাজা নেই, তাদের জ্ঞান-দর্শন বিজ্ঞানের মত আর কিছুই নেই ... যারা তাদের দলভুক্ত নয় তাদের বিপক্ষে নিয়ন্ত্রিত হবে তাদের সকল বিদ্বেষ বিদেশীকে তারা 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ অপবিত্র জ্ঞানে পরিহার করে বিদেশীর হাতের আগুন বা পানির সংস্পর্শে আসা যে কোন জিনিসকেই তারা অপবিত্র মনে করে, আগুন পানি ছাড়া কোন বাস গৃহই থাকতে পারে না তাদের ধর্ম ভুক্ত নয় এমন কাউকে তারা স্বাগত জানাতে পারে না।" (১২)

মনীষী আল-বিরুনী

উনিশ শতকের শেষ দিকে বৃটিশ শাসনাধীনে শাসন তান্ত্রিক বিবর্তনের মুখে প্রকটাকার ধারণ করে হিন্দু পুনরুত্থান প্রচেষ্টা। স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই সতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে তুলে ধরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ১৮৮৩ সালে স্বায়ত্ব শাসন বিলে সরল নির্বাচন পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। তার এ বিরোধিতা হিন্দু বিরোধিতা

(১১) Al-Beruni's India, তাহরিক-এ হিন্দের অনুবাদ Dr. Edward C. Sachau, Vol 1, p p. 22—23, 26—27.

(১২) উদ্ধৃত ঃ মোজাম্মেল হক ঃ বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পৃঃ ১১২—১১৩।

www.pathagar.com

(সাম্প্রদায়িক অর্থে) নয়—মুসলমানদের স্বাধিকার দাবী মাত্র স্যার সৈয়দের পদক্ষেপে মুসলমানদের ভীতির কারণ স্পষ্টতঃ উপলব্ধি "১৮৮৩ ৮৪ খৃষ্টাব্দের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন পাশ করার সময় এই আইনে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'মনোনীত আসন' এর ব্যবস্থা রাখা হয়।" (১৩)

১১। হিন্দু-কংগ্রেস ঃ স্যার সৈয়দের ভিন্ন দৃষ্টি ঃ

১৮৮৫ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম এর বিশেষ উদ্যোগে গঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ডঃ এম রাশিদুজ্জামান বলেন ঃ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বৃটিশ রাজকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যেই নিছক রাজানুগত সংগঠন হিসাবেই এর যাত্রা আরম্ভ। অচিরেই তা রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগ আলোচনায় রাজনৈতিক মঞ্চের রূপ নেয়। (Pakistan : A stupy of Govt. and Politics).

মুসলমানেরা যখন শিক্ষা ও আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন স্যার সৈয়দ দেখলেন, মুসলমানেরা তখনও ইংরেজী শিক্ষায় হিন্দুদের অনেক পশ্চাতে। অন্যদিকে কংগ্রেস হচ্ছে আধুনিক শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান। স্যার সৈয়দ দেখলেন শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগদান করলে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। তিনি ভেবে দেখলেন কংগ্রেসের আদর্শ হচ্ছে—ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে ভারতে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা। এতে ভারতের মেজরিটির, অর্থাৎ হিন্দুদের অধিকার প্রাপ্তির সুবিধা হতে পারে বটে, কিন্তু সংখ্যালঘুদের বিশেষতঃ মুসলমানরা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

কংগ্রেসের জন্মকে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক রূপায়ন বলে। (১) একে বলা হয়েছিল জাতীয়

(১৩) Sir P. Griffith : The British Impact on India, p. p. 308—309.

(১) R. Coupland : India ; A. Restatement, p. 88.

www.pathagar.com

সংগঠন, তাতে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস মুখ্যতঃ হিন্দু সংগঠনই থেকে যায় (২) স্যার সৈয়দ আহম্মদের নির্বিকার ও নিস্ক্রিয় ভূমিকা ও মনোভঙ্গী মুসলমান-দিগকে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। (৩) স্যার সৈয়দ ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানরা পশ্চাত পদ বলেই কংগ্রেস সূচিত রাজনৈতিক ডামাডোল হতে গা বাঁচিয়ে নিজেদের শিক্ষাগত সামাজিক উন্নয়নে ব্রতী হওয়া।

কংগ্রেস ও রাজনীতির প্রতি স্যার সৈয়দ আহম্মদের মনোভঙ্গীর মধ্যে তিনটি উপাদান লক্ষ্যণীয়, যথা ঃ

(১) কংগ্রেস মুখ্যত ঃ একটি হিন্দু সংগঠন। অনেক সময় তিনি বলেছেন, এটা হচ্ছে বাঙ্গালী বাবুদের সংগঠন।

(২) ভারতের মত পরিস্থিতিতে প্রতিনিধিত্বশীল প্রথা-প্রতিষ্ঠান বেমানান। এর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে স্যার সৈয়দের শংকা, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে হিন্দু শাসনই হয়ে দাঁড়াতে পারে শেষ ফল।

(৩) তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনেক ব্যাপারে মিল থাকলেও হিন্দু ও মুসলমানেরা হচ্ছে পৃথক দু'টি জাতি। (৪)

সুরেন্দ্রনাথ এর রাজনৈতিক সংগঠন 'জাতীয় কংগ্রেসে' নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী যোগদান করেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসে যা আলোচিত হয় তাতে মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। (৫)

---

(২) Dr. M. Rashiduzzaman : Pakistan : A study of Govt. and Politics, p. 44.

(৩) Dr. M. Rashiduzzaman : Pakistan : A study of Government and Politics. p. 44—45

(৪) Ibid.

(৫) Sufia Ahmed : Muslim community in Bengal 1884—1972 Dhaka 1974. p. 187

www.pathagar.com

১৮৮৭ সালে লক্ষ্ণৌ ও ১৮৮৮ সালে মীরাটের বক্তৃতায় স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেন।(৬)

১৮৮৭ সালের বিতর্ককালে তিনি (স্যার সৈয়দ) যে ভাষণ দেন তাতে দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সম্মিলন ঘটেছিল অদ্ভুত বাগ্মীতায় (৭) স্যার সৈয়দ তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"ধরা যাক সকল ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেল ঃ তখন কে হবে শাসক? সম্ভাব্য শাসক হলো দু'টি সম্প্রদায়—মুসলমান ও হিন্দু। তারা কি একই সিংহাসনে বসে সমান ক্ষমতা নিয়ে শাসন চালাতে পারবে? অবশ্যই নয়। উভয়ে সমান শরিকানা মেনে চলবে—এ আশা দুরাশা"। (৮)

বেনারসে বৃটিশ বিভাগীয় কমিশনার মিঃ আলেকজাণ্ডার সেক্সপিয়ারের কাছে স্যার সৈয়দ আহম্মদ এক বিবৃতি দিয়ে বলেন ঃ "এ মুহূর্ত সম্প্রদায় দুটির মধ্যে কোন প্রকাশ্য হানাহানি নেই, তবে তথাকথিত 'শিক্ষিত' লোক-দের বদলৌতে ভবিষ্যতে তা ভয়াবহভাবেই বাড়বে। এবং তা দেখার জন্যই আমরা বেঁচে থাকব।" (৯)

কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য স্যার সৈয়দের আহ্বানে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাড়া দেন। বাংলাদেশে তার ঢেউ লাগে। বাংলার সদর ও মফস্বলের শহরগুলিতে বিবিধ এসোসিয়েশন ও আঞ্জুমান ছিল। এগুলির অধিকাংশ সৈয়দ আহম্মদের আবেদনে সাড়া দেয় এবং কংগ্রেস বিরোধী স্বাক্ষরতা অভিযান চালায়। ঢাকায় খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে একটি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন কমিটি গঠিত হয়। (১০) ময়মনসিংহের মোহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক হামিদ

---

(৬) মুজিবর রহমান (অনূদিত) স্যার সৈয়দ আহম্মদ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ৩০৬—৩০৮

(৭) Ian Stephens ঃ Pakistan ; Old country/New nation. p. 46

(৮) Ian Stephens ঃ Ibid p. 85—86, Hector Bolitho ঃ Jinnah ঃ The creator of Pakistan, p. 42.

(৯) Hector Bolitho ঃ Jinnah—The creator of Pakistan, p. 40

(১০) Hussenur Rahman ঃ Hindu-Muslim relation in Bengal, Bombay 1974 p 116.

www.pathagar.com

উদ্দীন আহম্মদ সন্তোষজনক বিবরণ দিয়ে সৈয়দ আহম্মদকে পত্রোত্তর দেন। (১১)

নব্বই দশকে মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলির বেশীর ভাগই সৈয়দ আহম্মদের আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং জনমত গড়ে তুলতে প্রচার অভিযান চালায়। (১২)

আই, সি, এস, এর মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু রেখে উচ্চ পদ লাভের পক্ষপাতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। কংগ্রেস অবাধ প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে নিয়োগের দাবী করছিল। স্যার সৈয়দ দেখলেন মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষায় অনগ্রসর থাকায় তাদের পক্ষে অবাধ প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এর জন্য একযোগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্বপক্ষে কংগ্রেসের দাবীর প্রতি-বাদে আবেদন পত্রে পেশ করে বলেন ঃ We are to be allowed to use the pen of our ancestors' স্যার সৈয়দের পলিসি ছিল মুসলমানদের অর্থনৈতিক শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হিন্দু আধিপত্যের আশংকায় প্রভাবিত।(১৩) ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কাছে এক 'স্মারক লিপি'তে সৈয়দ আমীর আলীও দাবী জানিয়ে ছিলেন যে, যেহেতু মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে আছে, সেহেতু চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমান প্রার্থীর যোগ্যতা শিথিল করতে হবে এবং মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট পদ

(১১) ঐ পৃঃ ৩৮১

(১২) বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঃ সপ্তবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পৃঃ ৬৭

(১৩) Dr. V. D. Mahajan ঃ British rule in India and after p. 427. "He opposed the Congress demand for the holding of simultaneous competitive examinations for the civil service and prayed that 'We are to be allowed to use the pen of our ancestors' Sir Syed's policy was based on fear of permanent domination of Muslims by Hindus educationally, economically and politically."

www.pathagar.com

সংখ্যা সংরক্ষিত থাকবে। (১৪) অগ্রসর মান হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করেই আমীর আলী এরূপ বিশেষ সুযোগ সুবিধা চেয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী এবং নওয়াব আব্দুল লতিফ বেঙ্গল 'লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল'এর সদস্য ছিলেন এবং উভয়েই সেখানে স্ব সমাজের স্বার্থকে তুলে ধরেন।

১২। স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

(ক) ইণ্ডিয়ান প্রেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন সংগঠন ঃ ১৮৮৮ সালে সৈয়দ আহম্মদ খান ইণ্ডিয়ান প্রেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। তার আগে ১৮৮৭ সালে খৃষ্টমাস (Christmas) সপ্তাহে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালে তিনি মোহামেডান এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স এর আয়োজন করেন।

ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ "স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ইণ্ডিয়ান প্রেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের ভিত্তি স্থাপন করেন যাহার কর্মসূচী ছিল— প্রচার পত্র এবং অন্যান্য পত্রাদি ছাপানো এবং বিতরণের মাধ্যমে পার্লামেন্ট সদস্য, ইংলিশ জার্নাল এবং গ্রেট ব্রিটেনের জনগণকে ঐ সমস্ত বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চিহ্নিত করা যাহাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যগণ ভ্রান্তি বশতঃ বৃটিশ নাগরিকগণকে প্রভাবিত (Convince) করার চেষ্টা করা হইতে ছিল এই বলে যে, ভারতের সমস্ত জাতি, ভারতীয় প্রধানগণ, শাসকবৃন্দ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কমসূচীর সঙ্গে একমত রয়েছে (১)

(১৪) K. K. Aziz (edited) Amir Ali : His life and works Karachi p p. 23—40

(১) Dr. V. D. Mahajan : British rule in India and after p. 427 "Sir Syed laid the foundation of the Indian Patriotic Association with a view 'to publish and circulate pamphlets and other papers for information of members of parliament, English journals and the people of great Britain, in which those mis-statements will be pointed out by which the supporters of the Indian National Congress have wrongly attempted to convince the English people that all nations of India and the Indian chiefs and rulers agree to the aims and objects of the National Congress."

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দের প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন (আই. পি. এ.) ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র তুলে ধরা এবং ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দাবীতে কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর প্রচারণাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা। কংগ্রেস ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংগঠন কংগ্রেসী আদর্শে আস্থাবান—বৃটেনে এবং ভারতে এ ধরণের ভ্রান্ত প্রচারণার মোকাবেলায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন স্যার সৈয়দ তাঁর আই, পি, এ'র মাধ্যমে। তিনি ভারত বর্ষে এবং বৃটেনের বিভিন্ন মহলে আই, পি, এ'র প্রচার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে 'কংগ্রেস' একমাত্র প্রতিনিনিধিত্বকারী সংগঠন নয় এবং ভারত এক-অভিন্ন জাতি অধ্যুসিত ভূখণ্ড নয়। এখানে রয়েছে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বার উপস্থিতি—এবং মুসলমানরা হচ্ছে একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্ত্বা।

বস্তুতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানেন, এদেশের বহু ইংরেজ রাজ পুরুষের শুধু সহানুভূতি নয়, প্রত্যক্ষ যোগ কংগ্রেসের সাথে ছিল। কাজেই অখণ্ড-ভারতীয় আদর্শে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। তাছাড়া কংগ্রেস ছিল ইংরেজী শিক্ষিতের প্রতিষ্ঠান। ইংরেজী না জানা লোকের স্থান কংগ্রেসে ছিল না। সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এই কারণে কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। তাছাড়া, কংগ্রেস ছিল ইংরেজী শিক্ষিত বর্ণ হিন্দুদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কংগ্রেস শুরু হতেই বর্ণ হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। (২)

ভারতীয় কংগ্রেসের বড় দুর্বলতা ছিল, এ সংগঠন ব্যাপক হারে মুসলমানদিগকে নিজের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন উপস্থিত সদস্যের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন মুসলমান, আবার তারাও ছিলেন বোম্বাই-এর এক আইনজীবি দম্পতি। (৩) দ্বিতীয়

(২) আবুল কালাম শামসুদ্দিন : পলাশী থেকে পাকিস্তান, পৃঃ ৮৭—৮৮
(৩) R. ccupland ; India : A, Restatement. p. 90

www.pathagar.com

অধিবেশনে মোট ৪৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৩ জন ছিলেন মুসলমান। (৪) পরে, অনুপাত বাড়তে গিয়ে আবার ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। (৫)

লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস ডেলিগেটদেরকে অভ্যর্থনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাদ্রাজের গভর্ণর খোশ-আমদেদ তৃতীয় অধিবেশনের কংগ্রেস ডেলিগেটদেরকেও স্বাগতম জানান। ১৮৮৮ সালে লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসের নিন্দা করেন। তিনি ইহাকে 'শিক্ষিত ভারতীয়দের আনুবিক্ষণিক প্রতিনিধিত্বকারী' বলে আখ্যায়িত করেন—(He described it as representing a 'micro scopicminority' of educated Indians.

ব্রড লার্ড বিলে বিরোধিতা—১৮৮৯ সালে ভারতে প্রথা-প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রদানের প্রশ্নে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত হয়। বিলটির লক্ষ্য ছিল ভারতে সরল নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। স্যার সৈয়দ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশংকায় শঙ্কিত ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ সালে সরল নির্বাচন পদ্ধতির অসুবিধা এবং সরল নিবাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মুসলমানদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন। তিনি তার নিরলস প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বলে এ্যাংলো মুসলিম সম্প্রীতি গড়ে তুলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল মোহামেডান কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম বেক আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হন এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে স্যার সৈয়দের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সাফল্যের অন্যতম জলন্ত নিদর্শন হচ্ছে ব্রড লার্ড বিলে মুসলমানদের স্বপক্ষে বেক সাহেবের ভূমিকা।

১৮৮৯ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে ব্রড লার্ড বিলে ভারত বর্ষে প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবে মিঃ বেক মুসলিম

(৪) Ibid

(৫) See Wasti: Lord Mixto and Indian Nationalism, Appendix I p. 221

www.pathagar.com

বিরোধিতা সংগঠিত করেন। মুসলমানদের পক্ষ হতে প্রেরিত স্মারক লিপিতে বলা হয় যে, ভারত বর্ষে গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের উপযোগী নয়, কেন না ইহা এক-জাতি অধ্যুসিত নয়। Beck Organised the Muslim opposition in 1889 to Bradlaugh's bill in the British parliament for giving representative institutions to India. The memorandum which was sent on behalf of the Muslims of India claimed that the introduction of democratic institutions was not suited to India because she was not one nation. (Dr. V. D. Mahajan : British rule in India and after p. 428).

তিনি (মিঃ বেক) আরও বলেন ঃ The parliamentary system in India is most unsuited and the experiment would prove futile if representative institutions are introduced. The Muslims will be under the majority opinion of the Hindus a thing which will be highly resented by Muslims and which, I am sure, they will not accept quitely. অর্থাৎ পার্লামেন্টারী পদ্ধতি ভারতে অত্যন্ত অনুপযোগী এবং বাস্তব ক্ষেত্রেই অসারতা প্রমাণিত হবে যদি প্রথা-প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এ ধরণের ব্যবস্থায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা পদানত হবে এবং মুসলমানদের কাছে ক্ষোভের কারণ ঘটাবে এবং আমার বিশ্বাস—মুসলমানগণ তা নির্বিবাদে মেনে নেবে না।

বৃটিশ আঙ্গিকে ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনের বিরুদ্ধে ১৮৮৩ সালে স্যার সৈয়দ প্রদত্ত ভাষণের যৌক্তিকতা এ স্মারক লিপিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় চেতনা উন্মেষের পরবর্তী পর্যায়ে স্যার সৈয়দের দূর দৃষ্টির যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে তৃতীয় আগা খান এর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ লর্ড মিন্টোর কাছে পরিকল্পিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে মুসলমানদের প্রথম নির্বাচনের দাবী পেশ করেন। আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী এবং স্যার সৈয়দের আদর্শের দীপ্ত মশালবাহী নওয়াব মুহসিন-উল মুলক এ প্রতিনিধি

www.pathagar.com

মণ্ডলী প্রেরণের (Organised) উদ্যোগ নেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবীতে এ পদক্ষেপ—'সিমলা ডেপুটেশন' নামে খ্যাত। ভাইসরয় নীতিগতভাবে মুসলমানদের দাবীর স্বীকৃতি দেন।

১৮৯৩ সালে বোম্বেতে মারাত্মক মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। স্যার সৈয়দ তখন ৭৭ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ। Makers of Pakistan and Muslim India গ্রন্থ প্রণেতা এ, এইচ, আলবেরুনী (পৃঃ ৪৬) দাঙ্গার ফলে সৃষ্ট স্যার সৈয়দের মনোভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : এই রকমের ঘটনা স্যার সৈয়দ আহম্মদের নীতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, যদি বৃটিশ শাসনে থাকাকালে হিন্দুরা মুসলমানদের স্বাভাবিক সামাজিক অধিকারের উপর এত বেশী চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, তাহলে বৃটিশরা যখন ভারত ত্যাগ করবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে যখন সরকারের শাসনভার হস্তান্তরিত হবে তখন অবস্থা কি রকম দাড়াবে।" (৬)

১৮৩১ সনে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের চরম পর্যায়ে অপর একটি 'দাঙ্গা' সংঘটিত হয়েছিল। তখন স্যার সৈয়দের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। পুর্ণিয়ার জমিদার রায় কিষাণ রায় একটি বিশেষ দাড়িকর (Beard Tax) বলে অভিহিত। দাড়িওয়ালা প্রতি কৃষকের উপর এ 'দাড়িকর' ছিল ২॥' দুই টাকা আট আনা। (৭)

১২। (খ) মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন :

কংগ্রেসী ভাব ধারায় হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট তৎপরতা লক্ষ্য করে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ ১৮৯৩ সালে 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশনে' গঠন করেন। আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল মোহামেডান কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম বেক ছিলেন এ সংগঠনের অন্যতম সেক্রেটারী।

স্যার সৈয়দ যথার্থই মনে করতেন, কংগ্রেস মূলতঃ ও মুখ্যতঃ হিন্দু সংগঠন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা

(৬) Hector Bolitho : Jinnah : The Creator of Pakistan, p. 42.
(৭) M. A. H. Jspahani Qaid-e-Azam as I know him p. 14.

www.pathagar.com

হস্তগত করা এবং তাতে মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ বজায় থাকার কোন সম্ভাবনা নাই।

সামগ্রিকভাবে মুসলমানেরা স্যার সৈয়দের পরামর্শ মানিয়া নেয়। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কেহ কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। "১৮৮৭ সালে পাশ্চাত্য রীতির সংসদীয় সংস্থা প্রবর্তনের কংগ্রেসী অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ হওয়া থেকে মুসলমানদিগকে সরিয়ে রেখেছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ। তাঁর যুক্তি হলো : বৃটিশ আঙ্গিকের প্রতিনিধিত্ব রীতি ভারতের ক্ষেত্রে অনুপযোগী এবং বিশেষভাবে হিন্দুদের বর্ণ প্রথার দরুন তা অপ্রযোজ্য।

নির্ভেজাল ও সরল নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা নিরাপদ নয়। তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নস্যাৎ করে দেবে।" (৮) "১৮৮৭ খৃঃ লক্ষ্ণৌতে এবং ১৮৮৮ খৃঃ মীরাটে স্যার সৈয়দ আহম্মদ দু'টি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। এই দুই বক্তৃতায় অকাট্য যুক্তি দেখান যে, মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আত্ম হত্যার সমান হবে।" (৯)

"কংগ্রেসের সম্পর্কে স্যার সৈয়দের এই মনোভাবকে তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান নেতা নিন্দা করিয়াছেন। তাঁরা স্যার সৈয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভূত দেখিয়াছেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীরা যে নিতান্তই কৃপার পাত্র জীব ছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে দ্বারা মুসলিম-ভারত কর্তৃক পাকিস্তান পাকিস্তান-পরিকল্পনা গ্রহণেই সুস্পষ্ট হইয়াছে কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মওলানা মোহম্মদ আলী বলিয়াছিলেন যে, সে সময়ে স্যার সৈয়দ যাহা বলিয়াছিলেন তার চাইতে বিজ্ঞজনোচিত কাজ আর হইতে পারে না।" (১০)

---

(৮) Ian Stephen Pakistani Old Country/New Nation, p. 46.

(৯) মোজাম্মেল হক : বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, পৃঃ ১৩৪ উদ্ধৃত।

(১০) আবুল কালাম শামসুদ্দিন : পলাশী থেকে পাকিস্তান পৃঃ ৯২—৯৩ এমনকি সরদার প্যাটেল স্বীকার করেছেন, ভারত হিন্দু মুসলমান দুটো পৃথক জাতি। "প্যাটেল যখন জবাবে বললেন, আমরা পছন্দ করি বা না করি, ভারতে দুটো জাতি আছে তখন আমিও বিস্মিত ও ব্যথিত হলাম।"—মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম।

www.pathagar.com

১৩। কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলমান গো-হত্যা নিরোধ আন্দোলন ঃ

কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত আন্দোলনগুলো ছিল মুসলমান বিরোধী। কংগ্রেস দয়ানন্দের 'গো-রক্ষিনী সমিতি'র কর্মসূচী অনুমোদন করে। গো-হত্যা হিন্দুদের কাছে অপ্রচলিত এমনটি একেবারে নিষিদ্ধ। ইহা মুসলমানদের মধ্যে বৈধভাবে প্রচলিত এবং ইসলামের বিধান অনুসারে ওয়াজেব ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'কোরবাণী'র জন্য সহজলভ্য এবং জনপ্রিয় পশু হচ্ছে গরু। পাক কুরআনে সুরা বাকারার এক স্থানে বনি-ইসরাইলদের 'গো-পূজা'র পাপ মুক্তির জন্য বিশেষ কঠোর পদ্ধতিতে তওবা এবং বিশেষ লক্ষণযুক্ত সুন্দর-সুস্থ-সবল 'গরু' কোরবাণীর নির্দেশ আছে।

স্বীয় ধর্মে যে পশু হত্যার প্রচলন নাই এবং ইহা অন্য ধর্মের বিধানের অন্তর্গত সে ক্ষেত্রে হিন্দুদের দ্বারা গঠিত এবং একটি রাজনৈতিক সংগঠন 'কংগ্রেস' কর্তৃক সে কর্মসূচী অনুমোদিত হওয়া ভিন্ন ধর্মের উপর নিঃসন্দেহে নগ্ন হস্তক্ষেপ নয় কি? হিন্দু ধর্মে 'গো-হত্যা' কম বেশী প্রচলিত থাকলে কোন সমিতি গঠন করে তা নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা থাকতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে আদৌ গো-হত্যা প্রচলিত নাই এবং এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবন ব্যবস্থায় পবিত্র কুরআনের বিধান মোতাবেক গো-হত্যায় মুসলমানগণ অভ্যস্থ—এমতাবস্থায় হিন্দুদের দ্বারা গো-রক্ষিনী সমিতি গঠন করার মানে কি? একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান এবং আচার পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ—এবং তা নিঃসন্দেহে গা-এর জোরে নগ্ন হস্তক্ষেপ মাত্র।

একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেস "গো রক্ষিনী সমিতির কর্মসূচী অনুমোদন করার পরও জাতীয় প্রতিষ্ঠান তথা ধর্ম নিরপেক্ষতার বাণী উচ্চারণ করা স্ব-বিরোধিতা নয় কি? এ ধরণের ইসলামের বিধান মোতাবেক মুসলমানগণ খাদ্য হিসাবে, কোরবাণী উপলক্ষে গো-প্রাণীকে জবেহ করতে পারে। কিন্তু 'গো-হত্যা নিরোধ অভিযান' (Anti-cow killing movement) এর উদ্দেশ্য কি? অভিযান পরিচালনাকারী অথবা অনুমোদনকারীদের মধ্যে নিরোধ নয়—তাদের মধ্যে গো-হত্যা প্রচলিতই নেই; উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মুসলমান হিসেবে "আমি অবশ্যই আমার

www.pathagar.com

নিজ টাকায় কেনা গরু জবাই করতে পারব না এমনকি আমার নিজের স্থানে অথবা ভূমিতেও না। এ বাংলায় যদিও এ ধরণের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ বিলম্বিত হয়েছে, মধ্য ভারতে শত শত স্থান আছে যেখানে মুসলমান খাদ্য অথবা কোরবাণীর উদ্দেশ্যে গো-জবাই করতে পারে না কসাইখানা ছাড়া এমনকি কোন কোন স্থানে কসাইখানাতেও নয়। কিন্তু কেন? কারণ তা হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত মারাত্মক আঘাত করে।" (১)

কিন্তু হিন্দুদের এ ধরণের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে গৃহীত 'গো-হত্যা নিরোধ অভিযান' এবং এ কর্মসূচী অনুমোদনকারী রাজনৈতিক সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে তাদের সঙ্গে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র মুছে দিয়ে হিন্দুদের সাথে মিশিয়ে ফেলার অপচেষ্টা নয় কি?

The Mussalman পত্রিকায় আলতাফ হুসাইন হালী বলেন: "Never can we enter that contaminated and poisoned at mosphere which recks with the foul breath of such putrid Nationalism There shall be no nation out of a merging of us into them or with them. If such was your hope, for sake it! If such was your pledge, for swear it! If India bleeds, let her lie bleeding." (Slings and Arrows by Archer-From The Mussalman dated Friday, July 19, 1935).

---

(১) "I mast not kill a cow that I have bought with my own money, even in a place or on afield that is my own. Here in Bengal, the right never questioned before has also begun to be attacked of late. Up country, there are hundreds of places where a Muslim can not kill his cow, either for sacrifice or for food, any where except in a slaughter-house, and in many places not even in a slaughter-house. Why? Because it hurts and injures the 'religious' sentiments of the Hindus!"—'SLINGS & ARROWS' BY ARCHER (From The Mussalman dated Friday July 19, 1935.)

www.pathagar.com

১৮৮২ সালেই দয়ানন্দ 'গো-রক্ষিনী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আক্রমণের সূচনা করেন এবং কংগ্রেস তা অনুমোদন করে। এমতাবস্থায় অতি সঙ্গতভাবেই স্যার সৈয়দ কংগ্রেস থেকে মুসলমানদিগকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। 'কংগ্রেস' মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী হবে—স্যার সৈয়দের এ দূর দৃষ্টি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তীতে কংগ্রেস পরিচালিত প্রায় সমস্ত আন্দোলনগুলো ছিল মুসলমান বিরোধী।

১৩। (খ) বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ঃ

১৯০৫ সালে অবহেলিত পূর্বাঞ্চলের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠন ও ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়। অথচ 'মুসলমানেরা পূর্ব বাংলায় যাতে তাদের যথার্থ স্থান না পায় মুখ্যতঃ এই দুরভিসন্ধি থেকেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে। (B. K. Ambedker : Pakistan or Partition of India)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা দুইটি প্রধান অস্ত্র ব্যবহার করেছেন তাদের এই আন্দোলনে—প্রথম, অর্থনৈতিক বয়কট, দুই নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ এবং হত্যা। (২)

ঢাকা রাজধানী কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশ বাতিল করার দাবী (বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন) তে সন্ত্রাসবাদী ক্ষুদিরাম বসু ১৯০৮ সালের মে মাসে মুজাফফরপুরের ভি, সি, কিংস ফোর্ডের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে - মিসেস ও মিস কেনেডী (কিংস ফোর্ডের স্ত্রী ও কন্যা) নিহত হয়। ক্ষুদিরাম ধরা পরে এবং এই হত্যার বিচারে ফাসি হয়। (৩)

---

(২) Sir P. Griphith : The British Impact of India p. 288—294.

(৩) ১৯০৫ সালে নব গঠিত ঢাকা রাজধানী কেন্দ্রিক 'পূর্ববঙ্গ আসাম' প্রদেশ বাতিলের জন্য বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল অন্যতম হাতিয়ার। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে অন্যতম সন্ত্রাসবাদী ছিল ক্ষুদিরাম বসু।

... ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্লচাকীকে নিয়োগ করা হল কিংস ফোর্ডকে হত্যা করার জন্য। তাঁহারা কিংস ফোর্ডের বাংলোর দিকে যাওয়ার পথে একটি যানবাহন সেদিক থেকে আসতে দেখে ভাবলেন যে ইহাতে মিঃ কিংস ফোর্ড রয়েছেন। তাঁরা এটি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কিংস

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির আশাকে নস্যাৎ করে দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের শোষণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই নূতন প্রদেশটি বাতিলের জন্য ধোয়া তোলা হয়েছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের—নূতন প্রদেশ সৃষ্টিকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ হিসেবে।

বৃটিশ শাসনাধীনে বাংলার মুসলমানগণ যতটুকু নির্যাতীত নিষ্পেষিত হয় ভারতের অন্য কোন অংশের মুসলমানগণ এত নিষ্পেষিত হয় নাই

শোষিত মুসলিম বাংলা

সমগ্র ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব ছিল ১৮৫৭-১৯৪৭ পর্যন্ত ৯০ বৎসর কিন্তু বাংলায় বৃটিশ কাম-হিন্দু শোষণ চলে ১৭৫৭ এবং ১৯৪৭—একশত নব্বই বৎসর-British rule extended all over India for ninety years, from 1857 to 1947 but in Bengal the British-cum-Hidu exploitation and rule covered the period between 1757 and 1947—a hundred and ninety years.

Muslims in no part of India were crushed or made so suffer so much as were the Muslims of Bengal (M. A. H. Ispahani : Qaid-e-Azam as I know him-Chap. Plight of Muslim Bengal)

বৃটিশ বস্ত্রকে প্রতিযোগিতা মুক্ত করার জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা ঢাকার বিখ্যাত 'মসলিন' বস্ত্র বয়নকারী নিপুণ কারিগরদের বুড়ো আঙ্গুল এবং হাত কাটিয়া ফেলে। Many thumbs and hands of the expert weavers of the famous Dhaka Muslim were cut off by the men of East India company to end competition which British cloth faced in the country (M. A. H. Ispahani-Qaid-e-Azam : As I know him - Chap. Plight of Muslim Bengal)

ফোর্ডের পরিবর্তে নিহত হলেন মিস এবং মিসেস কেনেডী। প্রফুল্লচাকী আত্মহত্যা করলেন কিন্তু ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। বিচারে তার ফাসি হল। চিরোল বলেন ঃ- বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীদের কাছে এইভাবে সে জাতীয় বীর এবং শহীদ হয়ে গেল··· । উদ্ধৃত ডাঃ ডি. ডি, মহাজন ঃ বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড আফটার পৃঃ ৩৯৮

www.pathagar.com

প্রখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক কে. এম, পানিক্কর 'A survey of Indian History' গ্রন্থে বলেন ঃ "মারওয়ারী ব্যবসায়ী, ইংলিশ কোম্পানী এবং ইউরুপীয় বেনীয়া প্রধানদের মধ্যে এক আতাত গড়ে উঠে যাহারা বাংলার সম্পদকে কুক্ষিগত করিয়াছিল—An alliance was struck between the head of European baniadom, the English Company, and the Marwari merchants who commanded the wealth of Bengal." (Qut. Ibid)

তা' ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণের নিজ নামে ব্যবসা করার অনুমতি না থাকায় বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অংশের হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে তাহাদের পক্ষে বেনামীদার (Benamidar) ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। একটি উদাহরণে অনুমান করা যায় তারা কি পরিমানে সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল—

হেষ্টিংসের জনৈক বেনামিদার ব্যবসায়ী—'কিন্তু বাবু' তাঁর মা'এর শ্রাদ্ধে ব্যয় করেছিলেন ৯৩,০০০০০'০০ তিরা নব্বই লক্ষ টাকা। ইহাতে অনুমান করা 'কিন্তু বাবু' এবঃ হেষ্টিংস তার শাসনামলে কি পরিমান সম্পদের মালিক ছিল।

বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্ট পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে অবহেলিত পূর্বাঞ্চালের অধিবাসী মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নে ঈর্ষান্বিত, ক্ষুব্ধ হয়ে ইহা রদের জন্য কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়—তারা বললেন, বাঙ্গালীরা একটি জাতি এবং এইভাবে প্রশাসনিক ইউনিট ভাগ করা তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাষায় ছিল প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং অন্যায়।*

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে ভারতীয় 'কংগ্রেস' ছিল প্রধান চালক শক্তি—কংগ্রেস আন্দোলনটিকে সর্ব ভারতীয় আন্দোলনে রূপ দেয়। দাদা ভাই নওরোজী বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে দুর্বার আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন— আন্দোলন গড়ে তোল গ্রামে এবং গঞ্জে.....

* "মুসলমানেরা পূর্ব বাংলায় যাতে তাদের যথার্থ স্থান না পায় মুখ্যতঃ এই দুরভিসন্ধি থেকেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে।" B. K. Ambedkar ; Pakistan or Pakistan on India p. 111.

www.pathagar.com

অসংখ্য প্রতিবাদ সভার মধ্যে কাশিম বাজারের একটি সভায় সভাপতি মহারাজা মহীন্দ্র চন্দ্র নন্দী নিঃসঙ্কোচে চিৎকারে করে বলেছিলেন, নয়া প্রদেশে মুসলমান জনগণের রাজত্ব হবে—বাঙ্গালী হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। আমরা নিজের মাটিতে হয়ে পড়ব আগন্তুক।.....”

হিন্দু প্রধান বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠন কংগ্রেসের ১৯০৩—১৯০৬ এর বার্ষিক সম্মেলনসমূহে যে ভাষায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে, সংগঠন তারই পুনরুক্তি করে। ১৯১১ সালের জুনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং তৎসহ বাংলার ১৮টি জেলার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার আবেদন জানিয়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।”
S. N. Bannerjee : A nation in mrking (p. p. 264 –265).

কংগ্রেসের পরিচালনায় হিন্দু নেতাদের নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা সন্ত্রাসবাদ, স্বদেশী আন্দোলন (বিলাতী দ্রব্য বর্জন) ধর্মীয় অনুভূতি রক্ত ক্ষরা লুলুপ জিহ্বা, সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড গলায় পরিধান রতা উগ্র কালি মূর্তি (নূতন প্রদেশ সৃষ্টিতে) বঙ্গ জননীর অঙ্গচ্ছেদ এর চিত্র হিসেবে তুলে ধরার ফলে বৃটিশ সরকার নূতন প্রদেশটি বাতিল (বঙ্গভঙ্গ রদ) করতে বাধ্য হয়

বঙ্গভঙ্গ রদ হিন্দু মুসলিম প্রতিক্রিয়া :

অবশেষে, ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয়। এ ঘোষণা মুসলমানদের (বর্তমান বাংলাদেশ) কাছে এসেছিল নিদারুন আঘাত হিসেবে।

অথচ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রতি নিদারুন আঘাত ও বেদনাদায়ক এ অনুষ্ঠানেই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হয়েছিল কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা গানের অপূর্ব সুর মূর্চ্ছনায়—

‘জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা.....’

বঙ্গভঙ্গে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির অত্যল্পকালের মধ্যেই কার্জন হল, হাইকোর্ট ভবন নির্মাণ, পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে উন্নতির দিকে উন্নতি সাধিত হতে থাকে। মুসলমানদের সর্বনাশা এ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণায় নূতন প্রদেশসহ ঢাকা রাজধানী বাতিলে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করে রচিত হল রবীন্দ্রনাথের ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ কবিতা।

www.pathagar.com

এন, সি, চৌধুরীর মতে "১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পশ্চাতে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদই প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।" * বঙ্গভঙ্গে নূতন প্রদেশ সৃষ্টিতে যে হিন্দু বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির প্রথম অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছিল—বঙ্গভঙ্গ রদ তথা নূতন প্রদেশটি বাতিলের পর তারাই বৃটিশ গুণাবলীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং বৃটিশের প্রতি ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠল।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী অম্বিকাচরণ মজুমদার বললেন : "প্রতিটি অন্তর একসুরো ঐক্যতালে বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবণত. বটিশ রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলীর প্রতি স্বকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাবোধ আবার ফিরে এসেছে। উত্তাল সংগ্রামের চরমতম দিনেও আমাদের অনেকেই এ বিশ্বাসে অটল ছিলাম যে. বৃটিশ ন্যায় ধর্মের বিজয় ঘটবেই।" মুসলমানদের সর্বনাশ ডেকে আনা বৃটিশের বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা ছিল কংগ্রেসের কাছে 'ন্যায় ধর্মের বিজয়'!

কংগ্রেসের ইতিহাসকার পট্টভি সিতারামিয়া হিন্দুদের উদ্বাহু উল্লাসের বাণী চিত্র এঁকেছে এভাবে—"বঙ্গ বিভাগ রদ করে রাজকীয় ঘোষণার মাধ্যমে ১৯১১ সালেই ঐ সংগ্রাম অর্জন করে বিজয়ের শিরোপা।"

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ রদের পর প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন : বঙ্গভঙ্গে আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনার এক তিলও বেশী পাই নাই। এতে ওদের এমন কি ভরাডুবি ঘটেছিল যে নূতন প্রদেশ (বঙ্গভঙ্গ) বাতিল করতে উঠে পরে লেগে ছিল।"

ভরাডুবিত বটেই! নূতন প্রদেশ সৃষ্টিতে পশ্চিম বঙ্গের বর্ণ হিন্দু পুঁজিপতিদের শোষণের শিকার পূর্বাঞ্চল হাত ছাড়া হয়ে যায়—তাইত তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তথাকথিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধোয়া, বৃটিশ দ্রব্য বর্জন করে বৃটিশ মিল মালিকদের দ্বারা বৃটিশ-সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'স্বদেশী আন্দোলনে'র আহ্বান, ধর্মীয় অনুভূতি দিয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে

* N. C. Choudhury : An autobiography of an unknown Indian p. 29.

www.pathagar.com

নূতন প্রদেশ সৃষ্টিকে চিত্রিত করা হয়েছিল বঙ্গ-মাতার অঙ্গছেদ-যুগান্তর পত্রিকায় চিত্রিত করা হয়েছিল কালি মাতার রুদ্রমূর্তি। (৪)

অথচ ১৯৪৭'এ সমগ্র ভারতের মুসলমানগণ যখন মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমি হিসেবে পাকিস্তান দাবীতে কায়েদ-ই-আযমের নেতৃত্বে গণ রায় প্রকাশ করল তখন ভারত বিভাগের শর্ত হিসেবে কংগ্রেস দাবী করল 'পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত'। তথাকথিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাগণ 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' ভুলে গেলেন। পশ্চিম বাংলার জেলাসমূহের প্রতি-নিধিরা 'বঙ্গমাতা' বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যোগ দিলেন হিন্দু প্রধান রাষ্ট্র—ভারতের সাথে।

১৯০৫—১৯২০ সাল কাল পর্বে কংগ্রেস অনেকগুলো আন্দোলন পরি-চালনা করে। কংগ্রেসের এই সমস্ত আন্দোলনগুলো হিন্দু স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল। (৫)

কংগ্রেস যে কর্মসূচী প্রণয়ন করে তার স্বরূপ ডঃ আই, এইচ, কোরায়েশীর ভাষায় জানতে পারা যায়। তিনি বলেন: "অধিকাংশ হিন্দুদের কাছে, জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সম-অর্থে ব্যবহৃত দু'টি শব্দ।" (৬)

কংগ্রেসের জাতীয় সঙ্গীত ছিল 'বন্দেমাতরম' এতে রয়েছে কালী, লক্ষী ও দুর্গার বন্দনা। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেকার চাকুরীর ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল বৈষম্য দূরীকরণের জন্য দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির মধ্যে

---

(৪) "১৯০৮ সালের ৩০শে মে তারিখের যুগান্তর পত্রিকায় রক্তক্ষরা, লোলুপ জিহ্বা ও সদ্য ছিন্ন নরমুণ্ড গলায় পরিধান রতা ভীষণাকৃতির কালীর ছবি ছাপাইয়া বঙ্গ জননীর রূপকে প্রকাশ করা হয়।"—উদ্ধৃত অধ্যাপক ইউনুস আলী দেওয়ান পৌর বিজ্ঞান পরিচিত পৃঃ ৪৫—৪৬

(৫) See for details ; H. H. Dowel : The Cambridge Shorter History of India, p. 855.

(৬) To Many Hindus, Nationalism and Hindu Communalism became twin sister—History of Freedom movement, Vol. III. part I, p. 252.

www.pathagar.com

চুক্তি সম্পাদিত হয়—'বেঙ্গল প্যাক্ট' ১৯২৩ সনে। কিন্তু কংগ্রেস ১৯২৫ সনে এ উদ্ধার পন্থী নেতা সি, আর. দাসের মৃত্যুর সাথে সাথে চুক্তিটি বাতিল করে দিয়ে মুসলিম স্বার্থে আঘাত হানে।

১৩। (গ) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের গণরায়ে পাকিস্তান :

১৯৩০ সালে কংগ্রেস রচিত নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বা এবং ন্যায্য অধিকারের কোন স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেসী শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবী।

১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জাতীয় সংগঠন (National body) হিসেবে হিন্দু-মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্ব দাবী অসার প্রমাণিত হয়েছিল।

নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে এম. এ, এইচ ইস্পাহানী বলেন—The Congress claimed to be a 'National' body representing the Muslims as well as the Hindus, but it could find no candidates to contest the election on its ticket. The so-called Nationalist Muslim candidates sustained a crushing defeat ...They had the significance of a kind of refervendum, for the League fought them on two clear-cut issues, namely Pakistan is the national demand of the Mussalmans of India, and the Muslim League is their authorititive, representative organisation.

Students of Collages and Universities, Aligarh above all, formed the vanguard of this army of voluntary wo kers. The Muslims in the Hindu majority province voted solidly for the League, although they knew that those areas would not form part of Pakistan.

www.pathagar.com

Thanko to the Qaid's Matchless Leadership and to the support and loyalty it evoked from the Muslim nation, the League's representative status was triumphantly established.

কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলে দাবী করত। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেস-টিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত কোন প্রার্থী পায় নাই। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলিম প্রার্থীগণও শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন।

এগুলি (১৯৪৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল) 'গণরায়' হিসাবে তাৎপর্য পূর্ণ। কারণ লীগ এগুলিতে দু'টি সুস্পষ্ট ইস্যুতে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তা হল—(১) ভারতীয় মুসলমানদের দাবী 'পাকিস্তান'।

(২) মুসলিম লীগ তাদের অনুমোদিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র সমাজ, সর্বোপরি আলীগড় এর ছাত্রদের দ্বারা গঠিত হয় স্বেচ্ছাসেবী বলিষ্ঠ কর্মী বাহিনী (নির্বাচনী অভিযানে)। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও লীগের পক্ষে সার্বিকভাবে মুসলমানগণ তাদের ভোট দেন যদিও তাঁরা জানতেন যে এসব অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অভিনন্দন কায়েদ-ই-আযমের 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব'কে এবং সমর্থন আনুগত্যকে যাহা মুসলিম জাতিকে সু-সংহত করেছে এবং প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে 'মুসলিম লীগ'কে সুস্পষ্টভাবে বিজয় মাল্যে ভূষিত করেছে।"(৭)

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম ভারত মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান দাবীর পক্ষে যে গণরায় দিয়েছিল তা ছিল সুদীর্ঘকালের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশের ফল। এ গণরায় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সুচিন্তিত এবং সফল নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবীর প্রতিফলন।

(৭) এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী : কায়েদ-ই-আযম, এজ আই নো হিম পৃঃ ১৫৪—৫৭

www.pathagar.com

ঁদার দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে কায়েদ-ই-আযম ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বলেছিলেন : আমাদের আন্দোলন পরস্পর বিরোধী নয়। আমাদের ত ন্দোলন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে 'অলিভ ব্রাঞ্চ'কে নিয়ে যাওয়া ...'' কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কংগ্রেস নেতা মিঃ জওহরলাল নেহেরু গর্ব ভরে বলেছিলেন : "ভারতে দু'টি পার্টি রয়েছে এবং তা হচ্ছে বৃটিশ ও কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা তাদের অনুসারী মাত্র (and others had to line up)

নেহেরুর উক্তির জবাবে মিঃ জিন্নাহ্ দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন "আমরা কোন সংগঠনের লেজুর (camp followers) নই। আমি লেজুর বৃত্তির পরোয়া করি না। এ দেশে তৃতীয় পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা হচ্ছে মুসলমানগণ। আমরা কাহারও নির্দেশের তোয়াক্কা করি না। We are not going to be camp followers of any party or organisation ... I refuse to line up. There is a third party in the country and that is the Muslims. We are not going to be dicteted to by anybody." (Qut. K. B. Sayeed : Pakistan the formative stage)

মিঃ জিন্নাহ্র এ অমোঘ বাণী সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের গণভোটের মাধ্যমে। এক অভিন্ন লক্ষ্যে জিন্নাহ সাহেবের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন সমগ্র ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দ—সমবেত হয়েছিল আপামর মুসলিম জনতা। বিনাশর্তে এক অভিন্ন লক্ষ্যেই 'নিউ মুসলিম মজলিশ' 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' 'কৃষক-প্রজা পার্টি' নিজ নিজ সংগঠনের পৃথক সত্ত্বার অবসান (Voluntary liquidation) ঘোষণা করে নিঃস্বার্থভাবে সমবেত হয়েছিল কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। এমন কি নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার প্রয়োজনীয় তহবিল গঠিত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণের অনুদানে। সামর্থ অনুসারে চার আনা থেকে লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাঁদা প্রদান করেছিল ১৯৪৫—৪৬ সালের নির্বাচনী অভিযানে

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ তহবিলে মুসলিম জনসাধারণ—চাঁদা দিয়েছিলেন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মুসলমানগণ 'পাকিস্তান' দাবীতে।*

সুদীর্ঘকালের বৃটিশ কাম ভারতীয় বেনীয়াদের শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে খাইবার পাশ থেকে বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছিল সমস্বরে 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি। মুসলিম জনতার বিজয় জিন্দাবাদ ধ্বনি, ফুটে উঠেছিল এক যুগান্তকারী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পিছনে কাতারবন্দী সুশৃংখল মুসলিম জনতার অপূর্ব দৃশ্য। বার্ধক্যের জড়তাকে উপেক্ষা করে সে উত্তাল তরঙ্গ মালার মত জনতার মিছিলের অগ্রনায়ক ছিলেন মিঃ জিন্নাহ। মহান লক্ষ্য ছিল তাঁর একটি ভূখণ্ড—অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মোড়কে আচ্ছাদিত হিন্দু আধিপত্যবাদের কবল থেকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমি, যে মুসলিম আবাস ভূমিতে হবে শোষিত, নির্যাতীত জনতার আসল মুক্তি।

১৯৪৬ সালের ১লা মার্চ তারিখে কলকাতা রাইটার্স হোমে মুসলিম লীগ কর্মীদের সমাবেশে কায়েদ-ই-আযম ঘোষণা করেছিলেন : I am an old man. God has given me enough to live comfortably at this age. Why should I turn my blood into water, run about and take so much trouble? Not for the Capitalists but for you, the poor people"—আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। আল্লাহ আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে আরাম-আয়াশে কাটানোর মত যথেষ্ট সম্পদ দিয়েছেন। কেন আমি রক্ত পানি করছি, ছুটাছুটি করছি, কষ্ট স্বীকার করছি? পুঁজিপতিদের

(*) "Cheques, large and small, and money orders of all dimensions, poured in" মিঃ জিন্নাহ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে নিজেই স্বাক্ষর দিতেন। এ কাজে লোক নিয়োগ করতে বলা হলে তিনি জবাব দেন : I must sign the receipt, myself To the poor fellow who sends me four annas, that sum must be what ten thousand rupees is to a weulthy man To me the value of this four annas is as much as a donation of ten thousand rupees or even twenty thousand rupees. "Qut Quaid-e-Azam as I know him Chap-more about the man,

www.pathagar.com

জন্যে নয়—বরং আপনাদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য। (উদ্ধৃত এম, এ, এইচ ইস্পাহানী ঃ কায়েদ-ই-আযম, এজ আই নো হিম ফটো ৫৯ পৃঃ)

মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমির দাবীতে অটল থাকার কারণে ২৬শে জুলাই ১৯৪৬ সালে রাফিক মাবির মাজানা মবি নামে এক ঘৃণ্য ঘাতক সুতীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছিল মিঃ জিন্নাহকে তাঁর বাস ভবনে। তথাপি তিনি সংকল্পচ্যুত হননি।

১৪। আলীগড় আন্দোলনের ফলাফল—"মুসলিম জাতীয়তাবাদ" ঃ

হিন্দু রাজনীতিকদের ক্রমবর্ধমান উগ্রমূর্তি লক্ষ্য করে স্যার সৈয়দ আহ-মদ খান যে পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন—আলীগড়ে তিনি যে, 'মুসলিম জাতীয়তা'র বীজ বপন করেছিলেন তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে একটি পৃথক মুসলিম আবাস ভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৪৭ সালে। আলীগড়ে শিক্ষা প্রাপ্ত এবং আলীগড় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানগণ রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় মর্যাদা লাভের অটল সংগ্রামে ব্রতী হন।

স্যার সৈয়দ জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে সংগঠন স্থাপনের বিষয় চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তিনি পরলোক গমন করলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। স্যার সৈয়দ জাগৃতির মশাল রেখেছিলেন, সে আলোক বর্তিকা বর্তাল আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী মহসিন-উল-মুলকের হাতে। তিনি কার্যতঃ হয়ে উঠলেন মুসলমানদের নেতা।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'উর্দু' কে উপেক্ষা করে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী কাজকর্মে দেবনাগরী হরফে হিন্দী ব্যবহারের ফরমান জারী করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট লক্ষ্ণৌতে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশ হয়। ১৮৫৭ সালের পর এটাই ছিল ভারতীয় মুসল-মানদের বড় রকমের প্রথম রাজনৈতিক সমাবেশ। ওজস্বী ভাষায় নবাব মুল্‌ক হুসিয়ার করে দেন যে, মুসলমানেরা তাদের ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হবে না। ছোট লাটের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও 'উর্দু প্রতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হল। আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

উর্দু ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে সাবেক মর্যাদা ফিরে পেল। 'দেবনাগরী হরফে' হিন্দু সংস্কৃতির কবল থেকে এটি ছিল ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির বিজয়। মুহসিন-উল-মুল্‌কের এ বিজয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলমান-দের সংগঠিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ (ঢাকা) এবং নওয়াব মুহসিন-উল-মুল্‌ক এবং নওয়াব ভিকারুল মুল্‌ক (আলীগড়) ছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান এর সুযোগ্য সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ অনুসারী।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৬ সালে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন 'আল ইণ্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স'এর। ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স চলাকালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ নিখিল ভারত মুসলিম কনফেডারেসী গঠনের ব্যাপারে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতিমালা মুসলমানদের আশা আকাংখা পূরণে সমর্থ না হওয়ায় ১৯০১ সালের ২১--২২শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের বৈঠকে নওয়াব ভিকারুল মুল্‌ক মুসল-মানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সিমলা ডেপুটেশন শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ একটি রাজনৈতিক সংঘ গড়ে তোলার বিষয় আলোচনা করেন।

ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স শেষ হবার পর উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নওয়াব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক বৈঠকে মিলিত হন। উদ্বোধনী ভাষণে নওয়াব ভিকারুল মুল্‌ক বলেন: "কোন নয়া অভিপ্রায় নিয়ে এখানে আমাদের সম্মিলন ঘটেনি।"

ভারতীয় কংগ্রেস গঠনের দিন থেকেই এর সূত্রপাত। মরহুম স্যার সৈয়দ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে তখনই এ সমস্যা এতটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি মুসলমানদিগকে কংগ্রেস হতে দূরে থাকতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার কাছে আমরা চিরঋণী। তাঁর সে দিনের পরামর্শ ছিল বলিষ্ঠ ও নির্ভুল।

www.pathagar.com

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তবু আজও মুসলমানেরা ঐ বিশ্বাসে অটল রয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে, মুসলমানেরা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার প্রয়াসে অধিকতর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়ার গুরুত্ব ততই বেশী করে অনুভব করছে। (১)

স্যার সৈয়দের মহৎ প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন : "It goes without saying that his life work brought revolution among the Muslims. A large number of societies or Anjumans were started by the Muslims for the service of their community. A Powerful Muslim press also came into existence. The origin, growth and development of the All-India Muslim League and the helps given to it by the British Government made the Muslims stronger and stronger." (২)

স্যার সৈয়দ ইসলামের সহিত খৃষ্ট ধর্মের সামঞ্জস্যের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাতে এ্যাংলো মুসলিম সম্প্রীতি গড়ে তুলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। মুসলমানদের সংরক্ষিত আসনের দাবীতে আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেবের প্রেরিত (১৮৮৯) ব্রডলাফ বিলে মুসলমানদের স্বপক্ষে প্রেরিত স্মারকলিপি এবং সিমলা ডেপুটেশনে লর্ড মিন্টুর কাছে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের স্বপক্ষে তদানীন্তন আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আরচিবোল্ড (Mr. Archibold) সাহেবের সুপারিশপত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্যার আগাখানের নেতৃত্বে সিমলা ডেপুটেশনের নীল নক্শা তৈরীর কাজেও মিঃ আরচিবোল্ড বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

স্যার সৈয়দের দূরদৃষ্টিতে প্রদত্ত সরল নির্বাচন পদ্ধতির বিপরীতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং পৃথক নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা পরবর্তীতে আরও তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়েছে এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজ কর্তৃক মৌলিক দাবী হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

---

(১) উদ্ধৃত—অধ্যাপক মোজাম্মেল হক : বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পৃঃ ২১১—২১২

(২) Dr. V. D. Mahajan : British rule in India and after p. 517.

www.pathagar.com

"হিন্দু-মুসলমানগণ একই সিংহাসনে বসে সমান ক্ষমতা নিয়ে শাসন চালাতে পারবে—এ আশা-দুরাশা" স্যার সৈয়দের এ বিবৃতিতে মুসলমানদের সমান রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী এবং 'একই সিংহাসনের' অর্থে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রীয় দাবী ও সুস্পষ্টভাবেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে স্যার সৈয়দ মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করেছিলেন, মিঃ জিন্নাহ্ তা সাফল্যের সহিত সংগ্রহ করেছেন এবং বাংলাদেশ তার বন্টিত অংশ (পৃঃ ৫১)।

১৫। জাতীয়তাবাদ ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) ঃ

"ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" (মাসায়ালায়ে কাওমিয়াত) (১) গ্রন্থে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) বিশ্বমানবিকতা এবং ইসলামের উদার মতাদর্শ বিশ্লেষণের সাথে সাথে ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কে বলেন ঃ এই বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হইতেছে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ... এই কালেমা যাহাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাহাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র এবং কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করিতে পারে না। অনুরূপভাবে এই কালেমা যাহাদেরকে যুক্ত করে, তাহাদেরকে কোন জিনিসই বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কোন ভাষা, গোত্র-বর্ণ, কোন ধন সম্পত্তি বা জমির বিরোধ ইসলামের পরিসীমার মধ্যে মুসলমানদের পরস্পরে কোন বৈষম্যমূলক সীমা নির্ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু ইসলাম সমগ্র মানবিক ও বাস্তব সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছে এইরূপ সন্দেহ করিলে মারাত্মক ভুল হইবে ইসলাম জীবনের সমগ্র ব্যাপারে ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সদাচার, প্রেম ও ভালবাসার ব্যবহার করার শিক্ষা দিয়াছে। (২)

---

(১) উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং আযাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) ১৯৪১ ইসায়ী সনে জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ এ সমস্ত শব্দের পারিভাষিক অর্থ এবং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিপুল পরিমান মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত "মাসায়ালায়ে কাওমিয়াত" নামে একটি বিপ্লবাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। "মাসায়ালায়ে কাওমিয়াত"-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" নামে। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮৬। অনুবাদক মুহাম্মদ আবদুর রহীম প্রকাশক—আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিস দাস লেন, ঢাকা-১।

(২) উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২২—২৩।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শের পার্থক্য বিশ্লেষণ করত উপমহাদেশ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী সাহেব বলেন : ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (কিংবা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ) সমর্থন করার জন্য যখন আমাদের নিকট বারবার দাবী উত্থাপন হইতেছে, তখন এই (অবিভক্ত) ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে জাতীয়তাবাদের কি হইতে পারে এবং তাহা দ্বারা ভারতের তথা ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা আছে কি-না তাহা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে "(৩)

উক্ত গ্রন্থে তিনি জাতীয়তাবাদের মৌল উপাদান হিসাবে রাজনৈতিক জাতীয়তা (Political nationalism) এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তা (Cultural nationalism) পর্যালোচনা করত "জাতীয়তাবাদ ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে বলেন : মূলতঃ একমাত্র সাংস্কৃতিক জাতীয়তাই সঠিক জাতিয়তাবাদ সৃষ্টি করিতে পারে। আর প্রত্যেক চক্ষুস্মান ব্যক্তিই এক দৃষ্টিতে বুঝিতে পারে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে কোন প্রকার সাংস্কৃতিক জাতীয়তার অস্তিত্ব আদৌ বর্তমান নাই।(৪)

"সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক স্বার্থ পরতার উর্ধে থাকিয়া প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশে সক্ষম কোন ব্যক্তিই পাক-ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতিক জাতিসমূহকে সামঞ্জসাপূর্ণ চরিত্র বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারে না। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তার (৫) মধ্যে যতখানি বৈষম্য রহিয়াছে পাক ভারতের বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে

(৩) উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৮৫

(৪) উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৮৭

(৫) মাওলানা মওদূদী সাহেব বলেন : জাতীয়তার অপর একটি রকম হইল সাংস্কৃতিক জাতীয়তা (Cultural nationalism)। এই জাতীয়তা কেবলমাত্র সেই সব লোকদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে যাহাদের ধর্ম এক, চিন্তা ও মতাদর্শ, আবেগ অনুভূতি, মূল্যবোধ এক, যাহাদের মধ্যে একই ধরণের নৈতিক গুণাবলী পাওয়া যাইবে ···· ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, হারাম হালাল, পবিত্র অপবিত্র নির্ধারণের মানদণ্ড একই রকম ··· তাহারা একই প্রকার ইতিহাস ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। মোট কথা মানসিক, আধ্যাত্মিক নৈতিক, সামাজিক ও সামষ্টিক দিক দিয়া তাহারা এক দল, এক সমাজ, এবং এক ও অবিভাজ্য সমাজে পরিণত হয়।" ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পৃঃ ৮৬

www.pathagar.com

তদপেক্ষা অনেক বেশী মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মতবাদ ও আকিদা বিশ্বাসের দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে উদয়তোরণ ও অস্তগগনের দূরত্ব রহিয়াছে। এ দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির মূলনীতিসমূহ পরস্পর বিরোধী, ঐতিহ্যসমূহের উৎসমূল সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। আভ্যন্তরীণ হৃদয়াবেগ ও ভাবধারা পরস্পর বিরোধী।

আমি পূর্বেও একবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি ঃ ভারতের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি লাভের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও জাতীয়তাবাদের মূলতঃই কোন প্রয়োজন নাই। যে দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বর্তমান রহিয়াছে, সেখানে এক জাতীয়তার জন্য চেষ্টা করা বাহুল্য মাত্রই নয়, নীতি হিসাবে তাহা মারাত্মক ভুলও বটে। উপরন্তু পরিনামের দিক দিয়া তাহা বিন্দুমাত্র কল্যাণকর না হইয়া বিরাট অকল্যাণের সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ৯১—৯৩)

'মাসায়ালায়ে কাওমিয়াত' গ্রন্থে উপমহাদেশের যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যায় এখানে বহু জাতির অবস্থান রয়েছে এবং তন্মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দুইটি প্রধান ও পৃথক জাতি। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এর পার্থক্য নির্ণয়ে মাওলানা মওদূদী সাহেব নামধারী মুসলমানদের গুরুত্ব আরোপ না করে কোরান ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক আমল আখলাকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১৫। (ক) রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য ঃ উপমহাদেশের সংস্কৃতি-হিন্দু সংস্কৃতি ঃ

হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে উপেক্ষা করতঃ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির পুরোধা বলে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা প্রায়ই চলতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষী এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক ভাবধারা পরিস্ফুটিত হয়েছে তা বাঙ্গালী নয়, হিন্দু সংস্কৃতি। উপমহাদেশে সংস্কৃতির দুইটি মহাস্রোত প্রবাহমান। আর তা হলো হিন্দু সংস্কৃতি এবং মুসলিম সংস্কৃতি। 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি'র পৃথক কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি চেতনাকে

www.pathagar.com

'বাঙ্গালী সংস্কৃতি' বলে চালানোর অর্থ বাঙ্গালীত্বের মোড়কে মুসলিম সংস্কৃতির মাঝে হিন্দু সংস্কৃতিকে অনুপ্রবেশ করানোর পায়তারা মাত্র। একটু তলিয়ে দেখলেই এ বিভ্রান্তির অবসান ঘটানো সম্ভব। রবীন্দ্র গবেষকগণের বিশ্লেষণ এবং কবির নিজের উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় যে উপমহাদেশের সংস্কৃতি মূলতঃ হিন্দু সংস্কৃতি। মুসলিম সমাজ পৃথক স্বাতন্ত্র নিয়ে বিদ্যমান।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ য়ুরোপীয় রাজনীতি, ধর্মনীতি ও অর্থনীতির মূলে থাকিল জাতিগত বৈষম্য ও ভেদকে চিরন্তন করিয়া রাখার শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ সম-সাময়িক জগতের এই মারাত্মক ভেদ বুদ্ধিকে নিন্দা করিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা। কবির মতে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের মধ্য দিয়া অসংখ্য বিরুদ্ধ বিপরীত বিসদৃশ জাতি সংশ্লিষ্ট হইয়া যে একটি নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতি নহে, আর্য সংস্কৃতি নহে—তাহা হিন্দু বা ভারতীয় (Indian) সংস্কৃতি—আর্য, অনার্য, তুর্কী, য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মন্থনজাত অ-মৃত সত্য।" (রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫৬)

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আরও বলেন ঃ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত। তাঁহার অন্তরের সহানুভূতি ব্রাহ্ম ধর্মের সহিত। তিনি এই সমাজের আদর্শ বা নীতি কোন দিন ত্যাগ করেন নাই। আবার তিনি ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু। অর্থাৎ তিনি ধর্মে ব্রাহ্ম, সংস্কৃতিতে হিন্দু (উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৩৫৩)

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ছাত্র সমাজের আহবানে 'আত্ম পরিচয়' নামে যে ভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইয়াছে হিন্দু শাস্ত্র হইতে, হিন্দু সংস্কৃতির উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা। (উদ্ধৃত—উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৩৬৪—৬৫)

হিন্দু সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে "শিবাজি উৎসব" "বন্দি বীর", হোরিখেলা (সঞ্চয়িতা দ্রঃ) এসব অনেক কবিতায়। গীতাঞ্জলীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য ঃ

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথা দ্রাবিড় চিন
শকেহুন দল, পাঠান মোঘল এক দেহে হল লীন।"

www.pathagar.com

এখানে এক হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সকলে মিশে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেও রবীন্দ্রনাথ নিজেই হিন্দু-মুসলমান পৃথক জাতি সত্ত্বার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন ঃ একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল।.....ঠিক সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানিত্ব মাথা তুলিয়া উঠিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটি সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।" আমরা রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে তাহাকে আহবান করিয়াছিলাম, তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, অনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।" (উদ্ধৃত রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩৬৩)

উপরোক্ত সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবেই উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের পৃথক সাংস্কৃতিক জাতীয়তার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যেই ভারতীয় জাতীয়তা এবং ভাষা ভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তার খণ্ডিত রূপ সুস্পষ্টভাবেই পরিস্ফুটিত হয়। অবশ্য যদি ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে সৃষ্ট সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান' মানচিত্রটি বাংলা ভাষার দুনিবার আর্কষণে প্রতিবেশী বঙ্গ ভাষীদেরকে টেনে আনতে সক্ষম হয় তবেই না ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তা সার্থকতা স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পরবে। বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্রটি বঙ্গ ভাষীদের ভৌগোলিক মানচিত্র নয়– একটি রাজনৈতিক মানচিত্র। 'সোনার বাংলা' দ্বিখণ্ডিত করণের মাধ্যমে এ মানচিত্র সৃষ্টির ভিত্তি ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বঙ্গ ভাষা নয়। বলা বাহুল্য অখণ্ড বাংলাতেও মুসলিম জনসংখ্যা জিল ৫৬ শতাংশ।

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ (৩০শে আশ্বিন ১৩১২) ভারত সরকারের ইস্তাহার অনুসারে ঢাকা রাজধানী কেন্দ্রীক পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ ঘোষিত হয়। ইহার সূচনা পর্বেই শুরু হয় বঙ্গচ্ছেদ রদ করার আন্দোলন। পশ্চিম বঙ্গের বর্ণ হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণই ছিল 'বঙ্গচ্ছেদ রদ' তথা বঙ্গ নূতন প্রদেশ বাতিলের আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কলিকাতার

www.pathagar.com

পশ্চাৎভূমি পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে নূতন প্রদেশ গঠনকে আখ্যায়িত করা হয় বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হিসেবে। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয় 'সোনার বাংলা' 'মাতৃমূর্তি' ইত্যাদি স্বদেশী সঙ্গীত মালা। বঙ্গচ্ছেদ রদ করণার্থে ২৩শে আশ্বিন ১৩১২ (৯ই অক্টোবর ১৯০৫) কলিকাতার বাগবাজারে অনুষ্ঠিত 'বিজয় সম্মিলন' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসর এই দিনকে কেবল বান্ধব মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব" এই ভাষণের শেষাংশে তিনি বলেন :

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাক—" (উদ্ধৃত রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ২য় খণ্ড পৃঃ ১৬৮)

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' গীতধ্বনি পরিব্যাপ্ত করণের আহবান হিন্দু সংস্কৃতির বিজয় বার্তা ঘোষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একই সাথে ইহা 'বাঙ্গালী সংস্কৃতির' নামে হিন্দু সংস্কৃতি এবং 'বাঙ্গালী জাতীয়তা'র নামে হিন্দু জাতীয়তার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যথেষ্ট। ঐতিহাসিক 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে বঙ্গ প্রকৃতিকে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীরূপে স্পষ্টতঃই বন্দনা করা হয়েছে। সুতরাং উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইহা এক জলন্ত প্রমাণ। হিন্দু শাস্ত্রমতে : "পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃ স্বরূপ, প্রকৃতি মাতৃ স্বরূপিনী" 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পৃঃ ৫২১।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে"

"মায়াতত্ত্ব" সম্পর্কে 'শ্রী মদ্ভগবদ্গীতা' ৩১৩—১৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : '১৪শ শ্লোকে বলা হইল, আমার এই গুণময়ী মায়া সুদুস্তরা,

www.pathagar.com

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলা হইতেছে। বস্তুতঃ সাংখ্যে যাহাকে প্রকৃতি বলে উহাকে বেদান্তে মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা হয় এবং উহাই শাস্ত্রান্তরে মহামায়া, আদ্যাশক্তি, দুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত"।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' কবিতার ঐতিহাসিক পটভূমি 'কী স্নেহ, কী মায়াগো উক্তি, উপমাদিতসহ আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে ইহাতে 'মায়াতত্ত্বের' প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সমকালীন তাঁর অপর একটি কবিতায় বলা হয়েছে ঃ

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দোয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
ডান হাতে তোর খরগ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, *
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুন বরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজ দেখিরে!
তোমার দোয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥"

এ সব পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই বঙ্গ জননীর রূপকে দুর্গা, কালীর কাল্পনিক আকৃতিতে তুলে ধরেছেন। সৃষ্ট জগৎ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামী আকিদা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের এ উদয়াস্তের ব্যবধানই উপমহাদেশে এক জাতীয়তার অসরতা প্রমানের জন্য যথেষ্ট।

১। কায়েদ-ই-আযম ঃ ভারত বিভাগ দাবী ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ঃ

আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ধ্বংসের শেষ প্রান্ত হতে মুসলমানগণ

* মন্দিরের কালী মূর্তির ডান হাতে থাকে খরগ, বাঁ হাতে আশিবাদ (শঙ্কাহরণ) এবং কপালের চোখ (ললাট নেত্র) অসুর নিধনের জন্যে আগুন বরণ কল্পনা করে তৈরী করা হয়।

www.pathagar.com

আত্ম শক্তিতে নব বলে বলীয়ান হয়ে স্বাধিকার আদায়ের এক অভিন্ন লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

অগ্নি পুরুষ জামালুদ্দিন আফগানীর প্যান ইসলামিক ভাবধারাকে সাফল্যের পথে দৃপ্ত পদে এগিয়ে নিয়ে গেছে আলীগড় আন্দোলন। ভারতীয় মুসলমানদেরকে এক অভিন্ন জাগৃতির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, ডঃ আল্লামা ইকবাল, নওয়াব স্যার সলিমুল্লা বাহাদুর, নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী (বগুড়া), রাজা সাহেব (মাহমুদাবাদ), খাজা নুরুদ্দিন, নবাব হাবিবুল্লা, এম, এ, এইচ ইস্পাহানী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং আরও অগণিত নিবেদিত প্রান সফল ব্যক্তিত্ব। অভিন্ন মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে কাজ করে গেছে —(১) নিউ মুসলিম মজলিস, (২) ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি (৩) কৃষক প্রজা পার্টি (৪) অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ। *

আলীগড় আন্দোলনের অন্যতম দীপ্ত মশাল বাহী আল্লামা ইকবালের আদর্শে অনুপ্রাণিত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র নেতা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে নিয়ে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলেন ১৯৩৩ সালে। ডঃ ভি, ডি, মহাজন বলেন ঃ

"In 1933, Rahmat Ali described the Indian Muslims as a nation and prepared a plan for the establishment of Pakistan which was to include the Panjub, Kashmir, Sindu, Beluchistan and the N. W. F. P. He also referred to the establishment of Osmanistan of Hyderabad and Bang-I-Islam of Bengal and Assam." (৩)

---

* কলিকাতা ৫ কামাক স্ট্রীটে এক রাজনৈতিক সংলাপের পর অন্য সব রাজনৈতিক সংগঠন নিজ নিজ অস্তিত্বের অবসান ঘোষণা করে মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সহিত মিলিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ—এম, এ, এইচ ইস্পাহানী ঃ কায়দে আযম এজ আই নো হিম পৃঃ ২৯—৩০

(৩) উদ্ধৃত—ডঃ ভি, ডি, মহাজন ঃ বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া এন্ড আফটার পৃঃ ৪৩৫

www.pathagar.com

১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী ভারতীয় মুসলমানদেরকে একটি জাতি হিসেবে তুলে ধরে রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা দিলেন :

১। পাকিস্তান : এতে থাকবে (ক) পাঞ্জাব (খ) কাশ্মীর (গ) সিন্ধু (ঘ) বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—

২। ওসমানিস্তান : এতে থাকবে—হায়দরাবাদ

৩। বঙ্গি ইসলাম : এতে থাকবে—বেঙ্গল এবং আসাম।

১৯৩০ সালে ডঃ আল্লামা ইকবাল পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করেন এবং ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত লীগ পাকিস্তান পরিকল্পনা অনুমোদন না করলেও ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পর কংগ্রেসী শাসনে মুসলমানদের প্রতি অবিচার এবং নির্যাতনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ১৯৩৮ সালে এম, এ, জিন্নাহ 'ভারত বিভক্তি' দাবী করলেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্ব হিন্দু-মুসলিম পৃথক জাতি।

১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ্ সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন যে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু নয় — যে কোন সংজ্ঞা মোতাবেক তারা একটি জাতি। কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর ভাষণে বলেন : 'If the British Government are really in earnest and sincere to secure peace and happiness of the people of this Sub-continent, the only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states."(৪)

কংগ্রেস মুসলমানদেরকে বরাবরই বিবেচনা করে আসছিল সংখ্যালঘু হিসাবে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অভিন্ন জাতি বলে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। মিঃ জিন্নাহ তার ভাষণে বলেন : "হিন্দু-মুসলমানেরা ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা, সাহিত্যের দিক দিয়ে ভিন্ন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন, আহার-বিহার প্রচলিত নেই। বস্তুতঃ পক্ষে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন—যাহা মূলতঃ পরস্পর বিরোধী

(৪) Dr.V D. Mahajan : Briti h rule in India and after p 435—36

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের জীবন পদ্ধতি এবং জীবন দর্শন ভিন্ন। এটা অতি পরিষ্কার যে হিন্দু এবং মুসলমানেরা পৃথক পৃথক ইতিহাস দ্বারা প্রেরণা লাভ করে। তাদের মহাকাব্য ভিন্ন, তাদের জাতীয় বীর ভিন্ন, তাদের প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান (episodes) ভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একের বিবেচনায় যে বীর অন্যের বিবেচনায় সে শত্রু একইভাবে একের জয় অন্যের কাছে পরাজয়ের গ্লানি "(৫)

লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলমানগণ শপথ গ্রহণ করে ভারত বিভক্তি এবং পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবীতে। এ দাবীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে স্যার সৈয়দের চিন্তাধারা এবং আলীগড় আন্দোলনের অব্যাহত গতিধারা। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সর্ব ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলিম জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উচ্চারণ করেছে একটি দাবী স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র -পাকিস্তান।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করল 'Quit India'—ভারত ছাড়। এ প্রস্তাবে ছিল স্বাধীন অখণ্ড ভারত প্রস্তাব।

কায়েদ ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর যাদুকরী নেতৃত্বে আপামর ভারতীয় মুসলিম জনতা সমবেত হল এক পতাকা তলে। তিনি ভারত ছাড় (Quit India) প্রস্তাবের বিপরীতে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'Divide and Quit'—ভাগ কর এবং ভারত ছাড়। সমগ্র ভারতের মুসলিম জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হল একটি দাবী, একটি শ্লোগান 'Larke-Lenge Pakistan', 'But-Ke Rahega Hindustan,' 'লড়কে-লেঙ্গে পাকিস্তান', 'বাট-করেগা হিন্দুস্তান।' Marenge Mar Jayenge Pakistan Banayenge' (৬)

১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সর্বভারতীয় জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত গণরায়ে অনুমোদন করল পাকিস্তান দাবী। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ...'The states shall be autonomous and sovereign' স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি হবে স্বায়ত্ব শাসিত ও সার্বভৌম এ শব্দগত অসঙ্গতি সংশোধিত করে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে লেজিস লেটরস্ কনভেনশনে ৪৭০। নির্বাচিত সবভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে)

(৫) Dr. V. D. Mahajan : British rule in India and after p 436

(৬) Ibid. p. 421.

www.pathagar.com

সদস্যের উপস্থিতিতে গৃহীত হয় States এর পরিবর্তে State 'পাকিস্তান' কাঠামোতে মুসলিম রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। লাহোর প্রস্তাবের শব্দগত অসঙ্গতিটি হচ্ছে -- 'স্বার্বভৌম' এবং 'স্বায়ত্ব শাসিত' প্রশ্নটি একই সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ। সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্যে বৃটিশ সরকারের সর্বশেষ তৎপরতা (The last hope of united India and Calinetmission diplomacy) প্রতিরোধে মিঃ জিন্নাহ্‌ ডাক দিলেন—'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে'র। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে আহুত হরতাল এবং সমাবেশে আকস্মিকভাবে মুসলিম বাসগৃহে নারী শিশু আবাল বৃদ্ধ বণিতা শিকার হল শিখ এবং হিন্দুদের নৃশংস হত্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। নৃশংস হত্যাকাণ্ড দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সর্বশেষ অপচেষ্টা ছিল 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার। কিন্তু দুর্বার সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় মুসলমানগণ সংকল্পচ্যুত হয়নি—সংকল্পচ্যুত হয়নি লৌহ মানব কায়েদ-ই-আযম জিন্নাহ্‌। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ব্যথা বেদনার অবসান কল্পে আত্মত্যাগ ও তিতীক্ষার বলে এক রক্তের বন্যা উপেক্ষা করে ভারত দ্বি-খণ্ডিত করে সৃষ্টি হল মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাস ভূমি 'পাকিস্তান'।

পাকিস্তানের দু'টি অংশের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের ব্যবধান। হিন্দুদের প্রচণ্ড চাপের মুখে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার তাকিদেই গড়ে উঠেছিল মুসলিম রাষ্ট্রটি পাকিস্তান কাঠামোতে। ১৯০৫ সালে যে কংগ্রেস নবগঠিত 'পূর্ব বঙ্গ আসাম' প্রদেশকে একটি প্রাদেশিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে দেয়নি, ভারতীয় মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তির কাছে মাথা নত করে সে কংগ্রেস মেনে নিতে বাধ্য হল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে হিসেবে পূর্ব বঙ্গ আসাম প্রদেশের বৃহৎ অংশটিকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে। হাজার মাইলের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষার্থে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় ট্যাংক বাহিনীকে পর্যদস্ত করতে গিয়ে বাঙ্গালী সৈনিকেরা তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তের রণাঙ্গনে বুকে বোমা নিয়ে ট্যাংকের নীচে বুক

www.pathagar.com

পেতে দিয়েছিলেন। ১৯৬৪—৬৫ সালের নির্বাচনেও 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের' নেতাগণ সমবেত হয়েছিলেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পতাকাতলে পূর্ব পাকিস্তানের জনতা তাকে ভূষিত করে ছিল মাদার-ই-মিল্লাত উপাধিতে। শেখ মুজিবের ৬ দফা—এমনকি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঘোষিত ৪ দফাতেও ছিল পাকিস্তান কাঠামোরই কর্মসূচী।

১৯৪৭ সনে অভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের উপর সম অধিকারের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একহাজার মাইলের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয় 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং পূর্ব পাকিস্তান এ দু'টি অংশ নিয়ে 'পাকিস্তান'। কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার সর্বশেষ চেষ্টা করেছিল ভারতকে অখণ্ড রাখতে। মিঃ এটলী সরকার ছিল ভারত বিভাগের সময় ক্ষমতায়। ১৯৫৯ সালের ৩রা জানুয়ারী মিঃ এটলী, তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, তার সাবেক প্রেস সেক্রেটারী ফ্রেনসিস উইলিয়ামের সাথে এক টেলিভিশন সাক্ষাতকারে বলেন: We would have preferred a united india. We could not get, though we tried hard" (Times of India) (৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'শিবাজি উৎসব' কবিতায় শিবাজীর মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে আহবান জানিয়েছিলেন "এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন ভারত বেধে দিব আমি এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন কবির সম্বল মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, এক কণ্ঠে বল 'জয়তু শিবাজি' "—ইত্যাদি মর্মস্পর্শী আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম ভারতের অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলনে ভারত বিভক্তির দাবীর মুখে কংগ্রেস শর্ত হিসেবে দাবী করে পাঞ্জাব ও বাংলার বিভক্তি। মিঃ জিন্নাহ্‌ পাঞ্জাব এবং বাংলা অবিভক্ত রেখে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার সর্বশেষ চেষ্টা করে অবশেষে শিখ ও হিন্দুদের ব্যাপক দাঙ্গার প্রস্তুতির মুখে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তি মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৯৪৭ এ ভারত বিভক্তির সময় বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের এবং পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ যোগ দেয় ভারতের

(৭) Qut. M. A. H. Ispahani: Qaid-e-Azam as I know him p. 215.

www.pathagar.com

সাথে। পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা-গুলোর সদস্যগণ ভোট দেন পাকিস্তানের পক্ষে। তা ছাড়াও রেডক্লিফ মাউন্ট ব্যাটেন (RADCLIFE BETRAYAL AND SIKHS) (৮) কারচুপির ফলে পাঞ্জাব এবং বাংলার কতিপয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা চলে যায় ভারতের সাথে। 'মুসলিম বাংলা' নিয়ে গঠিত হয়েছিল পর্ব পাকিস্তান'। *

১৭। হিন্দীর কবল মুক্তি : ভাষা সমস্যা সমাধানে কায়েদে আজমের গণতান্ত্রিক অভিমত :

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফল পরিণতিতে ভারত বিভক্ত হয়। পশ্চিম বঙ্গের বঙ্গভাষী সচেতন এবং সংস্কৃতি বান নাগরিকবৃন্দ নির্দ্বিধায় দেবনাগরী হরফে হিন্দী ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মেনে নেন। ১৮৬৪ সনে বেনারসসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে উর্দু হিন্দী বিতণ্ডার যে প্রচণ্ড ঝড় উত্থিত হয়েছিল ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তারা হিন্দীর বিজয়কে সাংস্কৃতিক বিজয় হিসেবেই যেন ভারত বিভক্তির পর স্বানন্দে গ্রহণ করিলেন। বহু ভাষিক ভারতে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে হিন্দীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোন নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।

দেবনাগরী হরফে হিন্দী লিখনের কবল থেকে পূর্ব বঙ্গের জনতা মুক্ত হল। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক পৃথক প্রদেশ সৃষ্টিকে যে সকল নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধোয়া তুলে

---

(৮) বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত চাপ্টারে আছে—I bid

* ১৯৪৪ সালে আলীগড়ে মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর ভাষণে বলেন : "Pakistan was not the Product of the conduct or misconduct of the Hindus. It had always been there Only they were not concious of it. It Hindus and Muslims, though living in the same towns and villages, had never blended into one nation ; they were always two separate entities". (Qut. M A H. Ispahani Qaid-e-Azam as I know him)—ভারত সর্বদাই ছিল খণ্ড ছিন্ন। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা আইনেও দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল।

www.pathagar.com

দুর্বার আন্দোলনে বৃটিশকে তা বাতিল করতে বাধ্য করেছিলেন ১৯৪৭ সনে তারাই মুসলিম জাতীয় আন্দোলনে ভারত বিভক্তি ঠেকাতে না পেরে দাবী করলেন পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করার। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে 'সোনার বাংলা' খণ্ডিত হয়ে একটি নয়া মানচিত্র সৃষ্টি হল। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের রণ সংগীত তুল্য স্বদেশী সংগীতমালা, সন্ত্রাসবাসী আন্দোলন আর বাঙ্গালী জাতীয়তার ধুম্রজালে যে ভূখণ্ড একটি প্রদেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনি, একটি সমন্বিত মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফল পরিণতির মাধ্যমে তাহা আত্ম-বিকাশের পথ খুজে পেল। সর্বভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর 'বাট করেগা হিন্দুস্তান' ইত্যাদি শ্লোগান এবং চরম মুহূর্তে জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়ে গেলে পূর্ববঙ্গের জনতার কাঁধে চাপানো হতো দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী লিখন পদ্ধতি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। দেবনাগরীর ধাক্কাটা সামলানো সম্ভব হল জিন্নাহ সাহেব এবং তাঁর বলিষ্ঠ অনুসারীদের প্রচেষ্টায়।

দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষার কবল মুক্তির সাথে সাথে মুসলিম বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দিল নূতন সমস্যা। এক হাজার মাইল ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং পরিচিতি খুবই সীমিত ছিল। নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কি হবে, এ প্রশ্নটি ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে। অখণ্ড ভারতীয় চেতনা—'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেধে দিব আমি' এর নাগ পাশ থেকে এবং দেবনাগরীর কবল থেকে মুক্তির সংগ্রামে অপূর্ব সাফল্যের কারণে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ কায়েদে আজমের ব্যক্তিত্বের প্রতি ছিল গভীর আস্থাবান। ভাষা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব অলি আহাদ স্বীয় গ্রন্থে বলেন ঃ

"স্বাধীনতার পর কায়েদে আজম প্রথম পূর্ব বঙ্গ সফর উপলক্ষে ১৯শে মার্চ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে তাঁহাকে অভূত ও স্বতঃস্ফূর্ত ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিমান বন্দর হইতে রেসকোর্স পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল, তিল ধারণের স্থান কোথাও ছিল না। হর্ষোৎফুল্ল জনতার এই ঢল দেখিয়া কে বলিবে, মাত্র দুই দিন পূর্বেও ঢাকা শহরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ঢাকার

www.pathagar.com

মসনদকে টল-টলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল। দেশবাসীর কি অকৃত্রিম ভালবাসাই না ছিল রাষ্ট্রের জনকের প্রতি।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৬ পৃঃ ৬৩)

একটি বিশেষ মহল তখন পাকিস্তানে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যেই সচেষ্ট ছিল। অথচ উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই জনসাধারণের মাতৃভাষা নয়। বিভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য সমৃদ্ধ পৃথক পৃথক মাতৃভাষা গড়ে উঠেছিল ঃ (১) পূর্ব বঙ্গে—বাংলা (২) পাঞ্জাবে—পাঞ্জাবী (৩) বেলুচিস্তানে—বেলুচী (৪) সিন্ধুতে—সিন্ধী এবং (৫) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—পশতু। ১৯৭১ সলের হিসেব মত দেখা যায়—পূর্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষীর সংখ্যা ৭'২ ভাগ মাত্র। উপ-মহাদেশে সুদীর্ঘকাল শাসনের প্রভাবে গড়ে উঠেছে আধুনিক ভাষা উর্দু। সমগ্র উপ-মহাদেশে বহুকাল থেকে ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যম হিসেবে মিশ্র ভাষা অর্থাৎ লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তৎকালের অভিজাত মুসলিম পরিবারগুলিতে মাতৃভাষা ছিল উর্দু। পূর্ব বঙ্গের খাজা নাজিম উদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রমুখ অনেক শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় নেতার মাতৃভাষা উর্দু ছিল। তাছাড়া পুরাতন ঢাকার বাসিন্দাসহ পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাল্প উর্দু ভাষীদের দাবীর প্রেক্ষিতেও রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নটি সেদিন জটিল আকার ধারণ করেছিল। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে ঢাকার বুকেও খণ্ড মিছিল বের হয়ে ছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ইংজেরী ভাষায় অধিক পারদর্শী ছিলেন। আবুল মনসুর আহাম্মদ স্বীয় গ্রন্থে জিন্নাহ সাহেব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ তিনি বাংলা বা উর্দু কোনও ভাষাই জানিতেন না। তবে এটা তিনি জানিতেন যে বাংলা অধিকাংশ পাকিস্তানীর মাতৃভাষা। আর জানিতেন তিনি গণতন্ত্রে মাতৃভাষার তাৎপর্য"। (রাজনীতির পঞ্চাশ বছর পৃঃ ১৯৫)।

জাতীয় সংহতি সম্পর্কে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ২১শে মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "Whether Bengali shall be the official language of this

www.pathagar.com

province is a matter for the elected representatives of the people of this province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the in habitants of this province at the appropriate time." (উদ্ধৃতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৮) অর্থাৎ "এ প্রদেশের সরকারী ভাষা বাংলা হবে কি না তা নির্ধারণের ভার এ প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এ বিষয়টি যথ সময়ে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবেন।"

কায়েদে আজমের পূর্ববঙ্গ সফরের প্রাক্কালে ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ ও নাজিম উদ্দিন সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ৮ দফা চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল—"পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদে এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব তোলা হইবে যে, প্রদেশের অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজীর স্থলে বাংলা হইবে।"

এ চুক্তিতে যে দাবী ছিল, কায়েদে আজমের বক্তব্যে তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি বিদ্যমান। চুক্তি নামাটিতে রাষ্ট্র ভাষা কর্ম পরিষদের দাবীতে দেখা যায় যে বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিক মর্যাদায় উন্নীত করার কথা উল্লেখ আছে। অলি আহাদ বলেন ঃ ঢাকার বিভিন্ন সভা ও মিছিলের মূল আওয়াজ ছিল 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' ক্রমশঃ আন্দোলন পরিচালনাকারীদের বোধোদয় হয় যে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য বিধায় আমাদের দাবী প্রাদেশিক ভাষা করার দাবীতে পর্যবসিত হইয়া পড়িবার আশংকা রহিয়াছে। অতএব প্রাথমিক ভুল দাবী সংশোধন করিয়া আমাদের দাবী উত্থিত হইল 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।' রাজধানী ঢাকার রাজপথে মিছিলে শুনা গেল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'উর্দু-বাংলায় বিরোধ নাই', 'উর্দু-বাংলা ভাই ভাই', 'উর্দুর পাশে বাংলা চাই।' (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ – ৭৫ পৃঃ ৪১)

প্রাথমিক ভুলটি ২৪শে মার্চের পূর্বে সংশোধন করা হয়নি। ১৫ই মার্চে সম্পাদিত চুক্তিটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের প্রাথমিক ভুলের কারণে অথবা উর্দুভাষী পূরবী নেতাগণের প্রভাবে জিন্নাহ সাহেব প্রথমদিকে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দু'কে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে জিন্নাহ সাহেবের কথিত উক্তির মূল কারণ হিসেবে উপরোক্ত বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

২৪শে মার্চ (১৯৪৮) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে প্রদত্ত ভাষার দাবী বিষয়ক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কায়েদে আযমের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহাম্মদের বাসভবনে (পরবর্তীকালে মিন্টু রোডস্থ গণভবন) এক বৈঠকে মিলিত হন। পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে বিদায় গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ কায়েদে আযমের নিকট ইংরেজী ভাষায় একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয়।

উক্ত স্মারকলিপিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করতঃ দাবী করা হয়ঃ "সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংগঠনের মুসলমান যুবকের দ্বারাই গঠিত। সংগ্রাম পরিষদের মত, বঙ্গভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হউক!" ২৪শে মার্চ ('৪৮) অপরাহ্নে প্রদত্ত স্মারকলিপিতেই প্রথমবারের মতো বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষার দাবী সংশোধনী করতঃ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী পেশ করা হয়।

১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর মহান নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরলোক গমন করেন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়। জিন্নাহ সাহেবই ছিলেন পাকিস্তানের একমাত্র অবৈতনিক গভর্ণর জেনারেল। তাঁর তিরোধানে ক্ষমতার লড়াইয়ের আবর্ত আর প্রাসাদ রাজনীতির আবর্তে সংবিধান রচনা এবং রাষ্ট্রভাষা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে সংঘটিত হয় নানা দুঃখজনক ঘটনা।

১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ নাজিমউদ্দিন সরকার ও রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ফলে ভাষা অন্দোলনের উত্তেজনা প্রকাশিত হয়। জিন্নাহ সাহেবের পূর্ববঙ্গ থেকে বিদায় কালীন ভাষণে সমস্যার সুষ্ঠু

www.pathagar.com

সমাধানের পথ নির্দেশ থাকায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কায়েদে আযমের মৃত্যুর ৪ বছর পর ১৯৫২ সালের জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং '৫২ সালের ৮ই ফাল্গুন মোতাবেক ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয় রফিক, ছালাম বরকত জব্বার এবং আরও অনেকের তপ্ত রক্তে।

২৩শে মার্চ ১৯৫৬ বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। সংবিধান কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে উর্দু এবং বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সম মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা ভাষার এ বিজয় কায়েদে আযমের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষিত গণতান্ত্রিক নীতিরই প্রতিফলন। তাঁর উত্তরসূরীগণ যথা সময়ে এ ঐতিহাসিক ভাষণের মর্ম যথা সময়ে উপলব্ধি করলে বায়ান্ন সালের মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যেত।

ভাষা আন্দোলনের সংঘাত এবং বেদনাবহ ৮ই ফাল্গুন এবং একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতি বছর পালিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। ২৩শে মার্চ (৫৬) 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' বা ভাষা বিজয় দিনটি অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। অনেক সময় জিন্নাহ সাহেবের সর্বশেষ ভাষণে সমাধান সূচক বক্তব্যকেও তুলে ধরা হয় না। এর প্রকৃত কারণ কিছুটা রহস্যজনক মনে হয়।

১৮। পূর্ব পাকিস্তান (মুসলিম বাংলা) শেখ মুজিবের স্বাধিকার আন্দোলন ঃ

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভারতের বুকে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভূখণ্ড হিসেবে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্ম হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। ১৯৪৭ সালের ২০শে আগষ্ট করাচীতে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন ঃ "It should be our aim not only to remove want and Fear of all types but secure liberty, equality as enjoined by Islam" আমাদের লক্ষ্য কেবল-

www.pathagar.com

মাত্র সর্ববিধ অভাব অনটন এবং ভয় ভীতি দূরীকরণই নয়—বরং ইসলামী আদর্শে স্বাধীনতা, সাম্য প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের উদ্দেশ্য।" (৯)

সমাজ স্থবির নয়, গতিশীল। জাতীয় চেতনা এবং মূল্য বোধের বিবর্তনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের। কল্পনা বিলাসী ভাবাবেগ দিয়ে গণচেতনাকে বিভ্রান্ত না করে বাস্তব ধর্মী এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হচ্ছে সত্যিকার দেশপ্রেম। কল্পনা বিলাসী নেতৃত্ব এবং হটকারীতামূলক সিদ্ধান্ত জাতিকে অহেতুক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে। ভারতীয় হিন্দুদের 'অখণ্ড ভারত' দাবীর বিপরীতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেছিলেন : "Polities are the game of chess. They call for a cool thinking and Calculated decisions. There is no place in them for emotion and sentiment." রাজনীতি হচ্ছে দাবা খেলার মত। এতে প্রয়োজন ধীর স্থির চিন্তা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত। এতে কল্পনা বিলাস এবং ভাবাবেগের কোন স্থান নেই।

'The Mussalman' পত্রিকায় প্রখ্যাত জার্নালিস্ট আলতাফ হোসাইন এর ১৯শে জুলাই, ১৯৩৫ সালে "Slings & ARROWS" BY ARCHER ঐতিহাসিক নিবন্ধে 'THERE SHALL BE A TRUE NATION OF GENUINE PATRIOTS IN INDIA, A NATION OF EIGHTY MILLION MUSLIM.' (১১) এ ধ্যান-ধারণার সফল বাস্তবায়নে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান'। এ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি ছিল—'ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ'।

---

(৯) Qut M. A. H. Ispahani : Qaid-e-Azam as I know him p. photo 2—3

(১০) Qut Ibid photo 164—65

(১১) Qut Ibid p. 6

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালের ৬ দফার প্রথম দফা—পার্লামেন্টারী যুক্ত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা (Federal Parliamentary Govt.) ছিল এ জাতীয়তাবাদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের আওতাধীনে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৫২ সালের "ভাষা আন্দোলনে'র * তিক্ততা কাটিয়ে উঠে ১৯৬৪ ৬৫ সালের নির্বাচনেও প্রেসিডেন্ট আইউবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অলক্ষ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্মিলিত বিরোধীদল 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' একাত্ম হয়ে সমবেত হয়েছিল মোহ্তারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে—সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দিয়ে ছিল তার নির্বাচনী তহবিলে চাঁদা, আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে দিয়ে ছিল 'মাদার-ই-মিল্লাত' (জাতির মাতা) উপাধি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ সহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল জেনারেল ইয়াহ-হিয়া প্রদত্ত আইনগত কাঠামো (Legal frame work) অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি যুক্ত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির আওতায়। নির্বাচনের পর ইয়াহ-হিয়া সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল ডাক দেয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স (ঢাকা) ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব ডাক দিলেন—"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এ মুক্তি

---

* ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ৮ই ফাল্গুন ভাষা আন্দোলনের বেদনা দায়ক ঘটনা ঘটে। বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায় যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীর, মাধ্যমে ২৩শে মার্চ ১৯৫৬ সনের সংবিধানে। বাস্তবায়নের ভিত্তিতে 'ভাষা মুক্তি দিবস'—২৩শে মার্চ (১৯৫৬) হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'শহীদ' এবং 'মিনার' ইসলামিক পরিভাষা এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শহীদ দিবসের কর্মসূচী ইসলামী বিধান মতে সঠিক পদ্ধতিতে পালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় 'শহীদ দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে অনৈসলামিক প্রথা অনুপ্রবেশ করতে পারে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—ইসলাম সকল প্রকার শেরেক এবং বেদআতে সাইয়ে আর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। শহীদ এবং অন্যান্য আত্মার মাগফেরাত কামনার নির্দিষ্ট বিধান ইসলামে রয়েছে এবং তা শেরেক বেদআতকে প্রতিহত করে।

www.pathagar.com

এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনাধীনে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এ সংগ্রামের অর্থ রাজনৈতিক মুক্তি নয়। কেন না রাজনৈতিক মুক্তির কোন বাস্তব কর্মসূচী তখনও এমন কি ২৫শে মার্চ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। এ আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের শর্ত হিসেবে চার দফা আরোপ করেন। 'মুক্তির সংগ্রাম'—স্বাধীনতার সংগ্রাম শেখ মুজিবের এ আহবানের অর্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় কারণ তাঁর ঘোষিত চার দফার সহিত ইহা স্ব-বিরোধী। তাঁর স্ব-বিরোধিতা অপসারণে চার দফা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শেখ মুজিব তাঁর 'ফেডারেল পার্লা-মেন্টারী' পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৬ দফা কর্মসূচীর সাথে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যেই পেশ করলেন চার দফা।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে ঘোষিত শেখ মুজিবের চার দফাতে ঘোষণা করেন ঃ

১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে,

২) অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিতে হবে,

৩) সামরিক বাহিনীর গুলীতে হত্যার তদন্ত করতে হবে,

৪) জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

শেখ মুজিবের এ চার দফায় স্পষ্টতঃই শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানের ফেডারেল কাঠামোর আওতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করা হয়েছে—বিচ্ছিন্নতা অর্থে নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম চলতে পারে না—কেননা তারা জনমত নিয়েছেন পাকিস্তান কাঠা-মোর আওতায়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিপ্লবী সরকার গঠন এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অবশ্যই প্রয়োজন। পূর্ণ প্রস্তুতিসহ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়া জাতিকে অনিশ্চিত পরিণামের দিকে ঠেলে দেয়া যায় না। ২৫শে মার্চের রাত ৯'টা পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্র শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে ছিল কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে কোন মুক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। এমনকি তিনি শান্তি-পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যেই বরাবর অপেক্ষমান ছিলেন। স্বশস্ত্র সংগ্রামের পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে তিনি বিপ্লবী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে এবং বিপ্লবকে সফল করার স্বার্থেই বন্দী হওয়ার আশংকা থেকে নিরাপদ দূরত্ব অবস্থান করতেন। একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করার পূর্বেই বিপ্লবী সরকার গঠন করা এবং সামরিক শক্তি সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। পরিকল্পনা বিহীন সংগ্রাম ঘোষণার চেয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ঘোষিত স্বশস্ত্র সংগ্রামকে স্বীয় নৈপুণ্যে পরিচালনার মধ্যে আসল কৃতিত্ব। এ ধরণের সংগ্রামে জনজীবনকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ রাখাও অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সুস্পষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন না করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা জনজীবনকে অহেতুক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়—এটা সর্বজন বিদিত। এ বিষয়ে বহিঃ শক্তির সাথে গোপন সামরিক চুক্তিরও প্রয়োজন। এ ধরণের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কথিত আগর তলায় গোপন চুক্তি ছিল ভিত্তিহীন। ইহার ফলে আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন হয়েছে। যদি উক্ত গোপন চুক্তি সত্য বলে দাবী করা হয় তবে 'আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে 'ষড়যন্ত্র' কথাটি বাদ পড়ে যায় এবং গণ-আন্দোলন ও বিভ্রান্তিকর হয়ে দাড়ায়।

১৯। ২৬শে মার্চ ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ঃ

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ ইয়াহ হিয়া খান ঢাকা আসেন এবং ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগসহ নেতৃবৃন্দের সাথে পাকি-স্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য আলাপ আলোচনা করেন। এ বৈঠকে ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসেন এবং আলোচনা শেষে সকলেই নীতিগতভাবে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হন তা নিম্নরূপ ঃ (১)

(১) অধ্যাপক ইউনুস আলী দেওয়ান ঃ পৌরবিজ্ঞান পরিচিতি পৃঃ ১২৫

www.pathagar.com

১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইবে এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে ;

২) বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে ;

৩) অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থারূপে কেন্দ্রের শাসনভার থাকিবে ইয়াহ-হিয়া খানের উপর ;

৪) জাতীয় পরিষদের আঞ্চলিক সদস্যগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া আঞ্চলিক সংবিধানের কাঠামো রচনা করিবেন এবং পরে উভয় অঞ্চলের সদস্যগণ জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাকিস্তানের জন্যে চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়ন করিবেন।"

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল উভয় অংশের জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী পেশ করতে ব্যর্থ হয় এবং জাতীয় দল হিসেবে জন সমর্থন লাভ করতে না পারায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। শেখ মুজিবের ৬ দফাকে পেশ করা হয় ঘোষিত বাঙ্গালীর মুক্তি সনদ হিসেবে। এমন কি নির্বাচনী প্রচার অভিযানে 'পূর্ব পাকিস্তানে প্রস্তুত কাগজে পশ্চিম পাকিস্তানে সীলমোহর করার পর পূর্ব পাকিস্তানে বাজারজাত করা হয়', 'পশ্চিম পাকিস্তানের গম খেতে পূর্ব পাকিস্তানের ধান পুড়িয়ে সার দেয়া হয়'—(ময়মনসিংহের ত্রিশালে জনৈক নেতার উক্তি) এসব প্রচারণায় ও জনসাধারন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এসব প্রচারণার কথা বাদ দিলেও পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হওয়ার উল্লেখ ছিল ৬ দফা সহ অন্যান্য ('সোনার বাংলা শ্মশান কেন ?') প্রচার পত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শোষণ মুক্তির ব্যাকুল প্রত্যাশায় জনসাধারণ ৬ দফাকে দেয় স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। শোষণ মুক্তির প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠের ডাকে এগিয়ে আসে বাংলার মানুষ।

১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে সর্বদলীয় ঐক্যমতে পৌঁছানো এবং রাজনৈতিক সংকট শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু আলোচনার ফলাফল ঘোষণা করার পরিবর্তে ইয়াহ-হিয়া খান ২৫শে মার্চের রাত্রিতে ঢাকা ত্যাগ করার

www.pathagar.com

বর্বরোচিত, অপরিনামদর্শী জঘন্য হামলা সূচনা করল এক আত্মঘাতি, হিংসাত্মক, কলঙ্কময় সর্বনাশা সশস্ত্র রক্তাক্ত সংগ্রামের। এ বর্বরোচিত হামলাকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে এক শ্বেত পত্র প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু হালে পানি পায়নি।

২৫শে মার্চের (১৯৭১) কাল রাত্রি থেকে শুরু হল এক নূতন অধ্যায়। নির্বিচারে গণহত্যা পূর্ব পাকিস্তান বাসীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা করে তুলল। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনতাকে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টায় গুলী চালানো হল জনসাধারণের বুকে নির্বিচারে।

২৬শে মার্চ পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করল শেখ মুজিব বন্দী হয়েছেন অপর দিকে ভারতীয় বেতার থেকে প্রচারিত হল শেখ মুজিব বন্দী হয়নি। পরস্পর বিরোধী ঘোষণা এবং নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মানুষ তখন দিশেহারা।

২৬শে মার্চ প্রত্যুষে বাঙ্গালী রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে মেজর জিয়াউর রহমান (মরহুম প্রেসিডেন্ট) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণা ইথারের মাধ্যমে পৌঁছে মানুষের ঘরে ঘরে। প্রকৃত পক্ষে এ ডাক একটি গণ যুদ্ধের ডাক। কেননা সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ১৭ই এপ্রিল গঠিত হয় বিপ্লবী সরকার কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকুঞ্জে। ১০ই এপ্রিল গঠিত হয়েছিল একটি বেসামরিক সরকার।

এ বিলম্বিত সময়ের ব্যবধানে বিপ্লবী সরকার গঠন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা এ কথাই প্রমাণ করে যে ১৯৭১ এর ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবের সংগ্রামের ডাক ছিল একটি আবেগ পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ভাষণ মাত্র—বন্দী হওয়ার পূর্ণ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের কোন বাস্তব ধর্মী পরিকল্পনাই নেননি। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশায় নিশ্চিতভাবে তিনি ছিলেন অপেক্ষমান। এবং এটাই ছিল ৬ দফার লক্ষ্য এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে—'গণরায়'।

২৫শে মার্চ (রাত্রি) থেকে পাক-বাহিনী রূপান্তরিত হল হানাদার বাহিনীতে। ধীরে ধীরে ভারতীয় সীমান্তে স্মরণার্থী শিবিরে গড়ে উঠতে লাগল মুক্তি বাহিনী। আত্ম রক্ষার আশু প্রয়োজনে এবং সন্ত্রাসের প্রতিরোধ কল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে গড়ে উঠে শান্তি কমটি। প্রথম দিকে শুরু হয়

www.pathagar.com

গেরিলা যুদ্ধ। জেনারেল নিয়াজি গড়ে তোলেন রাজাকার বাহিনী। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজাকার ক্যাম্পের, অনেকেই অস্ত্র শস্ত্র সহ রাতের অন্ধকারে মুক্তি বাহিনীর সাথে যোগ দেয়।

এ আত্মঘাতি যুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ 'পাকিস্তান পন্থী' এবং 'বাংলাদেশ পন্থী' এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ডঃ টি, মনিরুজ্জামান বলেন ঃ এইভাবে জাতি এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ২,৫০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশে তাহাদের নিজ নিজ এলাকার শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষে প্রায় ২০,০০০ পাক বাহিনীর সহযোগীকে হত্যা করা হয় যাহার ফলে মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও পশ্চাদপসরণের স্থল সৃষ্টি হয়।" (Radical politics and the emergence of Bangladesh p 48) (২)

১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের উপর জন্ম নেয় 'গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। স্বাধীন বাংলাদেশে 'বাংলা ভাষা' ভিত্তিক নূতন কোন আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস নয়। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় মুসলিম জনতার গণভোটের দাবীতে, 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' ভিত্তিক ১৯৪৭ সালে যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের একটি প্রদেশ-ভুক্ত ভূখণ্ড মাত্র। বাংলা ভাষার ভিত্তিতে সৃষ্ট জাতীয়তাবোধে একই ভাষ ভাষী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কোন অংশই নূতনভাবে এ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাবেক মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। বৃহৎ বাংলার বাকী অংশের মাতৃ ভাষা বাংলা ভাষা হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে তারা ১৯৪৭ এ ভিন্ন জাতীয়তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতে যোগ দিয়েছে এবং ১৯৭১ এর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে 'মুসলিম বাংলা'র জাতীয়তার কোন সামঞ্জস্য আসেনি। তবে ১৯০৫ সালে মুসলিম বাংলা একটি প্রাদেশিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রশ্নে যে জাতীয়তাবাদের ধোয়া উঠেছিল এবারে সার্বভৌম

(২) উদ্ধৃত ঃ খান লুৎফর রহমান ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পৌর বিজ্ঞান পৃঃ ২১৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় তা উঠেনি। 'মুসলিম বাংলা'র সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে —'ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ'।

এ জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র হচ্ছে মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের মত 'গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি। এ পটভূমিতে মুসলিম বাংলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান এবং পূর্বাঞ্চলের এ মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'টি রক্ত সাগর পেড়িয়ে সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২০। পাকিস্তান বাংলাদেশ ও ইসলামী জীবনবোধ ঃ

১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করে এবং সম্মেলন শেষে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করার পর এ দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানসহ বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সৌহার্দ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠছে।

১৯৪৭ সালে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' এর ভিত্তিতে মুসলিম বাংলা নিয়ে গঠিত পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ১৯৭১ সলের ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ছিল—ধর্ম নিরপেক্ষতা।

১৯৭৭ সালের ১লা মে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীতে দ্বিতীয় দফায় ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে অন্যতম মূলনীতি ঘোষণা করেন—'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং অবিচল আস্থা।'

১৯৭৭ সালের ২২শে এপ্রিল বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রদান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি এক সংবিধান সংশোধনী আদেশ জারী করেন। এ আদেশের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মূল সংবিধান ('৭২) থেকে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' তুলে দিয়ে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান ও অবিচল

www.pathagar.com

আস্থা মূলনীতি সংযোজন করেন। সংশোধনীতে আরও বলা হয় যে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সুলভ সম্পর্ক সুসংহত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা চালানো হবে। এ মূলনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কগণ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও অবিচল আস্থা রেখে কাজ করবেন। এ আদেশে 'সমাজতন্ত্রের' স্থলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার এবং মূল সংবিধানের ৬ষ্ঠ ধারা সংশোধন করতঃ বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি জাতীয় পরিচিতি 'বাঙ্গালী'র স্থলে বাংলাদেশী করা হয়।

৫ম সংশোধনী ঃ ১৯৭৯ সনের ৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনী আইন নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এ সংশোধনী আইনের বলে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে তৎসময় পর্যন্ত গৃহীত সকল প্রকার আদেশ, সংবিধান, সংশোধনী, সংযোজন, পরিবর্তন প্রভৃতি সকল কিছু বৈধ করা হয়েছে বলে অনুমোদন করা হয়।

১৯৭৭ সালের ২২শে এপ্রিল ঘোষিত সংবিধান সংশোধন আদেশ এবং পঞ্চম সংশোধনীতে অনুমোদনের মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণায় এদেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে।

১৯৮৭ সালের ৩০শে মে গণভোটে ১৯ দফার সাথে এই মূলনীতি শতকরা ৯৮'৮৭ ভোটের জন সমর্থন লাভ করে। ১৯৭৯ সালের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ৫ম সংশোধনীতে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন যে—

(১) সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার আগে—'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম (পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে) কথাগুলি বসিবে।

(২) অষ্টম অনুচ্ছেদ ঃ ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের স্থলে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অর্থে সমাজতন্ত্র বসিবে।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম—বিশ্ব শান্তি, সহনশীলতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক সমুজ্জ্বল সভ্যতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা নেসায় আল্লাহ-পাক ঘোষণা করেন ঃ ....'এবং তোমরা আল্লাহ-তালার এবাদত কর, আমার সহিত কোন বস্তুর অংশী স্থাপন করিওনা,

www.pathagar.com

পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ, দরিদ্রগণ, আত্মীয় প্রতিবেশী, সহচর, বিদেশী এবং তোমাদের ক্রীতদাসের সহিত সদ্ব্যবহার কর"।

নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ অবস্থায় থাকে, অথচ তাহার প্রতিবেশী তাহার পার্শে ক্ষুধার্ত থাকে, সে ব্যক্তি (খাঁটি) ঈমানদার নহে" (বয়হকি, শোয়াবো ঈমান)।

ইসলামে কোরআন হাদিসের অমিয় বাণীতে ঘোষণা করা হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম মহান সেবার এবং ন্যায় নিষ্ঠার আদর্শ শিক্ষা দেয়।

পাক-কোরআনে আছে—'লা ইক্করাহা ফিদ্দিন' ধর্মীয় ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। ইসলাম ধর্মে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং ধর্মীয় সহনশীলনতার অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে। ফিৎরতের ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম ইহা মানুষের চিন্তা-চেতনা-কর্ম ধারাকে এক অনাবিল শান্তির লক্ষ্যে পরিচালিত করে। স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার তাকিদে জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ অত্যাবশ্যক না হলে ইসলাম কোন হিংসাত্মক কার্য অনুমোদন করে না। ইসলামে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ পরিপূর্ণরূপেই বিদ্যমান। ইসলাম ধর্মকে পাশ কাটিয়ে নূতনভাবে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'র বাণী উচ্চারণ করা অর্থহীন।

শতকরা ৮২ জন মুসলমান জনসংখ্যা আধ্যুসিত মুসলিম বাংলা নিয়ে গঠিত 'গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। যদিও 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষিত হয়নি তবু পঞ্চম সংশোধনীতে ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম জাতীয় চেতনার প্রতিফলন রয়েছে এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত গণরায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বলে রাখা দরকার সত্যিকার ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত ইসলামী আন্দোলন।

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এক, অভিন্ন ভৌগলিক সীমারেখা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সীমারেখার মধ্যে বাংলাদেশীগণ বসবাস করেন। তারা অন্যান্য জন সম্প্রদায় থেকে আলাদা। এমন কি বাংলা ভাষা ভিত্তিক ও বাংলা সংস্কৃতির অধিকারী প্রতিবেশী ভূখণ্ড পশ্চিম বঙ্গ থেকেও তারা আলাদা। ১৯৭১ সালের জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে তাদের সঙ্গে নূতনভাবে অভিন্ন জাতীয়তা গড়ে উঠেনি।

www.pathagar.com

জাতীয় যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশীরা বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকদের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়েছে সত্য তথাপি সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজি উৎসব' কবিতার ভাষায় 'এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন কবির সম্বল। মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, এক কণ্ঠে বল 'জয়তু শিবাজি'। রবীন্দ্র চেতনায় বাঙ্গালীরা হচ্ছে শিবাজী মন্ত্রে দীক্ষিত অখণ্ড হিন্দু ভারতের স্বপ্নে উজ্জীবিত।

কাজী নজরুলের 'উমর ফারুক' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত জাতীয় চেতনা। তিনি কবিতার ভাষায় অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন ঃ

ওমর ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহবান নয় রূপ ধরে এস! গ্রাসে অন্ধতারাহু!
ইসলাম রবি জ্যোতিতার আজ দিনে দিনে বিমলিন।
শুধু অঙ্গুলী হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়া ছিলে ফেলি' মুহাম্মদের চরণে সে শমসের
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমসের ধরি,
আর একবার লোহিত সাগরে লালে লাল হয়ে মরি!

ব্যক্তি চিন্তা, চেতনার সমষ্টি হচ্ছে জাতীয় চেতনা। বাংলাদেশের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান। ভিন্ন ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের সাথে সাথে মুসলমানগণ স্বীয় ধর্মীয় চেতনায় সত্যিকারভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশকে। 'দেশকে ভাল বাসা ঈমানের অঙ্গ' এবং "দুই প্রকার চক্ষু দোযখের আগুনে জলবে না। তার একটি' যে চক্ষু খোদার ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করে এবং অপরটি যে চক্ষু মাতৃ ভূমিকে রক্ষার্থে সীমান্ত প্রহরায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে"—নবীজীর এ মহান আদর্শে উজ্জীবিত হলে এক অজয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

সকল প্রকার প্রতিমা, প্রতীক, এমনকি তাছবির (ছবি) কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক, সর্বশক্তিমান, নিরাকার আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে মাথা নত করা এবং একমাত্র তাঁর নামেই শপথ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এক আল্লাহ ছাড়া কোন নবী, অলী, শহীদ, গাজী ইসলামে উপাস্য নয়। ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা,

www.pathagar.com

চেতনা, অনুষ্ঠান, শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা,উৎপাদন, বন্টন— এক কথায় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সঠিক নির্দেশ রয়েছে ইসলাম ধর্মে। সকল কুসংস্কার, ভাবাবেগপূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রভাবিত পুষ্প অর্ঘাদি এবং অপচয় রোধে ইসলামের বিধান অতি সুস্পষ্ট-ভাবে বিদ্যমান। সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই এ দেশে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং এক অজেয় শক্তি লাভ করে বিশ্বের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ১৯৪৭ সালের ৩০শে অক্টোবর লাহোরে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন ঃ—"Keepup your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for dealth There is no better salvation for a Muslim than the death of a marty."(১) ন্যায়-নীতি এবং মুজাহিদের চেতনায় দুর্জয় করে তুলে মুসলিম জাতীয় চেতনা। ইসলাম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনায় সুষ্ঠু সমাধান দিতে সক্ষম এ কথা ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা সভ্য জাতিসমূহও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের বুকে মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রের জনক কায়েদ-ই-আযম জিন্নাহ্ ইসলামের সুমহান আদর্শেই আস্থাবান ছিলেন। ১৯৪৭ সনে করাচী বার এসোসিয়েশনে তিনি বলেন ঃ "I joined Lincon as Inn because there, on the main entrance the name of prophet was included in the list of the great law givers of the world" (২) আমি (ব্যারিষ্টারী পড়তে) লিকন্‌স ইন-এ যোগদান করি কারণ সেখানে মুখ্য প্রবেশ পথে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এঁর নাম বিশ্বের প্রখ্যাত আইন দাতাদের তালিকায় সংযুক্ত আছে।

তিনি মিঃ জিন্নাহ্ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে বলেন—"A great statesman and a great sovereign" (৩) একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ এবং একজন মহৎ সার্বভৌম শাসক।

---

(১) M. A. H. I pani ঃ Qaid-e-Azam as I know him photo page 234—235

(2) এস উদ্দ্‌ত—এস, কিউ, ইসলাম-কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৫

(3) Ibid.

www.pathagar.com

খ্যাত নামা ব্যারিষ্টার মিঃ জিন্নাহ্ মুসলিম আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ১৯১১ সালের মার্চ মাসে মুসলিম বংশধর আইন (waqf validation) পাশের প্রস্তাব পেশ করেন এবং তাঁর শানিত যুক্তি তর্কের বলে ১৯১৩ সালের ৭ই মার্চ এ আইন পাশ করাতে সক্ষম হন। ইহার ফলে ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ পরিত্রাণ লাভ করে। স্যার সৈয়দ ইতিপূর্বে বাস্তব প্রয়োজন অনুভব করে এ আইন পাশের উদ্যোগ নেন কিন্তু আইনের মারপ্যাচ জানা না থাকায় তিনি সফল কাম হতে পারেননি।

ইসলাম মানব জাতির মুক্তি এবং শান্তির আদর্শ জীবন ব্যবস্থা নিয়ে জগতের বুকে আবির্ভূত হয়েছে এবং ধর্মীয় সহনশীলতাসহ বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে তা বিকশিত হয়ে বিশ্ব শান্তি বজায় রেখেছে। নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে তার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। নেপোলিয়ন বলেছেন, "A state without a religion is like a vessel without a compass." পরিপূর্ণ শান্তির দিক নির্দেশ রয়েছে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়।

॥ সমাপ্ত ॥

www.pathagar.com